দি স্কাই ইজ ফলিং

সিডনি সেলডন

সূচিপত্র

পেনসিলভানিয়া এ্যাভিনিউ 2

প্রাতঃরাশ করতে ব্যস্ত 39

কনফারেন্স রুমে 72

জেট বিমানের শব্দ 107

পেনসিলভানিয়া এ্যাভিনিউ

হোয়াইট হাউস থেকে একটা ব্লক দূরে পেনসিলভানিয়া এ্যাভিনিউ-এর উপর দিয়ে সে দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ডিসেম্বরের কনকনে শীত। তখন, বিমান আক্রমণের সতর্কীকরণ সাইরেন বেজে উঠল। হঠাৎ সে সারাজেড়োয় ফিরে গেল এবং বোমা ফেলার বুক কাঁপানো আওয়াজ শুনতে পেল। আকাশ আগুন রঙা। বিমান থেকে বোমাবর্ষণের আওয়াজ পাওয়া গেল। কাছাকাছি ঘরবাড়িগুলোর দরজা জানলা, দেওয়াল বোমার আঘাতে ভেঙে পড়ছে। মানুষজন ছুটছে।

বহুদূর থেকে পুরুষকণ্ঠে প্রশ্ন এল,–তুমি ঠিক আছ তো?– মেয়েটি তার চোখ খুলল।

–হ্যাঁ আমি ঠিক আছি।– মেয়েটিকে সে বলে–তুমি ড্যানা ইভান্স তো? আমি WTN এ তোমার ওপর নজর রাখি প্রতি রাতে। তোমার সব বেতার ভাষণ শুনি। যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে কি তুমি উত্তেজিত হয়ে ওঠো?–

–হ্যাঁ, কারণ ছিন্নভিন্ন মানুষের দেহ, শিশুদের দেহ, কুয়োয় পড়ে যাওয়া এসব মানুষকে উত্তেজিত করে।–

হঠাৎ ইভান্স-এর পেটের যন্ত্রণা শুরু হওয়ায় সে ক্ষমা চেয়ে চলে গেল।

মাস তিনেক আগে ড্যানা যুগোস্লাভিয়া থেকে ফিরে এসেছে। স্মৃতি টাটকা এখনও। সারাজেভোয় মানুষের মনে হাসি ছিল না, ছিল শুধু মর্টার বিস্ফোরণের শব্দ।

ড্যানার মনে হল, জন ডোনিই ঠিক। কোন মানুষই একটা দ্বীপনয়। পৃথিবীব্যাপী ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে নিরন্তর।

স্যান্টিয়াগোয় দশ বছরের মেয়েকে তার ঠাকুরদা ধর্ষণ করে। নিউইয়র্কে দুজন প্রেমিক প্রেমিকা চুমু খায়। ফ্ল্যাঙ্গার্সে সতেরো বছরের মেয়ে পঙ্গু সন্তানের জন্ম দেয়, শিকাগোয় একজন দমকল কর্মী নিজের জীবন বিপন্ন করে একটা বেড়ালের প্রাণ বাঁচায়, সাওপাওলোয় ফুটবল দেখতে গিয়ে স্টেডিয়াম ভেঙে শতশত মানুষ প্রাণ হারায়। পিসায় মা তার শিশুকে প্রথম হাঁটতে দেখে আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে।

ড্যানা ভাবল ষাট সেকেণ্ডের মধ্যে এসব অনন্তকাল ধরে চলে আসছে।

সাতাশ বছর বয়সের ড্যানাকে দেখতে সুন্দরী। পাতলা রোগাটে চেহারা, কোমর ছুঁই ছুঁই চুল, বুদ্ধিদীপ্ত ধূসর চোখ, গোল মুখ, উষ্ণ হাসি। ড্যানার বাবা সৈন্যবাহিনীর নির্দেশক। কর্মসূত্রে সব জায়গায় ঘুরেছেন। তার সঙ্গে ড্যানাও অভিযানের স্বাদ পেয়ে গেছে। তার কোন ভয় নেই। ড্যানা মৃত্যুকে পরোয়া না করে যুদ্ধের খবর বেতারে লাইভ টেলিকাস্ট করেছে। এতে তার খ্যতি বেড়েছে।

পেনিসিলভানিয়া অ্যাভিনিউ দিয়ে দ্রুত হোয়াইট হাউস অতিক্রম করতে গিয়ে ড্যানা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবে মিটিং-এ যেতে দেরি হয়ে গেল।

সিক্সথ স্ট্রিট-এর পুরো ব্লকটাই ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজ-এর দখলে, চারটি বিল্ডিং-খবরের কাগজ ছাপানোর অফিস, স্টক অফিস, এক্সকিউটিভ টাওয়ার, টেলিভিশন

ব্রডকাস্টিং কমপ্লেক্স। কমপিউটারের কী বোর্ডের শব্দে সবসময় জায়গাটা সরগরম থাকে।

এখানে জেফ বার্নসের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল ড্যানা। জেফ ওয়াশিংটন ট্রিবিউন নেটওয়ার্কের স্পোর্টস রিপোর্টার। তিরিশের ভেতর বয়স। লম্বা ও রোগাটে চেহারা। আকর্ষণীয় মুখ। জেফ ও ড্যানা প্রেমে পড়েছে। ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজের প্রাক্তন মালিক স্টুয়ার্ট তার এই কোম্পানি ইলিয়ট ক্রমওয়েলেকে বিক্রি করে দিয়েছেন। ম্যাট বেকার এবং ইলিয়ট ক্রমওয়েলের সঙ্গে মিটিং শুরুর মুখে ম্যাট-এর সহকারী অ্যাবি ল্যাসম্যান ড্যানাকে অভিবাদন জানাল। ম্যাট বিরক্ত হয়ে বলল,–তুমি দেরী করে ফেলেছ।– ম্যাট বেকারের পঞ্চাশ বছর বয়স। রূঢ় প্রকৃতির মানুষ। অবিন্যস্ত পোশাক। WTN টেলিভিশন অপারেশন পরিচালনা করেন তিনি।

ইলিয়ট ক্রমওয়েলের বয়স ষাট, বন্ধুসুলভ, কোটিপতি মানুষ। সংবাদমাধ্যমে বিভিন্ন খবর প্রকাশ করা তাঁর কাজ যা সর্বদা সুখকর নয়। ড্যানাকে তিনি বললেন,–ম্যাটের কাছে শুনলাম তোমার বাজারদর ক্রমশ বাড়ছে। বেতারে সংবাদ প্রচার আমি শুনি। তোমারটা একেবারে আলাদা।–

–ধন্যবাদ– ড্যানা বলল। সে জানে সে সাংবাদিক হিসাবে হাড়ির খবর টেনে বার করে আনে, অন্যদের মত ভাসা ভাসা খবর সে পরিবেশন করে না। তাই সে এত জনপ্রিয়।

ম্যাট বেকার জানতে চাইলেন,–আজও তো ইন্টারভিউ নিতে যাচ্ছ তুমি?–হ্যাঁ, গারি উইনথ্রপের। সে আমেরিকার প্রিন্স চার্মিং। প্রবীণ, সুপুরুষ।– ক্রমওয়েল বললেন,–শুনেছি

সে ব্যক্তিগত প্রচার চায় না। তাই ভাবছি তুমি কি করে তাকে রাজি করালে?–আসলে আমাদের ছবি একই। সে ভ্যানগগের আর মনেট-এর ছবি কেনে আর আমি কিনতে না পেরে তাকিয়ে থাকি। তার নিউজ কনফারেন্সের একটা টেপ করে নেব। এটাই আজ বিকেলের কভার। তারপরেও সাক্ষাৎকার চালিয়ে যাব।–

তাদের পরিকল্পনা মাফিক নেটওয়ার্কের নতুন শো-এর ব্যাপারে, ঘণ্টাখানেক ধরে আলোচনা চলল। সেটা অপরাধ জগতের অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা যা ড্যানা দীর্ঘস্থায়ী হিসাবে প্রযোজনা করতে যাচ্ছে। ম্যাট বলে,–বেতারে অনেক বাস্তব তুলে ধরা হয়েছে। তাই আরও ভাল কিছু আমাদের তুলে ধরতে হবে। অর্থলিপ্সার মত বিষয়কে আঁকড়ে ধরে থাকব যাতে শ্রোতাদের আর্কষণের সঙ্গে সঙ্গে–...ইন্টারকম বেজে উঠল কথার মাঝে। ম্যাক বিরক্ত হল,–তোমাকে না বলেছি এখন কোন কথা নয়।–

অ্যাবি বলে–দুঃখিত, কিন্তু এটা মিস ইভান্সের। ফেনাল-এর স্কুল থেকে ওর খোঁজ করা হচ্ছে।– ড্যানা রিসিভারটা নিয়ে কথা বলে। ম্যাট জানতে চাইলেন,–কার ফোন?– ড্যানা উত্তেজিত হয়ে বলল,–ফেনালকে নিয়ে আসার জন্য ওরা আমাকে স্কুলে যেতে বলল।–

ইলিয়ট জিজ্ঞেস করলেন,–সারাজেভো থেকে যে ছেলেটিকে তুমি নিয়ে এসেছিলে এ কি সে?–হ্যাঁ। বোমায় ওর একটা হাত উড়ে গেছে। আমি ওকে পোষ্য নিতে চলেছি। আমি ওর অভিভাবিকা।–

থিওডোর রুজভেল্ট মিডল স্কুলে পৌঁছে ড্যানা সহকারী প্রিন্সিপালের অফিসে গিয়ে হাজির হল। ফেনাল বারো বছরের। সে একটা চেয়ারে বসেছিল। সহকারী প্রিন্সিপাল ডেরা কসটফের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। অফিসের পরিবেশ খুবই থমথমে।

হ্যালো মিসেস কসটফ–, ড্যানা বলল–ফেনাল কি আপনাদের সমস্যায় ফেলেছে?– তাঁ, বলে তিনি একটা কাগজ দিলেন ড্যানাকে। তাতে vodja, pijda, zbosti, fukati, ne zakonski, otrok, umreti, tepec... এই সব লেখা রয়েছে।

ড্যানা বলল,–এগুলো কি?– মিসেস কসকফ রেগে বললেন,–এগুলো সারবিয়ান শব্দ। এই সব কথা ফেনাল স্কুলে যখন তখন ব্যবহার করছে। আমি একটু প্রশ্রয় দিয়েছি আর ও সেই সুযোগ নিচ্ছে। ও আমাকে pijda বলে সম্বোধন করে। সব সময়েই ঝগড়া করে। আমাকেও আপমান করে।–

ড্যানা বলে,–আপনি তো জানেন ওর সঙ্গে মোকাবিলা করা কত কঠিন।– মিসেস কসটফ বললেন,–আপনি ওকে নিয়ে যান। আমি রিপোর্ট কার্ড তৈরি করে রেখেছি।–

বাড়ি ফেরার পথে ফেনাল চুপ করে রইল। ড্যানা ভাবল একে নিয়ে এখন কী করি? তাকে অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে ড্যানা বলল,–আমি স্টুডিওতে ফিরে যাচ্ছি। তুমি ভাল হয়ে থেকো।– ড্যানা এবার রিপোর্ট কার্ড দেখল–ইতিহাস, ইংরেজি ও বিজ্ঞানে ডি, সোসাল সার্ভিসে এফ আর অঙ্কে এ। ড্যানা ভাবল পরে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

ড্যানার সঙ্গে ফেনাল ভাল ব্যবহারই করে সর্বদা। তাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন ড্যানা। উইক এন্ডে ড্যানা এবং জেফ ওয়াশিংটন চষে বেড়াল ফেনালকে সঙ্গে নিয়ে। ন্যাশনাল

চিড়িয়াখানা ফেনালের খুব ভাল লাগল। ন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়াম দেখে তারা খেতে গেল। ড্যানা কাজে বেরোলে ফেনাল কেমন যেন হিংস্র হয়ে ওঠে। হাউস কীপার ড্যানাকে রাতে সব বলে। যেন কোন হরর কাহিনী।

তখন বেতারে WTN-এর সান্ধ্য সংবাদ প্রচারিত হচ্ছিল। ড্যানার কো-অ্যাঙ্কার সুদর্শন রিচার্ড মেল্টন এবং জেফ কর্নোস তার পাশে বসেছিল। ড্যানা বলছিল বিদেশ বার্তায় ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স পাগলা গরুর রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে পারেনি এখনও...দুরদর্শনের পর্দায় ফ্রান্সের শহরতলির একটা দৃশ্য। উচ্চাকাঙ্খী প্রযোজক টম হকিন্স বলল,–ড্যানা তুমি গ্যারি উইনথ্রপকে জানো? নিশ্চয়ই। সে খুব সুন্দর। চল্লিশ বছর বয়স। উজ্জ্বল দুটি চোখ মুখে হাসি।–

ড্যানা আমরা আবার একত্র হলাম। আমাকে আহ্বান করার জন্য ধন্যবাদ। –আপনাকেও ধন্যবাদ।– ড্যানা দেখল আধডজন সেক্রেটারিই স্টুডিওয় যাওয়া জরুরি মনে করল। রিচার্ড মেল্টন বলল,–আপনি আমার পাশে এসে বসুন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার অংশটা আসছে। তারা করমর্দন করল। –আপনি জেফ কর্নোসকে চেনেন তো?–হ্যাঁ, আপনি খেলার মাঠে গিয়ে খেলেন না কেন?– জেফ বিষণ্ণভাবে বলল,–তাই তো ইচ্ছে আমার।–

ফ্রান্সের দৃশ্য দেখানো শেষ হল। এবার বাণিজ্যিক চ্যানেলের দিকে সুইচটা ঘুরিয়ে দিল। গ্যারি উইনথ্রপ তা দেখতে লাগল। জর্জ টাউন আর্ট মিউজিয়ামের বহিঃদৃশ্য। ভাষ্যকার হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে বললেন, মিউজিয়ামের ভেতর মিঃ গ্যারি উইনথ্রপ মিউজিয়ামের উন্নতিকল্পে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার দান করেছেন। মিউজিয়ামের ভেতরে

দেখা যায় প্রশস্ত জায়গা। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা গ্যারি উইনথ্রপের চারপাশে। গ্যারি উইনথ্রপ বললেন, আশা করি এতে আমেরিকার তরুণ শিল্পীরা তাদের প্রকাশের সুযোগ পাবে। উপস্থিত দর্শকরা করতালি দিয়ে উঠল। এবার টেপে ঘোষক বলে উঠল, এখন স্টুডিওয় ড্যানার কাছে ফেরত যাচ্ছি। ক্যামেরার লাল আলো জ্বলে উঠল।

ধন্যবাদ।– ড্যানা বলল, মিঃ উইনথ্রপ, এই খাতে ব্যয় হবে না এর পুরোটাই তরুণ শিল্পীদের সাহায্যে ব্যয় করা হবে? আপনি কি সেনেটের নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন?–আমি ভাবছি। আমার দেশের স্বার্থে আমি কিছু করতে চাই।–ধন্যবাদ মিঃ উইনথ্রপ।–

–ধন্যবাদ।– গ্যারি উইনথ্রপ স্টুডিও ছেড়ে চলে গেল।

জেফ কর্নোস বলল, তোমাদের কী খবর বলো? ফেনালের কথা জিজ্ঞেস কোর না। ড্যানা বলল। অ্যানাগটাসিয়া ঘোষণা করল, এখন খেলাধূলা নিয়ে আলোচনা করা হবে। জেফ কর্নোস তৈরি হোন।

রাত দুটো নাগাদ গারি উইনপ্রপের টাউন হাউস ওয়াশিংটনের উত্তর পশ্চিমের সেরা জায়গায়। দুজন লোক ড্রইংরুমের দেওয়াল থেকে পেন্টিংগুলো সরাচ্ছিল। দুজনের মুখে মুখোশ।

একজন বলল, আবার কখন প্যাট্রল শুরু হয়? ভোর চারটেয়। তাদের এই নির্ধারিত সময়টা আমাদের পক্ষে খুব ভাল তাই না?–

হ্যাঁ।– একটা পেন্টিং খুলে সে আছড়ে ফেলল মেঝের ওপর। শব্দে গ্যারির ঘুম ভেঙে যায় কিনা দেখার জন্য। এই শব্দে উপর তলায় গ্যারি উইনথ্রপের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। কোন শব্দ নেই। হঠাৎ ড্রইংরুমে দুজন মুখোশ পরা লোকের সঙ্গে দেখা হল। তিনি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন,–কে তোমরা?–

মুহূর্তে সাইলেন্সর লাগানোবোরটার ট্রিগার টিপল মুখোশধারীদের একজন। গ্যারি উইনথ্রপের বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেল। খুশি হয়ে তারা দেওয়াল থেকে পেন্টিং খুলতে লাগল।

.

টেলিফোনের তীব্র আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল ড্যানার। ঘুম জড়ানো চোখে বিছানায় বসে রিসিভার তুলল। ম্যাটের ফোন। তাকে তাড়াতাড়ি স্টুডিওতে চলে আসতে বলছে। ভোর পাঁচটা এখন। দ্রুত পোশাক বদলে সে পাশের প্রতিবেশিনী ডরোথি হোয়ারটনের দরজায় নক করল, ডরোথি তাকে দেখে চমকে উঠল–কি ব্যাপার? কিছু যদি মনে না করো ফেনালকে স্কুলে পৌঁছে দেবে? নিশ্চয়ই। ওকে প্রাতঃরাশ করিয়ে স্কুলে দিয়ে আসব। ধন্যবাদ ডরোথি।

ড্যানা অফিসে গিয়ে ঢুকল। ম্যাট বললেন, আজ খুব ভোরে গ্যারি উইনথ্রপ খুন হয়েছেন। ড্যানা চেয়ারে বসে পড়ল ধপাস করে। কে খুন করল ওকে?–ওঁর বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতরাই ওঁকে খুন করেছে। এটা হল ওদের পরিবারের পঞ্চম দুঃখজনক ঘটনা।–

ড্যানা বিস্মিত হল, পঞ্চম দুঃখজনক ঘটনা? হ্যাঁ। গতবছর গ্যারির বাবা টেলর উইনথ্রপ ও তার স্ত্রী অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। দুমাস পরে তাদের বড় ছেলে পল দুর্ঘটনায় মারা যায়। ছ সপ্তাহ পরে, তাদের মেয়ে স্কাইং করতে গিয়ে মারা যায়। আর আজ খুন হলেন গ্যারি।

জেফ বলে চলেন, ড্যানা, উইনথ্রপরা সকলেই খুব সৎ মানুষ ছিলেন। দানশীল হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত ছিলেন। গ্যারিদের পরিবার এক বছরের মধ্যে শেষ হয়ে গেল।

কি যে বলব আমি বুঝতে পারছি না। জেফ বললেন, মিনিট কুড়ির মধ্যে তোমাকে বেতারে বসতে হবে।

গ্যারির মৃত্যুর খবরে সবাই শোকাহত হয়ে পড়ল। নেতারা তাদের বক্তব্য রাখলেন। দেশে এখন বিষাদের সুর।

পরদিন স্টুডিওয় যেতে যেতে জেফ বললেন, রাচেল এখন টাউনে। ড্যানা ভাবল কি ভাবলেশহীন হয়ে কথাটা বলল জেফ। রাচেল জেফের প্রাক্তন স্ত্রী। সে মডেল। খুব সুন্দরী। ড্যানা বলল,–তোমাদের বিয়েটা ভেঙে গেল কেন? জেফ বলল, রাচেল শুরুতে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করত। যদিও সে বেসবল খেলাটাকে ঘৃণা করত। রান্না করতে ভালবাসত। সে খুব সফল। সারা পৃথিবী জুড়ে তার কাজ। আমার বেসবল খেলা সীমাবদ্ধ ছিল আমার দেশের মধ্যেই। তাই আমাদের সন্তানও হয়নি কারণ রাচেল রাজি ছিল না সৌন্দর্য হারাবার ভয়ে। তারপর রাচেল একদিন হলিউডের পরিচালক রডরিক মার্শাল-এর ডাকে হলিউডে চলে যায়। তারপর তো সে আমার কাছে ডিভোর্স চায়। সে

সিনেমায় নামেনি। তবে মডেলিং করছে। আর আমার হাত ভেঙে যাওয়ায় আমি ক্রীড়া ভাষ্যকার হয়ে যাই। তোমার কথা রাচেলকে বলেছি। সে তোমার সঙ্গে মিলিত হতে চায়।

পরদিন তারা মধ্যাহ্নভোজ সারতে গেল একসঙ্গে। ড্যানা দেখল রাচেল খুবই সুন্দরী। দীর্ঘাঙ্গী, পাতলা ছিপছিপে চেহারা। টানটান চামড়া, ড্যানার সঙ্গে রাচেলের পরিচয় করিয়ে দিল জেফ। রাচেল বলল, সারাজেভো থেকে তোমার বেতার ভাষণ অবিশ্বাস্য। তুমি খুব দুঃসাহসী কাজ করেছ। এখন চল স্ট্রেটস অব মালায় রেস্তোরাঁয় খেতে যাই। এখান থেকে দুটো ব্লক দূরে। চলো হেঁটেই যাই। ড্যানা ভাবল এই ঠান্ডায় হেঁটে যাওয়ার কেনা মানেই হয় না। ভিড়ে ঠাসা রেস্তোরাঁ। খুব নোংরা। ড্যানা ভাবল না এলেই ভাল হত। রেস্তোরাঁর মালিক তাদের দেখেই চিনতে পারল। বলল, দুঃখিত আপনাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। একটু বাদে একটা খালি টেবিল পেয়ে তারা বসল।

জেফ-এর দিকে চোখ রেখে রাচেল বলল, তোমার সেই রাতটার কথা মনে পড়ে যখন তুমি আর আমি... ড্যানা বলল, উডাং গোরেংটা কি? রাচেল জবাব দেয়, নারকেল দুধে মেশানো বাগদা চিংড়ি। জেফ এর দিকে তাকিয়ে সে আবার বলে, যে রাতে তুমি... লাকসাটা কি? ড্যানা জিজ্ঞেস করে। রাচেল বলে ওটা মশলাদার একটা নুডল স্যুপ।

আবার জেফকে বলল, তুমি বলেছিলে... পোপিয়াটাই বা কি? ড্যানাকে রাচেল বলে, ওটা নানা সবজির সঙ্গে মেশানো জিকামা স্টার ফ্রায়েড। ড্যানা ঠিক করল, আর প্রশ্ন করবে না। খেতে খেতে ড্যানা বুঝল সে এখন নিজের বদলে রাচেল স্টিভেন্সকেই বেশি । পছন্দ করতে শুরু করেছে। তার একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আছে। রাচেল অন্য

মডেলদের মত অহংকারী নয়। তার কেনা জড়তাও নেই। জেফ একে ছেড়ে দিল কেন?– ড্যানা জানতে চাইল,–তুমি কতদিন ওয়াশিংটনে থাকবে?–কালই চলে যাচ্ছি।– এবার কোথায় যাবে? হাওয়াই। আর ওয়াশিংটনে ফিরব না বলেই মনে হয়। তুমি আর জেফ সুখী হও। তোমার সঙ্গে আলাপ করে ভাল লাগল।–আমিও খুশি।– ড্যানা বলল আর ভাবল সে সত্যিই তাই মনে করে।

ডিসেম্বরের শুরু। এখন থেকেই ক্রিসমাস পালনে মেতে উঠেছে সবাই। ড্যানা ভাবল তাকেও মা, ফেনাল, ম্যাট, জেফ এবং তার বসের জন্য কেনাকেটা করতে হবে। সে একটা ট্যাক্সিতে উঠে হেচটোর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সেটা একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স। কেনাকেটা করে উপহার সামগ্রী রাখার জন্য তার অ্যাপার্টমেন্টে গেল। ক্যালভার্ট স্ট্রিটে তার আর্কষণীয় সাজানো গোছানো ফ্ল্যাট। উপহারগুলি রেখে স্টুডিওয় যাবার জন্য পা বাড়াতেই টেলিফোন এল। তার মা ফোন করেছে। মা বলল, কাল তোমার বেতার ভাষণ শুনলাম। তুমি কি বিষণ্ণতার কথা ছাড়া আর কিছু শোনাতে পার না? এ মাসে কিছু টাকার দরকার পড়েছে। ড্যানার বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর তার মাকে সে হাত খরচ দেয়। মায়ের তা কখনোই যথেষ্ট মনে হয় না। ড্যানা বলে, মা, তুমি কি আমার সঙ্গে দর কষাকষি করছ? কখনো না। লাস ভেগাস খুবই ব্যয়বহুল শহর। তাছাড়া ফেনালকে নিয়ে এসো। ওকে দেখতে চাই।

সঞ্চালিকা ড্যানা প্রতিদিন সকাল নটায় স্টুডিওতে ঢোকে আর আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগ দেওয়া তার কাজ। লন্ডন, প্যারিস, ইতালি ও অন্যান্য জায়গা থেকে শেষ সংবাদ সংগ্রহ করা। প্রতি সন্ধ্যায় বেতারে দুবার করে খবর প্রচার করাও তার কাজ। মা বলে, তুমি খুব ভাগ্যবতী তাই এমন একটা সহজ কাজ পেয়েছ। ধন্যবাদ মা। ড্যানা ভাবে

ফেনালকে শিগগিরই মায়ের কাছে নিয়ে যেতে হবে। জেফ আর সে বিয়ে করলে ফেনাল একটা পরিবার পাবে।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে ডরোথির সঙ্গে দেখা। সে তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল ফেনালকে দেখার জন্য। ডরোথি বলল, এ আমার সৌভাগ্য। ডরোথি আর তার স্বামী হাওয়ার্ড বছরখানেক আগে এই বিল্ডিং-এ এসেছে। হাসিখুশি মাঝবয়সী ক্যানাডিও দম্পতি তারা। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হাওয়ার্ড। একদিন সে বলেছিল তার বিশ্বাস ওয়াশিংটন তার কাজের উপযুক্ত জায়গা। মিসেস হোয়ারটন বলেছিল, আমরা ওয়াশিংটন ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না। একে আমরা ভালবেসে ফেলেছি।

ড্যানা যখন তার অফিসে ফিরে এল তখন তার ডেস্কের ওপর ওয়াশিংটন ট্রিবিউনের শেষ সংস্করণটা পড়েছিল। সামনের পৃষ্ঠা উইনথ্রপ পরিবারের খবর ও ছবিতেই ঠাসা। তার মনটা বেদনায় ভরে ওঠে। এক বছরের মধ্যেই তাদের পরিবারের মধ্যে পাঁচজন মৃত এটা ভাবতেই কেমন অবিশ্বাস্য লাগে।

ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজের এক্সিকিউটিভ টাওয়ারের একটা প্রাইভেট ফোনে তখন কথা হচ্ছিল–এইমাত্র আমি নির্দেশ পেলাম। –পেন্টিংগুলোর ব্যাপারে তুমি ওদের কী করতে বল? ওগুলো পুড়িয়ে ফেলাই ভাল?—

তুমি কি পাগল হয়ে গেছ! কম করে কয়েক মিলিয়ন ডলার দাম ওগুলোর।– সব কিছুই নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছে। শেষটা আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। এগুলো পুড়িয়ে ফেল। ইন্টারকমে ড্যানার সেক্রেটারি অলিভিয়া ওরাটফিন্স-এর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে

মিঃ হেনরি এই নিয়ে তিনবার ফোন করলেন। মানে থিওডোর রুজভেল্ট মিডল স্কুলের প্রিন্সিপাল থমাস হেনরি।–

ড্যানা রিসিভার তুলল–শুভ অপরাহ্ন মিঃ হেনরি। একবার এখানে আপনার যাত্রা বিরতি করেন তো খুব ভাল হয়।

নিশ্চয়ই। আর দুএক ঘন্টার মধ্যে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করছি।

.

ফেনালের কাছে স্কুলটা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সে তার ক্লাসে সর্বকনিষ্ঠ। সহপাঠীরা তাকে নাটা, খর্বকায় ষাঁড়, কুচো মাছ ইত্যাদি উপনাম দিয়েছে। অঙ্কে আর কমপিউটারে তার আগ্রহ। দাবা খেলা পছন্দ করে। আগে ফুটবল খেলাও পছন্দ করত। তবে জার্সির অভাবে কোচ তাকে বাতিল করে দেয়।

ফেনাল রিকি আন্ডারউডকে পছন্দ করে না। মধ্যহ্নভোজের সময় সে তার পেছনে লাগে ও খারাপ কথা বলে। –ওহে অনাথ বালক। তোমার পাপী সম্মা তোমায় কবে ফেরত পাঠিয়ে দেবে? ফেনাল উত্তর দিল না। আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি তা বুঝতে পারছ না উটমুখো? তোমার ঐ সত্য যুদ্ধ সংক্রান্ত খবর আদান প্রদানের সংবাদদাতা। তোমার মত পঙ্গুকে আশ্রয় দিয়ে সে সুনাম কিনতে চায়।

ফেনাল গালগাল দিল। তারপরে সে রিকির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রিকিও প্রস্তুত। দুজনের মারামারি লেগে গেল। রিকি ফেনালের পেটে ও মুখে ঘুষি মারল। যন্ত্রাণায়

ফেনাল মেঝেতে পড়ে গেল। ফেনাল ভাবল রিকি যা বলল তা যদি সত্যি হয়। সারজেভোয় তার অভিভাবকেরা এবং বোন যখন নিহত হল ফেনাল ভেবেছিল তার জীবন শেষ হয়ে গেল। প্যারিসের বাইরে একটা অনাথ আশ্রমে তাকে পাঠানো হয়েছিল। প্রতি শুক্রবার বিকেলে তাদের দেখতে আসত পালক পিতামাতারা। যারা তাদের মধ্যে থেকে কাউকে নিয়ে যেত। প্রতি শুক্রবারই তার একটা হাত কাটা বলে সে বাতিল হয়ে যেত।

ড্যানা একদিন তার সব হতাশা দূর করে দিল। ফেনাল ড্যানাকে একটা চিঠি লিখেছিল, ড্যানা তাকে ফোন করে জানায় সে তাকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চায়। ফেনাল এক অভূতপূর্ব আনন্দের স্বাদ পেল। তার মনে হল সে একা নয়, কিন্তু রিকি আন্ডারউড তার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে যে ড্যানা কোনদিন মত পরিবর্তন করে তাকে আবার অনাথ আশ্রমে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।

ফেনাল জানে স্কুলে ঝগড়া মারামারি করার জন্য ড্যানা তাকে ঘৃণা করে। রিকি তাকে বলে,–ওহে বাঁটকুল নাটা, তুমি তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। আজ সকালের খবর, তোমার কুত্তি সত্য তোমাকে যুগোস্লাভিয়ায় ফেরত পাঠাতে যাচ্ছে।–

ফেনাল অশ্রাব্য গালিগালাজ করে। তারপরেই দুজনের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। রক্তাক্ত দেহ নিয়ে সে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু সত্যি ঘটনাটা ড্যানাকে বলতে পারেনি। যদি ড্যানা জানতে পারে তাহলে তাকে যদি সত্যিই ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

প্রিন্সিপাল থমাস হেনরির অফিসে প্রবেশ করে ড্যানা তাকে গম্ভীর মুখে পায়চারি করতে দেখল। ফেনাল একটা চেয়ারে বসেছিল। –সুপ্রভাত মিস ইভান্স। বসুন।–

হেনরি একটি বড় ছুরি নিয়ে বলেন এটা ফেনালের কাছে পাওয়া গেছে।

ড্যানা ক্রুদ্ধভাবে ফেনালকে জিজ্ঞেস করল, কেন তুমি ঐ ছুরিটা নিয়ে স্কুলে এসেছো?

–বন্দুক নেই বলে।–কি বললে?– ড্যানা বলল মিঃ হেনরি, আমি আপনার সঙ্গে একা কথা বলতে পারি? হেনরি ফেনালকে বাইরে যেতে বললেন। ড্যানা বলল, মিঃ হেনরি ফেনালের বয়স মাত্র বারো। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে বছরের পর বছর সে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে শুনতে বড় হয়েছে। তার বাবা, মা ও বোন নিহত হয়েছে। বোমায় তার একটা হাত উড়ে গেছে। ও অনাথ ও পঙ্গু হয়ে গেছে। এখন আমরা যদি ওর প্রতি একটু সহানুভূতিশীল না হই তবে ও তো আরও হিংস্র হয়ে উঠবে। আমি ওকে বুঝিয়ে বলব এমন কাজ ও আর করবে না।

মিঃ হেনরি বললেন, আমি আপনার কথা মনে রাখব। তবে ফেনাল আবার এমন কাজ করলে তাকে শাস্তি দিতে আমি বাধ্য হব।

বাড়ি ফেরার পথে ফেনাল বলল–ড্যানা, তোমায় কষ্ট দেবার জন্য আমি দুঃখিত। না, আমি কষ্ট পাইনি। তবে তুমি আর কখনও ছুরি নিয়ে স্কুলে যাবে না।

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে ড্যানা বলল, আমাকে এখন স্টুডিতে ফিরে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে রাতে আলোচনা করব।

বেতারে সান্ধ্য খবর শেষ হতেই জেফ জানতে চাইল, তোমাকে আজ চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?

যা হয়। ফেনালকে নিয়ে কী যে করব বুঝতে পারছি না। জেফ বলে ওর এখন একটু স্নেহভালবাসা আর সহানুভূতি দরকার।

ড্যানা অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে ফেনালকে ডাকে। বলে, স্কুলের নিয়মকানুন তোমাকে মানতেই হবে। সহপাঠীরা তোমার পেছনে লাগলেও তাদের সঙ্গে মারামারি না করে বোঝাঁপড়া করতে হবে। মারামারি করলে মিঃ হেনরি তোমাকে স্কুল থেকে বার করে দেবেন।

আমি পরোয়া করি না।

পরোয়া তোমায় করতেই হবে। তোমার ভবিষ্যৎ সুন্দর করে গড়ে তুলতে গেলে শিক্ষালাভ তোমায় করতেই হবে। মিঃ হেনরি সেই সুযোগ দিচ্ছেন তোমায়...

–তাকে অগ্রাহ্য করো।–

ফেনাল। ড্যানা তার গালে একটা চড় মেরে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সে দুঃখিতও হয়। ফেনাল স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর উঠে পড়ার ঘরে গিয়ে, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

টেলিফোন আসে। জেফ, ড্যানা বলে, আমি খুব ঘাবড়ে গেছি। ফেনাল আবার ঝামেলা করেছে। ও অসহ্য হয়ে উঠেছে এবার। ওকে ওর মত করে বোঝাবার চেষ্টা করো।

ড্যানা ভাবে তা কী করে হয়। ওর মনোভাব আমি কী করে জানব? আমি কী করে ওর দুঃখ বেদনা বুঝব?

ড্যানা তার শয়নকক্ষে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। উইক এন্ড-এ জেফ তার বাড়িতে বেশ কয়েক রাত কাটিয়ে গেছে। তার কিছু পোশাক ফেলে রেখে গিয়েছিল। ফেনাল আসার আগেই সে জেফ-এর জলি শর্টস এবং শার্ট ও ট্রাউজার পরতে শুরু করল। এভাবেই ফেনালকে রোজ সকালে স্কুলে যাবার জন্য তৈরি করে দিতে হয়।

ড্যানা ভাবল সব কিছু মানিয়ে নেবার জন্য জেফকে আরও সময় দেওয়া দরকার। আমার বাবা, মা আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। নতুন করে এয়োদশ ঐশ্বরিক নির্দেশ লেখা উচিত–যারা তোমায় ভালবাসে তাদের কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়।

ড্যানা ধীরে ধীরে নিজের পোশাক পরতে গিয়ে ফেনালের প্রিয় গানগুলোর কথা ও সুর মনে করার চেষ্টা করল।

ফেনালের স্কুলের প্রোগ্রেস রিপোর্টটা হাতে নিয়ে ড্যানা দেখল অঙ্কে গ্রেড এ পেয়েছে এটা খুবই ভাল লক্ষণ। এতেই তার ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে।

স্টাডিরুমের দরজা খুলে ড্যানা দেখল ফেনাল বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছ। তার পান্ডুর মুখে জলের ছাপ লেগে রয়েছে। তার চিবুকে চুমু খেল ড্যানা। ফিসফিস বরে বললো, আমাকে ক্ষমা করো ফেনাল।

আগামীকাল দিনটা ভাল যাবে।

পরদিন সকালে ফেনালকে নিয়ে ড্যানা অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ উইলিয়াম উইলক্স এর চেম্বারে গেল। তিনি বললেন, ফেনালের দেহে প্রসথেথিস স্থাপন করতে কুড়ি হাজার ডলার খরচ পড়বে। ওর বয়স তো বারো। সতেরো আঠারো অবধি ওর শরীরের বৃদ্ধি চলবে। কয়েক মাস অন্তর এই সময়টায় প্রসথেসিস করাতে হবে। তাই প্রচুর আর্থিক সঙ্গতি থাকা চাই।

ড্যানা দমে গিয়ে বলল,–তাই বুঝি।–

ফেনালকে তার স্কুলে পৌঁছাতেই তার সেলফোনে ম্যাট-এর ফোন এল। –আজ দুপুরে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে উইনথ্রপ খুনের ব্যাপারে একটা প্রেস কনফারেন্স হতে যাচ্ছে। তুমি ওটা কভার করবে।–

–ঠিক আছে। আমি ঠিক সময়ে হাজির হব।–

পুলিশ চিফ ড্যান বারনেট যখন গভর্ণরের সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলেন তখন মেয়র দ্বিতীয় লাইনে অপেক্ষা করছিলেন। তারপর সেক্রেটারি জানাল চার নম্বর লাইনে হোয়াইট হাউস প্রেস সেক্রেটারি রয়েছেন। সারা সকাল, এভাবেই কাটল। চিফ বারনেট দুপুরে কনফারেন্স রুমে হাজির হলেন। বললেন,–গ্যারি উইনথ্রপের খুন সারা বিশ্বের ক্ষতি। তাই আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি খুনিকে ধরার। এবার আপনারা প্রশ্ন করুন। একজন সাংবাদিক জানতে চাইলেন, পুলিশ কোন সূত্র পেয়েছে কি না।–

বারনেট বললেন–রাত তিনটেয় গ্যারির বাড়ির গাড়িবারান্দায় একজন সাক্ষী দুজন লোককে ভ্যান থেকে নামতে দেখে। গাড়ির নাম্বার সে নিয়েছিল। সেটা একটা চুরি করা ট্রাকের।–এর বাড়ি থেকে কি চুরি গেছে?—

–প্রায় এক ডজন দামী পেন্টিং। টাকা বা গয়না চুরি না যাওয়ায় মনে হয় চোর শুধু সেগুলোই চুরি করতে এসেছিল।–

–চোরেরা বাড়িতে ঢুকল কী করে?–

–সেটাই ভাবছি। গেট বা দরজা ভাঙার কোন চিহ্নই তো নেই। বাড়ির কর্মচারীরা বহু বছর রয়েছেন। তারা এ কাজ করছে বলে মনে হয় না।–গ্যারি কি তখন বাড়িতে একা ছিলেন?–।– ড্যানা জিজ্ঞেস করল, চুরি যাওয়া পেন্টিং-এর কোন তালিকা আছে কি? – হ্যাঁ আছে। সেগুলো পরিচিত। তালিকা মিউজিয়াম, আর্ট ভিলা এবং সংগ্রাহকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।– ড্যানা ভাবল চোরেরা এখনই নিশ্চয়ই পেন্টিংগুলো বিক্রি করবে না। তারা পেন্টিং চুরি করলই বা কেন আর খুনই বা করল কেন? গ্যারির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা হল পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম গির্জা ন্যাশনাল ক্যাথেড্রালে। সিক্রেট সার্ভিস এবং ওয়াশিংটন পুলিশ চারদিক ঘিরে ফেলেছে। আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট, কয়েক ডজন সেনেটর ও কংগ্রেস সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, ক্যাবিনেট অফিসার ও সম্মানিত অতিথিরা হাজির ছিলেন। আর এসেছিল জনসাধারণ তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। উইনথ্রপ পরিবারকে তারা খুবই শ্রদ্ধা করত। কারণ তারা কয়েক বিলিয়ন ডলার দান করে গেছেন স্কুল, গির্জা, আশ্রয়হীন, ক্ষুধিতদের জন্য। গ্যারি উইনথ্রপও সেই দানের ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। এহেন মহান মানুষকে চোররা কেন যে খুন করল!

রাতে ড্যানার ঘুম এল না। অনেক দেরিতে যদিও বা ঘুমোল সেই ঘুম হল দুঃস্বপ্নে ভরা। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই তার মনে হয় এক বছরের মধ্যে একই পরিবারের পাঁচ জন খুন হলেন। এ যে অবিশ্বাস্য।

তুমি কি আমাকে কিছু বলবে? ম্যাট বলে। আমি বলতে চাইছি এক বছরের মধ্যে একই পরিবারের পাঁচজন খুন হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় কি?–ড্যানা, তোমাকে ভাল করে না জানলে আমি সাইকিয়াট্রিস্টকে বলতাম একটা মেয়ে আমার অফিসে এসে বলছে আকাশ ভেঙে পড়ছে। তোমার কি মনে হয়, আমরা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লেনদেন করছি? তাহলে এর পেছনে কে আছে? ফিদেল কাস্ত্রো? অলিভার স্টোন? সি. আই. এ.? বিখ্যাত কেউ খুন হলে সংবাদমাধ্যম এমন ষড়যন্ত্রের গল্প ফেঁদে বসে।– ড্যানা বলল,–আমরা এই কেসটা অপরাধের নিরিখে তদন্ত করব।–

ওয়াশিংটন ট্রিবিউনের বেসমেন্টের স্টোররুমে বসে লুরা লি হিল টেপগুলো ক্যাটালগ বন্দি করছিল। ড্যানাকে সে বলল,–তুমি ভাল কাজ করেছ গ্যারির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সম্প্রচার। –ধন্যবাদ। উইনথ্রপ পরিবারের কিছু টেপ দেখাও তো।– সুরা লি হিল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এখানে ঐ পরিবারের প্রচুর টেপ আছে।– ড্যানা একটা টেপ ভি. সি. আর-এ পুরে সুইচ অন করে দিল। দূরদশর্নের পর্দায় এক সুপুরুষের ছবি ভেসে উঠল। তার পাশে এক যুবক বসে। ভাষ্যকার বলে–টেলর উইনথ্রপ উষার নির্জন এক প্রান্তে শিশুদের জন্য একটি অনাথ আশ্রম খুলেছেন। তার ছেলে পলও রয়েছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে টেলর উইনথ্রপ ব্রাসেলসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাবেন।– ড্যানা আবার টেপ বদল করল। হোয়াট হাউসে প্রেসিডেন্টের সামনে টেলর উইনথ্রপ। প্রেসিডেন্ট

বললেন, আমি ওঁকে ফেডারেল রিসার্চ এজেন্সির প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করেছি। এই সংস্থা সারা বিশ্বের উন্নতিশীল দেশগুলিকে সাহায্য করে। এর পরের দৃশ্য রোমের লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বিমানবন্দর। দেশের বহু গণ্য ব্যক্তি টেলরকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। টেলর এখানে ইতালি ও আমেরিকার মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছেন। আবার টেপ বদলালো ড্যানা। প্যারিসে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে টেলর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে করমর্দন করছেন। ফ্রান্সের সঙ্গে আমেরিকার ঐতিহাসিক বাণিজ্যচুক্তি সম্পন্ন করলেন টেলর উইনথ্রপ।

আর একটি টেপে দেখা যায় একটা কম্পাউন্ডে টেলর উইনথ্রপের স্ত্রী ম্যাডিলিন একদল বিকৃত ছেলেমেয়েদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি এদের জন্য একটা নতুন কেয়ার সেন্টার নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। আর একটা টেপ চালিয়ে দেখা গেল হোয়াইট হাউসের সামনে টেলর উইনথ্রপ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সঙ্গে তার স্ত্রী, গ্যারি, পল, জুলি। স্বাধীনতার পদক নিচ্ছেন টেলর। এবার ওভাল অফিসের দৃশ্য-রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করছেন, মিঃ টেলরকে আমি রাশিয়ায় আমাদের নতুন রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করছি। এই ঘটনার পরেই টেলরের পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসে। কালোরাডো অ্যাসপেনে অগ্নিদগ্ধ একটা বাড়ির বাইরে দৃশ্য। একজন ঘোষিকা বললেন,–রাষ্ট্রদূত উইনথ্রপ ও তার স্ত্রী ম্যাডিলিন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। বৈদ্যুতিক গন্ডগোলের জন্যই আগুন লেগে থাকবে। ড্যানা আর একটা টেপ। লাগাল। ফরাসি, রিভিয়ে ব্লয় গ্র্যান্ড করনিকের দৃশ্য। একজন সাংবাদিক বললেন,–এই সেই পথের বাঁক, সেখানে পল উইনথ্রপের গাড়িটা লাফিয়ে উঠে রাস্তা থেকে খাদে পড়ে যায় এবং পল মারা যান।– ড্যানা অন্য টেপ চালান। ঘোষক বলনেল–আলাস্কা, জুনিয়াতে পাহাড়ের বরফের ওপর স্কিইং করতে গিয়ে জুলি উইনথ্রপ দুর্ঘটনায় পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়। গতকাল রাতে এই ঘটনা

ঘটে। কিন্তু কেন তিনি রাতে স্কিইং করতে গেলেন তা জানা যায়নি।– এর পরের টেপের দৃশ্যটা এইরকম–ওয়াশিংটনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে টাউন হাউসের চারপাশে সাংবাদিকরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। গ্যারি উইনথ্রপ গুলিতে নিহত হয়েছেন। পেন্টিং চুরি করতে এসে বাধা পেয়ে চোরেরা তাকে হত্যা করে।– ড্যানা ভাবতে থাকে কারা এই পরিবারটিকে শেষ করে দিল? কেন দিল?

হার্ট সেনেট অফিস বিল্ডিং-এ সেনেটর পেরী লেফ-এর সঙ্গে ড্যানা এক সাক্ষাৎকারের আয়োজন করল। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়স লেফ-এর। উৎসাহী ও আবেগপ্রবণ মানুষ। ড্যানা তাকে বলল–সেনেটর টেলর উইনথ্রপের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন আপনি, তাই তো?–হ্যাঁ, নানা কমিটিতে আমরা কাজ করেছি।–আপনি ওঁর সম্বন্ধে কতটুকু জানেন?– লেফ বললেন,–টেলর উইনথ্রপের মত সুন্দর মানুষ আমি আর দেখিনি। তিনি মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে মিশতেন। মানুষকে ভালবাসতেন। এমন মহান মানুষের মৃত্যু সত্যিই খুব দুঃখজনক।– টেলরের সেক্রেটারি ষাটোর্ধ্ব ন্যান্সি প্যাটকিলের সঙ্গে ড্যানা কথা বলছিল। তিনি বলেছিলেন তিনি দীর্ঘ সময় টেলরের সঙ্গে কাজ করেছেন। তার ছেলের অসুখের সময় তিনি পারিবারিক ডাক্তারকে দেখিয়েছিলেন এবং বিল মিটিয়ে দিয়েছিলেন। আমার ছেলের মৃত্যু হলে তিনি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচপত্র দেন এবং আমাকে ইউরোপ পাঠান নিজের খরচায় পুত্রশোক কাটিয়ে উঠতে।– তিনি কেঁদে ফেললেন।

ড্যানা FRA-এর ডিরেক্টর জেনারেল ভিক্টর বুস্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করল। টেলর এই এজেন্সির প্রধান ছিলেন। নিরাপত্তার নানা বাধা ডিঙিয়ে জেনারেল বুস্টারের সঙ্গে ড্যানার সাক্ষাতের অনুমতি মিলল। জেনারেল বুস্টার আফ্রো-আমেরিকান। টান টান

মুখ। তিনি ড্যানাকে বসত বললেন। ড্যানা বলল,–আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ধন্যবাদ। –মিস ইভান্স। আপনারা সাংবাদিকরা কি মৃত মানুষকেও ছেড়ে দেবেন না? কুৎসা ছড়াবার জন্য কি কবর থেকে তুলে আনবেন তাকে?– ড্যানা দুঃখিত হল। বলল,– জেনারেল বুস্টার, অন্যের কুৎসা ছড়ানোর কোন উৎসাহ নেই আমার। আমি টেলরের একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকতে চাই তাই তার সম্বন্ধে জানতে এসেছি।–

ঝুঁকে পড়ে বললেন জেনারেল বুস্টার,–উনি একজন সৎ মানুষ ছিলেন। এই সংস্থা ওর মত ভাল পরিচালক আর পায়নি। এই হত্যা অত্যন্ত দুঃখজনক। –মিস ইভান্স, প্রেসকে আমি একেবারেই পছন্দ করি না। আপনার সারাজেভার কভারেজ আমি দেখেছি। আপনার বেতার ভাষণ কিন্তু আমাদের কোন ভাবেই সাহায্য করতে পারেনি।– ড্যানা রাগ চেপে বলে,–আপনাদের সাহায্য করতে আমি সেখানে যাইনি। নিরীহ মানুষরা কিভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে তা রিপোর্ট করতেই আমি সেখানে গিয়েছিলাম।– ড্যানার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে জেনারেল বুস্টার বললেন,–আমি আপনাকে কিছু উপদেশ দিচ্ছি। আপনি তার জন্য দুঃখ করলে বহু শত্রুর মুখোমুখি হতে হবে আপনাকে। গুডবাই।–

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ড্যানা বেরিয়ে এল। জেনারেলের সহকারী জ্যাক স্টোন ছুটে এসে ডানার কাছে জেনারেলের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইল। ড্যানা তাকে বলল,–আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আমরা কোথাও বসতে পারি কি?–জ্যাক স্টোন বলে কে স্ট্রিটে শোল-এর কলোনিয়াল ক্যাফেটেরিয়া আছে। সেখানেই যাওয়া যাক।–বেশ।– ক্যাফেটেরিয়া ফাঁকা রয়েছে। জ্যাক স্টোন বলল,–আমাদের এই সাক্ষাতের কথা জেনারেল বুস্টার যেন জানতে না পারেন। তাই এটা রেকর্ডের বাইরে হবে। তিনি

প্রেসকে একেবারেই পছন্দ করেন না। তাই প্রেসের সঙ্গে আমি কথা বলেছি তা যেন তিনি জানতে না পারেন। এখন বলুন টেলরের সম্বন্ধে কী জানতে চান?

ড্যানা বলল,–টেলর সম্বন্ধে আমরা জেনেছি যে ভালোর সঙ্গে তার চরিত্রে কিছু দোষত্রুটিও ছিল।–হ্যাঁ। তবে ভাল দিকটাই ছিল বেশি। তিনি মানুষকে প্রকৃতই ভালবাসতেন। অন্যের সমস্যার সমাধান করতেন। পরিবারের প্রতিও তিনি দায়িত্বশীল ছিলেন। স্ত্রী ও সন্তানদের ভালবাসতেন। তবে তিনি তার সৌন্দর্য ও প্রতিভার জন্য মেয়েদের কাছে ছিলেন আকর্ষণীয়। তাই টেলরের মহিলাঘটিত নানা ঘটনা ঘটেছে। তবে মহিলা সংক্রান্ত নানা ঘটনায় জড়ালেও সেগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেগুলো গোপনই ছিল।– ড্যানা বলল,–মিঃ স্টোন, কে বা কারা টেলরের পরিবারকে হত্যা করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?– জ্যাক স্টোন বললেন–আপনার কি মনে হয় তারা খুন হয়েছেন? যা আমি এ ব্যাপারে যত কম জানব ততই ভাল। আমার মতে আপনিও এ ব্যাপারটা নিয়ে আর এগোবেন না। যদি একান্তই না পারেন, খুব সাবধানে এগোবেন।– একথা বলে জ্যাক স্টোন চলে গেল। ড্যানা ভাবতে লাগল যদি তার কোন শত্রু না থাকে তবে কি। তার স্ত্রী বা সন্তানই তাকে খুন করল?

ড্যানা জেফকে জ্যাক স্টোনের সঙ্গে তার কথোপকথন খুলে বলল। জেফ বলল,–বেশ আগ্রহ হচ্ছে।– ড্যানা বলল,–টেলর উইনথ্রপের ছেলে পল-এর বাগদত্তা হ্যারিয়েট বার্ক এর সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।– জেফ বলল,–আমি এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আছি।– ড্যানা বলল,–তা জানি। আমি স্রেফ কিছু খবর নেব।–

একটা সুন্দর অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন হারিয়েট বার্ক। বয়স তিরিশ। পাতলা চেহারা, সোনালি চুল। সলজ্জ হাসি। ড্যানা বলল,–আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ধন্যবাদ।–মিস ইভান্স, আমি কেন যে আপনার সঙ্গে দেখা করছি জানি না।–পল-এর ব্যাপারে আমি কিছু জানতে চাই। অবশ্য আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলাতে চাই না, আমি জানতে চাই পল কী রকম মানুষ ছিলেন?—

একটু নীরব থেকে হারিয়েট বার্ক বললেন,–পল-এর মত মানুষ আমি দেখিনি। দয়ালু, ভাবপ্রবণ মানুষ ও নিজেকে রুচিশীল মানুষ হিসাবে তুলে ধরেছিল। রসিকও ছিল। সামনের অক্টোবরে আমরা বিয়ে করব ঠিক ছিল।–

ড্যানা বলল,–আপনার কী মনে হয় পল-এর কোন শত্রু ছিল?– হ্যারিয়েট কেঁদে ফেলল। –পলকে কেউ কি খুন করতে পারে? ওর মত মানুষের শত্রু থাকা কী সম্ভব?

বাবুর্চি স্টিভ রেক্সফোর্ডের সঙ্গে সে জুলি উইনথ্রপের কাজ করত। মাঝবয়সী ইংরেজ। –জুলি উইনথ্রপের ব্যাপারে আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই।–হ্যাঁ, বলুন।–কেমন মানুষ ছিলেন তিনি?–খুব ভাল মানুষ তিনি। মুখে হাসি লেগেই থাকত।–তার কি কোন শত্রু ছিল।–না।–মিস উইনথ্রপ কি কাউকে প্রত্যাখান করেছিলেন?–মিস জুলি ছিলেন মহান। তিনি ঐ ধরনের মেয়ে ছিলেন না যে কাউকে আঘাত করবেন।–

এবার ড্যানা জর্জটাউন আর্ট মিউজিয়ামের ডিরেক্টর মরগান অরমন্ড-এ সাক্ষাৎকার নিতে গেল।

মিঃ অরমন্ড, শিল্প জগতে একটা বিরাট প্রতিযোগিতা হয়েছিল না?–প্রতিযোগিতা?–একই শিল্পের পিছনে তো কখনও কখনও বহু লোক ছোটাছুটি করে?–হ্যাঁ, কিন্তু মিঃ উইনথ্রপ তেমন লোক ছিলেন না। ব্যক্তিগত প্রচুর সংগ্রহ থাকা সত্ত্বেও মিউজিয়ামগুলোর প্রতি উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন তিনি।–ওঁর কি কোন শত্রু ছিল?–

না, না। এ হতেই পারে না।–

ড্যানা এবার ম্যাজিলিন উইনথ্রপের খাস পরিচারিকা রোজালিন্ড লোপেজের সাক্ষাৎকার নিতে গেল। সে বলল,–উনি একজন চমৎকার মহিলা ছিলেন।–তুমি তো তার সঙ্গে দীর্ঘ দিন কাটিয়েছে?–হ্যাঁ।–তার কোন শত্রুও তো থাকতে পারে।–না। তিনি অত্যন্ত সৎ মানুষ ছিলেন। সবাই তাকে ভালবাসত।–

ড্যানা অফিসে যেতে যেতে ভাবছিল, হয়তো সেই ভুল করছে।

ম্যাট বেকারের সঙ্গে দেখা করতে গেল প্রথমেই। ম্যাট বলল,–শার্লক হোমসের খবর কী?–

ওয়াটসন, আমি ভুল করেছিলাম। এর মধ্যে অপরাধমূলক কোন গল্প নেই।– ড্যানার মা এইলীনের ফোন এল। মা বলল,–একটা খবর আছে। আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি।–কী বললে?– ড্যানা চমকে ওঠে।

আমি ওয়েস্টপোর্টে গিয়েছিলাম বন্ধুর কাছে। সেখানেই এই চমৎকার মানুষটির সঙ্গে পরিচয় হয়।–ওঁর চাকরি আছে তো?—

উনি একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানির সেলসম্যান। আমাদের দীর্ঘদিনের পরিচয়। তোমরা অবশ্যই আসবে। ফেনালের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি অস্থির।–

ড্যানা ভাবল উইকএন্ডে গেলেই হয়। ফেনালকে স্কুল থেকে আনবার সময় সে বলল, তুমি শিগগিরই তোমার দিদিমার সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছ। সেখানে কদিন আদর খেয়ে নিও।– ফেনাল বলল–তুমিও থাকবে তো?–হ্যাঁ, থাকব।–

ব্লাইন্ড ব্রুক রোডে পিটার টমকিন্সের বাড়িটা ছিমছাম একটা কটেজ। দরজায় এইলীন ইভান্স দাঁড়িয়েছিলেন। বয়স হলেও তার সৌন্দর্য এখনও রয়ে গেছে। তিনি ড্যানাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন–ড্যানা ডার্লিং, আর এ হল ফেনাল আমার নাতি।–

পিটার টমকিন্স বলল–ড্যানা তোমার কথা আমি মক্কেলদের বলেছি। আর এই ছেলে যে পঙ্গু তা তো বলেনি।– ড্যানা দেখল ফেনালের মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল। পিটার টমকিন্স আবার বলল, ওর যদি ইনসিওরেন্স করা থাকত আমার কোম্পানিতে তাহলে ও বিত্তবান হয়ে যেত। চলো ভেতরে চলে তোমরা।– ড্যানা দৃঢ়স্বরে বলল,–মা, আমরা এখনই ফিরে যাব। ঈশ্বরের কাছে প্রর্থনা করি তোমরা সুখী হও।–ড্যানা– ড্যানা আর ফেনালকে, গাড়িতে উঠে চলে যেতে দেখে তার মা অবাক হয়ে গেল। পিটার বলল,–আমি কি এমন বললাম?– এইলীন বলল,–না এমন কিছু তো বলনি।–

ফেনাল নির্বাক হয়ে আছে দেখে ড্যানা বলল–আমি দুঃখিত। কিছু মানুষ একেবারেই অজ্ঞ। তারা কোথায় কি বলতে নেই জানে না।–উনি তো ঠিকই বলেছেন। আমি তো

পঙ্গু।–না, তুমি পঙ্গু নও। হাত পা দিয়ে মানুষের বিচার হয় না। তুমি একজন টিকে থাকা মানুষ। তোমার জন্য আমি গর্বিত। কিন্তু আমার খুব খিদে পেয়েছে।–

ফেনাল বিছানায় শুতে যাবার পরে ড্যানা চিন্তায় মগ্ন হল। টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেল ঘুরিয়ে যেতে লাগল সে। সেখানে গ্যারি খুনের পর্যবেক্ষণের খবর দিচ্ছিল। ড্যানা একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে কফি খেতে খেতে তার মনে হল টাকা বা অলংকার না নিয়ে চোরেরা শুধু পেন্টিং নিয়ে গেল কেন? নিশ্চয়ই কোন বিত্তবান নিজের সংগ্রহে রাখার জন্য ভাড়াটে চোরেদের দিয়ে এই কাজ করিয়েছে।

পরদিন ফেনালকে স্কুলে পৌঁছে ড্যানা ইন্ডিয়ানা অ্যাভিনিউয়ে পুলিশ স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল। আবহাওয়া খুব ঠান্ডা। বরফ পড়ছে। গ্যারির খুনের কেসের ভারপ্রাপ্ত গোয়েন্দা ফোনিঙ্গ উইলসন বলল–কোন সাক্ষাৎকার দেওয়া হবে না।– ড্যানা বলল, আমি চুরি যাওয়া ছবির তালিকাটি নিতে এসেছি। যা প্রচার করব। –এটা অবশ্য মন্দ নয়। এতে চোরেরা অসুবিধায় পড়বে ছবিগুলি বিক্রি করতে। তারা বারোটি পেন্টিং চুরি করেছে আর তারও বেশি ফেলে রেখে গেছে।– এই বলে সে উঠে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুটো ফটোকপি নিয়ে এসে ড্যানাকে দিল। একটা চুরি যাওয়া আর অন্যটা চুরি না যাওয়া ছবির তালিকা।

ড্যানা বাইরে এসে বিশ্ববিখ্যাত অকসন হাউস–ক্রিস্টিস–এর দিকে এগিয়ে চলল। বাইরে তখন প্রবল ঠান্ডা। সবাই বাড়ির দিকে যাচ্ছে ঠান্ডা ও বরফের হাত থেকে বাঁচতে।

ক্রিস্টিসের ম্যানেজার তাকে চিনতে পারল। ড্যানা তাকে বলল,–এখানে পেন্টিং-এর দুটো তালিকা রয়েছে। এর দাম বলে দিতে হবে।–একটু অপেক্ষা করুন।–

ঘণ্টা দুয়েক পরে ড্যানা ম্যাট বেকারের অফিসে পৌঁছল। বলল,–আবার ষড়যন্ত্রের মতবাদেই যেতে হবে মনে হচ্ছে?–কেন?– দুই তালিকায় দেখ ভিনসেন্ট ভ্যান গগ, হ্যাঁন্স, মেসিসী, পিকাগো, মনেট, আর অন্য তালিকায় দেখ কামিলি পিসাররা, মেরি লাওরেনসিস, পল ক্লী, মওরিস উট্রিলো, হেনরি লেবাসকিউ। চোরেরা যে পেন্টিংগুলো নিয়ে গেছে তার দাম দুলক্ষ ডলারের চেয়েও কম। আর পেশাদার চোর হলে গহনা, টাকাও নিয়ে যেত। কেউ হয়ত দামি পেন্টিং চুরি করতে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তাদের কোন জ্ঞান না থাকায় কম দামি ছবিগুলো নিয়ে গেছে। তাই মনে হয় নিরস্ত্র গ্যারিকে খুন করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।– ম্যাট বলল,–বেশ ধরে নিলাম। কিন্তু টেলর উইনথ্রপ যদি শত্রুর দ্বারা নিহত হন তবে তার পুরো পরিবারকে কেন খুন হতে হল?–সেটাই আমি জানতে চাই।–

ওয়াশিংটনের বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আরমন্ড ডিটস। সত্তর বছর বয়স।

ড্যানা তাকে বলল–আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। উইনথ্রপ পরিবারের খুনগুলো সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?–খুন? খুন কেন হবে? ওগুলো তো দুর্ঘটনা। গ্যারিই শুধু খুন হয়েছেন।–না, এগুলো খুন।– ডাঃ আরমন্ড ঝুঁকে পড়ে ড্যানাকে দেখতে লাগলেন। বললেন,–আপনি তো কিছুদিন আগে সারাজেভোয় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ঘুরে এসেছেন? তাই সেই ভয়ংকর যুদ্ধের পরিবেশ আপনার মধ্যে মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করেছে। সেই খুনের ঘটনাগুলো আপনার কাছে দুঃস্বপ্ন বলে মনে

হবে। এখন আপনার অবচেতন মন কল্পনা করে যে...–ডক্টর। আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেনি। প্রমাণ না থাকলেও উইনথ্রপের মৃত্যু যে দুর্ঘটনাজনিত নয় তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। আপনি একটু বলুন যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কি কেউ একটা গোটা পরিবারকে মুছে ফেলতে পারে?–হ্যাঁ, পারে। গৃহবিবাদ, প্রতিহিংসা থেকে এমন হতে পারে। এছাড়া অর্থজনিত কারণ তো খুনের সবচেয়ে বড় মোটিভ হতে পারে।–

উইনথ্রপ পরিবারের আইনি পরামর্শদাতা ওয়াল্টার ক্যালকিন এখন বয়সের ভারে বাতের ব্যথায় প্রায় পঙ্গু। তবে মনটা সতেজ। তিনি বললেন,–এই অঘটন আমার কাছে অবিশ্বাস্য।– ড্যানা বলল–গত বছর আইনি বা আর্থিক ব্যাপারে কি অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছিল মিঃ ক্যালকিন?—

মানে?–ওদের পরিবারের কোন এক সদস্যকে নিয়মিত ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছিল?–। –না, আমি জানি না।– ড্যানা বলল তারা সবাই এখন মৃত তাই তাদের এই বিশাল সম্পত্তি এখন কে পাবে?–

–আমি মক্কেলের ব্যাপারে কারো সঙ্গে আলোচনা করি না তবুও বলছি তাদের সব সম্পত্তি চ্যারিটিতে যাবে।–

সান্ধ্য সংবাদ পরিবেশন শেষ হতেই ড্যানা দেখল ক্যামেরার লাল আলো জ্বলে উঠল। টেলিপ্রিন্টার নিষ্ক্রিয় হয়ে উঠেই ফের জ্বলে উঠল। ড্যানা পড়তে শুরু করল–নিউইয়ার্স ইভে আমরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই।– ড্যানা চমকে গেল। দেখল সামনে দাঁড়িয়ে হাসেছে জেফ। ড্যানা কামেরার দিকে তাকিয়ে বলল,–বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা

আবার ফিরে আসব।– ড্যানা নল রাগে বলল,–জেফ।– জেফ বলল, তোমার এ ব্যাপারে কী মত?– তারা দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হল, বলল, আমাদের দুজনেরই তাই মত।–

স্টুডিওর কর্মীরা তাদের অভিনন্দন জানিয়ে গেল।

জেফ বলল,–কেমন ধরনের বিয়ের আয়োজন তোমার পছন্দ?–

ড্যানা ছোটবেলা থেকে তার বিয়ের কথা ভেবে আসছে। লেস লাগানো সাদা গাউনটা পা ছুঁই ছুঁই হবে। এখন তাদের প্রচুর কাজ...অতিথিদের তালিকা তৈরি করা, ক্যাটারার বাছা, গির্জা বুক করা। তার এতদিনের স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে।– ড্যানা ভাবল ঘটা করে বিয়ের আয়োজন করলে মা ও তাঁর স্বামীকেও নিমন্ত্রণ করতে হবে। কিন্তু ফেনাল তাতে দুঃখ পাবে। তাই সে বলল, চল আমরা ইলোপ করি।

ফেনাল তাদের বিয়ের কথা শুনে খুশি হয়ে বলল,–তার মানে জেফ আমাদের সঙ্গে থাকবেন?–হ্যাঁ, তুমি পরিবার পাবে।– ফেনাল ঘুমোবার পর ড্যানা কমপিউটার খুলে বসল–আমাদের একটা অ্যাপার্টমেন্ট চাই-দুটো শোওয়ার ঘর, বসার ঘর, দুটি বাথরুম, রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর। গ্যারি টাউন হাউসের কথা মনে হল তার। সেটা নিশ্চয় খালি পড়ে আছে। সেদিন রাতে কী ঘটেছিল? চোর ঢুকলই বা কী করে?

উইনথ্রপ পরিবারের জন্য চুয়ান্নটি ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। ড্যানা অ্যাপার্টমেন্টের সন্ধানে যখন ওয়েবসাইট পরিবর্তন করতে যাবে তখন এলোমলো অনেক কিছুই চলে এল। উইনথ্রপ, টেলর-মামলা-এর প্রাক্তন সেক্রেটারি জোয়ান সিনিসি একটি মামলা করে

এবং পরে তা তুলে নেয়। ড্যানা ভাবে কী ধরনের মামলা হতে পারে এটা? ফোন করে সে এর ওপর রিপোর্ট চাইল।

পরের দিন অফিসে এসে টেলিফোন ডাইরেক্টরির পাতা ওল্টাতে লাগল। না, জোয়ান সিনিসির নাম পেল না। শো-এর প্রযোজক টম হকিন্সকে সে বলল,–টেলিফোন কোম্পানির কাউকে তুমি চেন?–হ্যাঁ।–জোয়ান সিনিসির নামে কোন টেলিফোন আছে কিনা আমায় জানাতে পারবে?–হ্যাঁ-সিনিসি টেলর উইনথ্রপের নামে একটা মামলা করেছিল এখন মনে পড়ছে।– পনেরো মিনিট পরে টম হকিন্স ফোনে বলল–খোঁজ নিয়েছি। সিনিসি এখনও ওয়াশিংটনেই আছে। ফোন নম্বর ৫৫৫২৬৯০।–ধন্যবাদ।– ড্যানা এবার ৫৫৫২৬৯০ নম্বরে ডায়াল করল। একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। –হ্যালো,–আমি ড্যানা ইভান্স বলছি। মিস সিনিসির সঙ্গে কথা বলতে চাই।–ধরুন।– একটু পরে নরম গলার এক মহিলা কণ্ঠ ভেসে এল,–হ্যালো,– মিস সিনিসি? –হ্যাঁ–। –আমি ড্যানা ইভান্স বলছি।–আমি আপনার খুব ভক্ত। প্রতিদিন রাতে আমি আপনার বেতার সম্প্রসারণ দেখি,–ধন্যবাদ, আপনি যদি কয়েক মিনিট সময় দেন আমাকে, আমি একটা কথা বলতাম।–হ্যাঁ, আগামীকাল দুপুর দুটোয় আমার বাড়ি আসুন।– জোয়ান সিনিসি তার ঠিকানা দিল।

পরদিন ড্যানা সিনিসির বাড়ি গেল। এক আকাশছোঁয়া অ্যাপার্টমেন্ট। ইউনিফর্ম পরিহিত দারোয়ান। তাকে জিজ্ঞেস করে ড্যানা অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছল। বারোটি ঘরের অ্যাপার্টমেন্ট। পরিচারিকা তাকে লম্বা হলঘর পেরিয়ে বড়, সুন্দর করে সাজানো ড্রইংরুমে নিয়ে গেল। ছোটখাট রোগাটে চেহারার একজন মহিলা বসেছিল কৌচের ওপর। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল–মিস ইভান্স, আমি খুব খুশি আপনাকে সামনাসামনি

দেখে।–আমিও।– চশমার নীচ থেকে সিনিসির বাদামি চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছিল। সে পরিচারিকাকে চা নিয়ে আসতে বলে। বিশাল দামী অ্যাপার্টমেন্টটা দেখে ড্যানার মনে হল সেক্রেটারির কাজ করে এটা সে কী করে কিনল?

জোয়ান সিনিসি বলল,–আমার মনে আছে সারাজোভা থেকে আপনি যখন সংবাদ পরিবেশন করতেন আমার ভয় হত বোমায় আপনার যদি কিছু হয়।–আমারও ভয় করত খুব।– চা খেতে খেতে ড্যানা বলে,–আমি আপনার সঙ্গে টেলর উইনথ্রপের ব্যাপারে কথা বলতে চাই।– চা ছলকে পড়ে জোয়ানের স্কার্টে। ফ্যাকাসে হয়ে যায় তার মুখ। –কী হল আপনার?–না, কিছু না, তবে আমি টেলরের চাকরি বছর আগেই ছেড়ে এসেছি।–হ্যাঁ কিন্তু আপনি ওর বিরুদ্ধে যে মামলা করেছিলেন– সেঁক গিলে সিনিসি বলে,–হ্যাঁ ওটা একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। তাই আদালতে আর তুলিনি কেউ আমাকে মিঃ উইনথ্রপ সম্বন্ধে ভুল বুঝিয়েছিল। পরে আমি আর মিঃ উইনথ্রপ চুক্তি করে সমঝোতায় আসি।

ড্যানার চকিতে মনে হয়, এই পেন্টহাউস বোধহয় মিঃ উইনথ্রপই কিনে দিয়েছিলেন মামলা তুলে নেওয়ার শর্ত হিসাবে।

ড্যানা মন থেকে জোয়ান সিনিসিকে সরাতে পারছিল না। কী মামলা সে করেছিল ঈশ্বরই জানেন। ড্যানার একথাও মনে হল, জোয়ান তাকে কিছু বলতে চায়। তার বাড়িতে–ফোন করল। পরিচারিকা গ্রেটা বলল,–মিস সিনিসি কোন ফোন ধরছেন না।–

পরদিন সকালে ফেনালকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে স্টুডিওর দিকে গেল ড্যানা। সূর্য উঠেছে। সান্টা জরা চ্যারিটি ঘন্টা বাজাচ্ছে। স্টুডিওয় গিয়ে খবরগুলো সম্পাদনা করল কোনটা

কখন সম্প্রসারিত হবে। তারপর আবার সিনিসিকে ফোন করল। গ্রেটা বলল,–উনি আর আপনার সঙ্গে কথা বলবেন না।– ড্যানা ম্যাট বেকারের সঙ্গে দেখা করতে গেল। অ্যাবি ল্যাসমান তাকে অভিনন্দন জানাল বিয়ের দিন ঠিক হওয়ার জন্য।

ম্যাট-এর অফিসে গেল ড্যানা। বলল,–টেলর উইনথ্রপের প্রাক্তন সেক্রেটারির সঙ্গে আমি কথা বলেছি। সে...–তুমি এখনও ওদের নিয়ে পড়ে আছ?– ড্যানা সিনিসির সব কথা ম্যাটকে বলল। ম্যাট বেকার বললেন,–সে যে তার জীবনের আশঙ্কা করছে একথা কি সে বলেছে?–না–,–তবে তুমি কী করে জানলে?–

WTN-এ সান্ধ্য সংবাদ শুনছে জোয়ান সিনিসি। ড্যানা বলছিল,–গত বারো মাসে আমেরিকায় অপরাধের হার শতকরা সাতাশ ভাগ কমে গেছে...– জোয়ান সিনিসি ড্যানার মুখটা ভাল করে নিরীক্ষণ করে। তারপর সিদ্ধান্ত নেয় সে ড্যানাকে সব জানাবে।

পরদিন ড্যানা অফিসে ঢুকতেই অলিভিয়া বলল কেউ তিনবার ড্যানাকে ফোন করেছে। নাম বলেনি। নিজের ফোন নম্বরও বলেনি। আধঘন্টা পরে আবার সে ফোন করল। ড্যানা ফোন ধরল। অপর প্রান্তে জোয়ান সিনিসি। সে বলল ড্যানার সঙ্গে কথা বলতে চায়। তবে বাড়িতে নয়। কারণ কেউ বোধহয় তার ওপর নজর রাখছে। চিড়িয়াখানার পক্ষীশালার সামনে যেতে বলল।

ঘন্টাখানেক বাদে ড্যানা সেখানে পৌঁছে গেল। পার্কটা ফাঁকা। ডিসেম্বরের প্রবল হিমেল হাওয়ার জন্য ভিড় ছিল না। কিন্তু ঘন্টা দেড়েক অপেক্ষা করার পরও জেয়ান এল না। ড্যানা অফিসে ফিরে ফোন করল জোয়ানের বাড়িতে। রিং হয়েই গেল। কেউ তুলল না।

পরদিন সকালে খবর শুনছিল ড্যানা। স্থানীয় খবরে বলল, পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্টের ১৩তম তলা থেকে একজন মহিলা পড়ে মারা গিয়েছে। তার নাম জোয়ান সিনিসি। টেলর উইনথ্রপের প্রাক্তন সেক্রেটারি। পুলিশ এর তদন্ত করছে। খবরটা শুনে ড্যানার সারা শরীর অবশ হয়ে গেল।

ম্যাটকে সে বলল,–টেলর উইনথ্রপের সেক্রেটারির কথা বলেছিলাম না আপনাকে, সে মারা গেছে। গতকাল সে আমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবে বলে চিড়িয়াখানায় যেতে বলে। কিন্তু আমি অপেক্ষা করে চলে আসি। ফোনে সে বলেছিল তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে, আমি ওর পরিচারিকার সঙ্গে কথা বলব।–যা করবে ভেবেচিন্তে কোর।–

পেন্টহাউস বিল্ডিং-এর লবিতে পৌঁছে ড্যানা দেখে অন্য এক দারোয়ান। সে তাকে দেখে এগিয়ে আসে। ড্যানা বলে,–আমি ড্যানা ইভান্স। জোয়ান সিনিসির মৃত্যুর ব্যাপারে : খোঁজ নিতে এসেছি। কি দুঃখজনক ঘটনা।–হ্যাঁ। উনি শান্ত, নিরহঙ্কারী মহিলা ছিলেন।–ওঁর সঙ্গে কি অনেকেই দেখা করতে আসত?–না, উনি একা থাকতেই পছন্দ করতেন।–দুর্ঘটনার সময় কি তুমি ডিউটিতে ছিলে?–না। ডেনিস ছিল। তাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে।–আমি মিস সিনিসির পরিচারিকা গ্রেটার সঙ্গে কথা বলতে চাই।–

–সে তো বাড়ি চলে গেছে। খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। ড্যানা একটু চিন্তা করে বলল–WTN-এর জন্য আমার বস মিস সিনিসির মৃত্যুর ব্যাপারে একটা কাহিনী তৈরি করতে বলেছেন আমাকে। তাই তার অ্যাপার্টমেন্টটা দেখতে চাই।–চলুন। আমি নিয়ে যাচ্ছি।–

জোয়ানের ফ্ল্যাটে সবই রয়েছে শুধু জোয়ান ছাড়া। টেরাসে এসে দারোয়ান বলল–এখান থেকেই মিস সিনিসি পড়ে গিয়েছিলেন।–

ড্যানা দেখল সেটা চারফুট উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে না দিলে । সেখান থেকে কারও পক্ষে পড়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

.

পুলিশ স্টেশনে প্রবেশ করে ড্যানা বলে–ডিটেকটিভ মার্কাস আব্রাহামের সঙ্গে দেখা করব।–ডানদিকে তৃতীয় দরজা দিয়ে ঢুকে যান।– ডিটেকটিভ আব্রাহাম ফাইলিং ক্যাবিনেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। বিরাট চেহারা। বাদামি চোখ। ড্যানাকে দেখেই বলে,–আমি আপনাকে চিনি। আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?–

–জোয়ান সিনিসির কেসটা সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।–এটা হয় দুর্ঘটনা নয়তো আত্মহত্যার কেস। ঘটনা যখন ঘটে তখন সেখানে এক পরিচারিকা ছাড়া কেউ ছিল না। সে আবার কিচেনে ছিল।–তার ঠিকানা দিতে পারেন?–

কিছু কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে ডিটেকটিভ আব্রাহাম একটা কাগজ এনে দিল–গ্রেটা মিলার। ১১৮০ কানেকটিকাট অ্যাভিনিউ। কিন্তু সেটা একটা পার্কিংলট। জেফ বলল,–তোমার কি মনে হয় সিনিসিকে টেরেস থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।–কেউ কি জরুরি ব্যাপারে কারও সঙ্গে কথা বলতে চেয়ে আত্মহত্যা করে?–আমার মতে তোমার আর এব্যাপারে না এগোনোই ভাল।–এখন আর পিছিয়ে আসতে পারি না।–

–তোমার মতে তাহলে ছজন খুন হল?–, আর এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে পুলিশকে জাল ঠিকানা দিয়ে পরিচারিকাটি উধাও হয়ে গেছে। জোয়ান সিনিসিকে নার্ভাস লাগলেও সে যে আত্মহত্যা করবে এমন মনে হয়নি।–কিন্তু আমাদের কাছে তার খুনের কোন প্রমাণ নেই।–ঠিকই। কিন্তু আমার ধারণা ভুল নয়। টেলর উইনথ্রপের নাম বলতেই জোয়ান সিনিসি ভীত হয়ে ওঠে। তার অভিযোগ গুরুতর ছিল বলেই জোয়ানকে মোটা টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করতে হয়েছিল। এবার ম্যাট বললেন,–রজার হাডসনের সঙ্গে দেখা কর। তিনি সেনেটে ছিলেন এবং টেলরের সঙ্গে কাজ করেছিলেন।– ড্যানা বলল,–ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিন না।– ঘন্টাখানেক পরে ম্যাট বেকার ড্যানাকে ফোন করে বললেন,–আগামী বৃহস্পতিবার দুপুরে রজার হাডসন আপনার সঙ্গে তার জর্জ টাউনের বাড়িতে দেখা করবেন।–ধন্যবাদ।– ম্যাট বেকার অফিস থেকে বেরোবার সময় ইলিয়ট ক্রমওয়েল ঢুকল। বলল,–ড্যানা, এ ব্যাপারে অহতুেক বিতর্কের সৃষ্টি করছেন। উইনথ্রপের পরিবার খুব ভাল ছিল।–তবে তো কোন চিন্তাই নেই।– ক্রমওয়েল থমকে গিয়ে বলল–এটা কি নিরাপদ লাইন?–া, WTN-এর সব খবর এক্সিকিউটিভ টাওয়ার থেকে আসছে।–

প্রাতঃরাশ করতে ব্যস্ত

বুধবার সকালে ড্যানা যখন প্রাতঃরাশ করতে ব্যস্ত তখন শব্দ শুনে জানলার সামনে গিয়ে দেখল তাদের বিল্ডিং-এর সামনে মালবাহী গাড়িতে আসবাবপত্র তোলা হচ্ছে। ড্যানা অবাক হয়ে ডরোথির ফ্ল্যাটে নক করল। ডরোথি বলল ড্যানা, আজ আমি আর হাওয়ার্ড রোমে চলে যাচ্ছি। হাওয়ার্ড ওখানে একটা চাকরি পেয়েছে যাতে তিনগুণ বেতন পাবে। কোম্পানির নাম ইতালিয়ানো রিপ্রিস্টিনো।–

–আমি তোমাদের মিস করব।–আমরাও।– জেফ আধঘন্টা পরে ড্যানার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলল, এতে তুমি যা জানতে চেয়েছিলে সব আছে। ইউরোপের বিরাট কোম্পানি।

ফেনালকে স্কুল থেকে নিয়ে এসে ড্যানা দেখল চশমা পরা একটা লোক ডরোথিদের ফ্ল্যাটের সামনে যোরাফেরা করছে। সন্দেহটা জেগে উঠল।

বৃহস্পতিবার এল। রজার হাডসনের সঙ্গে দেখা করার দিন। সেদিন রবার্ট ফেনউইক বলল,–আয়ারল্যান্ডে আমাদের স্টুডিওর কলাকুশলীরা যে ফিল্ম তুলতে গিয়েছিল তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ওয়াশিংটন ব্যাঙ্কারের কাহিনী, যার বিরুদ্ধে প্রতারণার চার্জ আনা হয়েছে। খুনের কেসে আমাদের একমাত্র সাক্ষী, সে আসবে না।– ড্যানা প্রায় ককিয়ে উঠল। পর মুহূর্তেই ভাবল আগে রজার হাডসনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

অফিসে ফিরে এসে ড্যানা বাইরে তাকাল–আবার বরফ পড়ছে। কোট এবং স্কার্ট গায়ে চাপিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াতে যায়, ফোনটা বেজে উঠল তখনই। ড্যানার ফোন ফেনালের স্কুল থেকে করছে। ড্যানা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফোন ধরল। –মিস ইভান্স, ফেনালকে আমরা স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি।–কেন? কী করেছে সে?–আপনি যদি এখনই এখানে আসেন তবে ভাল হয়।–ঠিক আছে আমি যাচ্ছি।

সকালে ফেনালকে স্কুলে ছেড়ে এসেছিল ড্যানা। রিকির পাশ দিয়ে ফেনাল যেতে গেলে রিকি তাকে বলেছিল,–তোমার মা নিশ্চয়ই নিরাশায় ভুগছে। তোমার মাত্র একটা হাত। সেই হাতের বিশ্রী আঙুল দিয়ে তুমি যদি তার সঙ্গে...– ফেনাল একথায় রিকির পেটে লাথি মারল। রিকি পাল্টা আঘাত হানতে যেতেই তার নাকে হাঁটু দিয়ে প্রচন্ড জোরে আঘাত করল। নাক ভেঙে গেল।

ড্যানা তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে স্কুলে পৌঁছলে থমাস হেনরি তাকে সব ঘটনা বললেন। ড্যানা সব শুনে বলল–নিজের থেকে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার মত ছেলে সে নয়। নিশ্চয়ই ওকে আগে কোনও ভাবে উত্ত্যক্ত করা হয়েছিল।– হেনরি বললেন, মিস ইভান্স, আমি আমার সিদ্ধান্ত বদলাতে পারব না।–

–ঠিক আছে। ওকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারে, এরকম কোন স্কুলে ওকে দেব। ফেনাল চলে এসো।– গাড়িতে উঠে ফেনালের কাছে ঘটনাটা জানতে চাইল। কিন্তু নোংরা কথাটা ফেনাল বলতে পারল না। তাই বলল আমারই দোষ।– ড্যানা বুঝল ফেনাল আসল ঘটনাটা চেপে গেল। তবুও চাপ দিল না। ফেনালকে সঙ্গে নিয়েই রজার হাডসনের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

জর্জটাউনে পাঁচ একর পাহাড়ি জমিতে হাডসন এস্টেট। জর্জিয়ান স্টাইলে তিনতলা ম্যানাল, ড্যানা বাড়ির সামনে এসে ফেনালকে বলল,–তুমি ভদ্র হয়ে থাকবে।–ঠিক আছে।– দরজায় বেল টিপতেই একজন খুব লম্বা লোক দরজা খুলে দিল। বাবুর্চির পোশাক পরা। বলল,–আপনিই তো মিস্ ইভান্স? আমার নাম সিজার। মিঃ হাডসন আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।– লম্বা হলঘর পেরিয়ে বৈঠকখানা। সোফা, কোরাটর চেয়ার ও টেবিল দিয়ে সাজানো। পঞ্চাশোর্ধ্ব রজার হাডসন ও তার স্ত্রী সেখানে ছিলেন। চোখের দৃষ্টি শীতল, সতর্ক হাসি। পামেলা হাডসন সৌন্দর্যের আধার। –আমি ড্যানা ইভান্স। এ আমার ছেলে ফেনাল।–আমি রজার হাডসন। উনি আমার স্ত্রী পামেলা।– ফেনালকে সঙ্গে আনার জন্য ক্ষমা চাইল ড্যানা। পামেলা হাডসন বললেন,–ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। আমরা কাগজে ওর সম্বন্ধে পড়েছি। আপনি তো একটা মহৎ কাজ করছেন।–

রজার হাডসন রুক্ষভাবে বললেন–মিস ইভান্স। আপনি কেন যে এখানে এসেছেন তা জানি না।–টেলর উইনথ্রপের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।–কী জানতে–চান?–আপনি তাকে চিনতেন বলে শুনেছি।–হ্যাঁ। উনি যখন রাশিয়ায় আমাদের রাষ্ট্রদূত ছিলেন তখন ওঁর সঙ্গে দেখা হয়। সেই সময় আমি আর্মড সার্ভিস কমিটির প্রধান ছিলাম।–ওঁর সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?–উনি খুব যোগ্য লোক ছিলেন। একথা আমি ওঁর বংশমর্যাদা বা বাইরের চাকচিক্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলছি না।

কিন্তু উনি কি রাশিয়ায় কোন গোলমালের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন যাতে তার শত্রু তৈরি হয়েছিল যারা তাকে খুন করতে পারে?– রজার হাডসন হতভম্বের মত তাকালেন।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন,–টেলরের জীবন তো জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এমন কিছু হলে সবাই জেনে যেত।– ড্যানা বলল, আমি ভেবেছিলাম মিঃ উইনথ্রপ এমন কিছু একটা করেছিলেন কারও বিরুদ্ধে যাতে সে তার পুরো পরিবারকে খুন করার পরিকল্পনা করে। –আপনার এই অনুমানের কারণ কী?–তেমন প্রমাণ কিছু নেই।–আমিও শুনেছি। যে...– পামেলা বললেন,–কী বলতে যাচ্ছিলে তুমি?– হাডসন বলতে যাচ্ছিলেন,–আমি যখন মস্কোয় ছিলাম তখন গুজব রটেছিল যে রুশদের সঙ্গে ব্যক্তিগত কারবারে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। তবে গুজবে আমি কান দিই না। আপনিও নিশ্চয় দেন না।–

ড্যানা কিছু বলার আগেই সংলগ্ন লাইব্রেরি থেকে প্রচণ্ড জোরে একটা শব্দ হল। সবাই ছুটে গেল। মেঝেতে নীল রঙের ভাস-টা ভেঙে পড়ে রয়েছে। পাশেই রুমাল।

ড্যানা লজ্জিতভাবে বলল–আমি খুবই দুঃখিত। আমি এর দাম দিয়ে দেব। কেন ভাঙলে ফেনাল?–এটা একটা দুর্ঘটনা।–

পামেলা বললেন,–আমাদের কুকুরটা আরও খারাপ কাজ করে থাকে।

রজার হাডসনের মুখটা গম্ভীর।

তিনি ফেনালকে বললেন,–তোমার হাতটা হারালে কী করে?–বোমার আঘাতে।–তোমার মা, বাবা?–মা, বাবা, বোন বোমাবর্ষণে নিহত হন।–এই যুদ্ধ কবে যে শেষ হবে?– সিজার এসে বলল,–মধ্যাহ্নভোজ তৈরি।–

খেতে খেতে পামেলা বললেন–আপনি এখন কীসের ওপর কাজ করছেন?–ক্রাইম লাইনের উপর একটা নতুন শো-এর ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে। যারা অপরাধ করেও জেলের বাইরে রয়েছে, তাদের বিচারের ব্যবস্থা করার ইচ্ছা আছে। আবার যে সব নির্দোষ মানুষ জেল খাটছে তাদের মুক্ত করার ব্যবস্থা করব।–

রজার হাডসন বললেন,–ওয়াশিংটনে এখনও সৎ মানুষের বাস বেশি। ওখান থেকেই কাজ শুরু করতে পারেন। পামেলা গর্বিত ভাবে জানালেন, রজার বিভিন্ন সংস্কার কমিটিতে রয়েছেন। রজার বললেন,–আমাদের স্কুলগুলো নিশ্চয়ই সঠিক আর ভালর তফাতটা বোঝে না, তাই আমাদেরই সঠিক ভাবে শিক্ষা দিতে হবে।–

পামেলা ড্যানাকে বললেন,–আগামী শনিবার রাতে আমরা পার্টি দিচ্ছি। আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে ভাল লাগবে।–

–নিশ্চয়ই আসব।

আপনার কোন ছেলে বন্ধু আছে?–

–হ্যাঁ জেফ কনর্নাস।

রজার বললেন,–আমি ওঁর সঙ্গে মিলিত হতে চাই।–

ড্যানা ফেনালকে নিয়ে চলে আসার আগে হাডসন বললেন,–মিস ইভান্স, উইনথ্রপদের ব্যাপারে চক্রান্তের ব্যাপারটা ফ্যান্টাসি বলেই মনে হচ্ছে। তবুও আমি যাচাই করে দেখব

আর সেটা সত্যি বলে প্রমাণ করা যায় কীনা তাও দেখব।– ড্যানা তার কথাগুলো টেপে তুলে নিল।

.

সকালে তাদের আলোচনা করার কথা ক্রাইম লাইনের উপর। অফিসে ঢুকতেই অলিভিয়া বলল,–মিঃ, বেকার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।– ম্যাট বেকারের ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন–রজার হাডসনের সঙ্গে তোমার আলোচনার খবর কী?–উনি বোধহয় ব্যাপারটা ফ্যান্টাসি বলে উড়িয়েই দিতেন, তবে পরে উনি আমাদের কাজেও লাগতে পারেন। ওঁর স্ত্রীর সৌজন্যেই সেটা সম্ভব হয়েছে।–

এক্সিকিউটিভ ডাইনিং রুমে ইলিয়ট ক্রমওয়েল বললেন,–তোমার ছেলে কেমন আছে?– ওকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করেছে। তবে ওর নিজের কোন দোষ নেই। ওকে সবাই উত্যক্ত করত। তাই ও একটা ছেলের নাক ফাটিয়ে দেয়। ছেলেটিকে হাসপাতালে দিতে হয়।– ক্রমওয়েল তার সমর্থনে বললেন,–ওর পক্ষে এটা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। ও কোন্ গ্রেডে পড়ছে?–

–সেভেন্থ–। ||||||||| –লিঙ্কন প্রিপারেটরি স্কুল সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

সে তো খুব ভাল স্কুল। তবে সেখানে ভর্তি করানো তো খুব কঠিন।

–আমার ঐ স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। তুমি বললে কথা বলতে পারি।

–তাহলে তো ভালই হয়।–

পরদিনই ইলিয়ট ক্রমওয়েল বললেন,–লিঙ্কন প্রিপারেটরি স্কুলের প্রিন্সিপাল ফেনালকে ট্রায়ালে ভর্তি করতে রাজি হয়ে গেছেন।–আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

লিঙ্কন প্রিপারেটরি স্কুলটা বিরাট। এডওয়ার্ডিয়ান বিল্ডিং, তিনটি অ্যানেক্স, খেলার মাঠ নিয়ে তৈরি।

ড্যানা ফেনালকে নিয়ে প্রিন্সিপাল রাওয়ানো ট্রটের অফিসে গিয়ে ঢুকল। তিনি বেশ বন্ধুভাবাপন্ন। ফেনালকে তিনি বললেন,–সুস্বাগতম। তোমার সম্বন্ধে আমি অনেক ভাল কথা শুনেছি।–

ফেনাল নিরুত্তর দেখে ড্যানা বলল,–ফেনালও এখানে আসার জন্য মুখিয়ে আছে।–ভাল।– এক বয়স্কা মহিলা এলেন। তিনি বিকি। তাঁকে মিসেস ট্রট নির্দেশ দিলেন স্কুলটা ফেনালকে ঘুরিয়ে দেখাতে আর কিছু টিচারের সঙ্গে পরিচয় করাতে।

ড্যানার ইশারায় ফেনাল বিকির সঙ্গে গেল। ড্যানা বলতে শুরু করে–আপনাকে তো...– মিসেস ট্রট বললেন,–আপনাকে কিছু বলতে হবে না। ইলিয়ট ক্রমওয়েল সব বলেছেন আমাকে। আমরা ওর দুঃখের ব্যাপারটা বুঝেছি। ওকে একটু ছাড় দেব।–ধন্যবাদ। ও ছাত্র হিসাবে বেশ ভাল।–তা তো হবেই। অঙ্কে গ্রেড এ পাওয়া তাই প্রমাণ করে।

ফেরার পথে ড্যানা বলল,–চমৎকার স্কুল তাই না?–

ফেনাল বলল, কিন্তু আমার খুবই কষ্ট হবে এখানে। টেনিস কোর্ট আর ফুটবল মাঠ থাকা সত্ত্বেও আমি খেলতে পারব না।

ড্যানা তাকে দুহাতে জড়িয়ে বলে,–আমি দুঃখিত।–

শনিবার রাতে হাডসনের বাড়িতে বেশ জমকালো পার্টি হল। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি হাজির ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রতিরক্ষা দফতরের সেক্রেটারি, কংগ্রেসের বহু সদস্য, ফেডারেল রিজার্ভের প্রধান, জার্মানির রাষ্ট্রদূত। ড্যানা এবং জেফ সেখানে পৌঁছল। ড্যানা জেফ-এর সঙ্গে রজার ও পামেলার পরিচয় করিয়ে দিল। হাডসন বললেন,–মিঃ জেফ, আমি আপনার স্পোর্টস কলাম ও টিভি সম্প্রচার খুব উপভোগ করি।–

–ধন্যবাদ।–

পামেলা অতিথিদের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বেশির ভাগ অতিথিই ড্যানা অথবা জেফ-এর ভক্ত। জেনারেল ভিক্টর বুস্টার এবং জ্যাক স্টোন এগিয়ে এলেন। ড্যানা বলল,–শুভ সন্ধ্যা।– বুস্টার রুক্ষস্বরে বললেন,–আপনি এখানে কেন?– ড্যানা চমকে উঠল। বুস্টার বললেন–এটা একটা সামাজিক ব্যাপার। এখানে যে প্রচার মাধ্যম আমন্ত্রিত হবে তা তো জানা ছিল না।– জেফ রাগত ভাবে বলল, আপনাদের মত আমাদেরও এখানে আসার অধিকার আছে।– বুস্টার তাকে পাত্তা না দিয়ে ড্যানার দিকে তাকিয়ে বললেন আমি বলছিলাম কিনা যে আমার নিষেধ সত্ত্বেও আপনি উইনথ্রপদের ব্যাপারে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে অসুবিধায় পড়বেন?– বলে তিনি চলে গেলেন। জ্যাক স্টোন

লজ্জিতভাবে বললেন,–আমি অত্যন্ত দুঃখিত। উনি মেজাজ হারিয়ে ফেলেছেন।– ঠান্ডা গলায় জেফ বলল,–তাই তো দেখছি।–

নৈশভোজ খুব ভাল হোল। পামেলা, বললেন, লিঙ্কন প্রিপারেটরি স্কুলে ফেনালকে ভর্তি করা হয়ে গেছে?– ড্যানা বললেন,–ইলিয়ট ক্রমওয়েল ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি মহান মানুষ। রজার হাডসন সায় দিলেন। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বললেন, রাশিয়ায় টেলর উইনথ্রপ আমাদের রাষ্ট্রদূত হবার আগে বলেছিলেন জনগণের জীবন থেকে তিনি অবসর নেবেন। ড্যানা বলল, আর তারপরই তিনি রাশিয়ায় রাষ্ট্রদূতের পদটা গ্রহণ করেছিলেন তো?–হা।– ড্যানা ভাবল কী অদ্ভুত ব্যাপার।

জেফকে ড্যানা বলল ফেরার পথে, বুস্টার চান না আমি উইনথ্রপদের মৃত্যুর তদন্ত করি।–কেন করবে না?–উনি কারণটা বলেন নি।–ওর চিৎকারের চেয়ে মনে রাখা উচিত এই কথাটা যে উনি ফেডারেল রিসার্চ এজেন্সির প্রধান।–জানি। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার সাহায্যে তারা অনুন্নত দেশগুলির কারিগরির মান উন্নত করতে চায়।–ওটা এ সব লোক দেখানো ব্যাপার। ওদের আসল কাজ হল ফরেন ইনটেলিজেন্সি এজেন্সির ওপর গুপ্তচরগিরি করা এবং তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা।– ড্যানা বলল,–টেলর উইনথ্রপ একসময়...FRA-এর প্রধান ছিলেন। কেমন সন্দেহজনক ব্যাপার না?– জেফ বলল–তাই আমি বলছি তুমি এই বুস্টারের থেকে যতই দূরে থাকো ততই তোমার মঙ্গল। তুমি যদি আগে বাড়ি যেতে চাও...–না, তোমার বাড়িতে যেতে চাই। জেফ হাসল, বলল,–তাই চলো।– ম্যাডিসন স্ট্রিটের চারতলা বাড়ির একটা অ্যাপার্টমেন্টে জেফ থাকে। জেফ ড্যানাকে তার শয়নকক্ষে নিয়ে গেল। জড়িয়ে ধরে বলল,–তুমি যে কত সুন্দর তা তুমি নিজেই জান না।– ড্যানা হাসল, সব পুরুষরাই এই একই কথা বলে থাকে। তারা

ঘনিষ্ট হতে যাবে এমন সময় সেলফোনটা বেজে উঠল। জেফ ফোন তুলল–বলল,–হ্যাঁ এগিয়ে যাও...চিন্তা কোর না...এটা বোধহয় তোমার মানসিক চাপের জন্য...চমৎকার...শুভ রাত্রি।– জেফ ফোন অফ করল। –কার ফোন?–র‍্যাচেলের। বড্ড বেশি কাজ করে তো, ওর একটু বিশ্রামের দরকার।– বাড়ি ফিরে ড্যানা দেখল হাউসকীপার অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে–সে বলল,–রাত দেড়টা বাজে।– ড্যানা তাকে কিছু টাকা দিয়ে বলল–তুমি বরং ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাও।– হাউসকীপার বলল,–মিস ইভান্স, সারা সন্ধ্যা ফেনাল বারবার খোঁজ নিচ্ছিল আপনি কখন বাড়ি ফিরবেন।–আচ্ছা, শুভ রাত্রি।–

ড্যানা এবার ফেনালের ঘরে গিয়ে দেখল সে তখনও জেগে। তাকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। –তোমার তো এখন ঘুমিয়ে পড়া উচিত।–আমি তোমার বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় ছিলাম।–এবার থেকে আমি আরও বেশি করে তোমাকে সঙ্গ দিতে চেষ্টা করব।–

.

সোমবার সকালে একটা ফোন এল। চিলড্রেন্স ফাউন্ডেশনের সঙ্গে জড়িত ডাঃ জোয়েল হিরসবার্গ-এর কাছ থেকে। তিনি বললেন, ইলিয়ট ক্রমওয়েল তাকে বলেছেন যে ড্যানা তার ছেলের জন্য একটি প্রসথেটিক হাত পেতে চায়। এ ব্যাপারে ড্যানা যেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ঐ দিনই ড্যামা ফেনালকে নিয়ে তাদের কাছে গেল। ডাঃ জোয়েল হিরসবার্গ-এর বয়স চল্লিশোর্ধ্ব, খুবই আকর্ষণীয়। ড্যানা তাকে বলল,–ফেনালের এখন স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। পরে এই হাত ছোট হয়ে যাবে। তার আবার নতুন করে বানানোর খরচ...–মিস ইভান্স, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলির শিশুদের সাহায্যের জন্যই আমাদের

ফাউন্ডেশন গঠিত হয়েছে। তাই আপনাকে কোন খরচ করতে হবে না।– ড্যানা বলল– ধন্যবাদ।– তারপর ঈশ্বরের কাছে ইলিয়ট ক্রমওয়েলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানাল। ডাঃ জোয়েল এবার ফেনালকে পরীক্ষা করলেন। তারপর ড্যানাকে বললেন, আমাদের কাছে দুধরনের হাত আছে, মিইলেকট্রিক শিল্পসমৃদ্ধ আর কেবল অপারেটেড হাত। মিও ইলেকট্রিক হাতটা প্লাসটিক দিয়ে তৈরি এবং হাতের মত গ্লাভস দিয়ে মোড়ান। এটা একেবারে আসলের মত দেখতে। ডাঃ জোয়েল এবার ফেনালকে বুঝিয়ে দিলে–তুমি যখনই এই নকল হাতটা ব্যবহার করবে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিইলেকট্রিক ইঙ্গিত দিতে থাকে। এবং মাংসপেশিগুলি সংস্কুচিত হয়। একটা আকন দিয়ে হাতটা আটকানো। পাতলা একটা নাইলনের মোজা দিয়ে আটকানো হাতটা। সাঁতার ছাড়া আর সব কাজই তুমি করতে পারবে।– ফেনাল জানতে চাইল,–এটা ঠিক আসল হাতের মত দেখাবে তো?– হা, তোমাকে একজন থেরাপিস্টের সঙ্গে দেখা করতে হবে কীভাবে মিইলেকট্রিক সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তা শেখার জন্য। ফেনাল আর ড্যানার চোখ দিয়ে আনন্দে জল গড়িয়ে পড়ল।

পরদিন ড্যানা অফিসে আসতেই অলিভিয়া একটা খাম আর ফুলের তোড়া দিল। খামের ভেতর একটা কার্ড–প্রিয় মিস ইভান্স, আমদের বন্ধুর চিৎকার কামড়ানোর চেয়ে খারাপ।– ফুলগুলো উপভোগ করবেন। জ্যাক স্টোন।–

ড্যানা হাসল। জেফ বলেছিল,–জেনারেল বুস্টারের কামড়ানো তার চিৎকারের চেয়েও খারাপ। তাহলে ঠিক কোন্টা? ড্যানার মনে হল স্টোন তার কাজ এবং বসকে ঘৃণা করে।–

FRA-এর জ্যাক স্টোনকে ফোন করল ড্যানা। বলল,–ফুলের জন্য ধন্যবাদ।–আপনি কি অফিস থেকে কথা বলছেন?–হ্যাঁ।–আমি পরে ফোন করছি।– এর পরেই ডায়াল টোনের শব্দ ভেসে এল। এর মিনিট তিনেক পরেই জ্যাক স্টোন ফোন করল। মিস ইভান্স আমরা যে ফোন করছি একথা কেউ না জানলেই মঙ্গল। আমি বুস্টারকে জানি। উনি বড় একরোখা। আপনি বরং আমার ব্যক্তিগত সেলফোনের নম্বরটা নিয়ে রাখুন। –ধন্যবাদ।– সে নম্বরটা লিখে নিল।

সেদিন সকালে জ্যাক স্টোনের সঙ্গে দেখা করে জেনারেল বুস্টার বললেন,–আমার মনে হয় ইভান্স একজন দুশ্চরিত্রা। ওর ওপর একটা ফাইল খুলে ফেল আর আমাকে সব খবর জানিও।–ঠিক আছে।– মনে মনে জ্যাক স্টোন বলে আমি মোটেই তা করব না।

টেলিফোনে স্টেশনের এক্সিকিউটিভ ডাইনিং রুমে বসে জেফকে ড্যানা বলল,–ফেনালের নকল হাতের ব্যাপারে আমি খুবই উত্তেজিত। এতদিন সে যে হীনমন্যতায় ভুগত তা এবার কাটিয়ে উঠবে।– জেফ বলল,–তা তো ঠিকই।– জেফ-এর সেলফোনটা বেজে উঠল। জেফ ফোন ধরল। চকিতে একবার ড্যানার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল,–..না, তুমি এগিয়ে যাও। তুমি একজন চিকিৎসকের কাছে যাও...নিজের যত্ন নিও...বিদায়।–

ড্যানা বলল–র‍্যাচেলের ফোন ছিল?

হ্যাঁ-ওর কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। রিওয় শুটিং বাতিল করে দিয়েছে।

–ও তোমাকেই কেন ফোন করতে গেল?

–কারণ ও একেবারে একা। আর কেউ নেই।–

.

সেদিন সকালে র‍্যাচেল আমেরিকান এক্সপ্রেসওয়ের হয়ে ইপানেমা বিচে শুটিং করছিল। দুপুরে পরিচালক তাকে বলেন,–শেষ দৃশ্যটা আরও একবার তোলা যাক।– র‍্যাচেল বলল–আমি দুঃখিত, পারব না।– পরিচালক অবাক হয়ে তাকালেন,–আমি খুব ক্লান্ত।– বলে সে হোটেলের দিকে যেতে গেল। কাঁপছিল সে। মাথা ঝিমঝিম করছে। জেফকে তখনই সে ফোন করে। জেফ খুব ভাল। সুখের সংসার ছিল তাদের। কিন্তু একটা ফোনকে কেন্দ্র করে সব ওলোটপালট হয়ে গেল–হ্যালো, র‍্যাচেল স্টিভেন্স?–হ্যাঁ।– হলিউডের নামকরা পরিচালক রডরিক মার্শাল আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। –ফোনে তার গলা পাওয়া যায়।– আমি আপনার ফোটোগ্রাফ দেখেছি মিস স্টিভেন্স। আপনি আমার আগামী ছবিতে কাজ করবেন? স্ক্রিন টেস্টের জন্য আসতে পারবেন হলিউডে?– কিন্তু আমি তো কোনদিন অভিনয় করিনি।–তা নিয়ে ভাববেন না। আমি শিখিয়ে পড়িয়ে নেব। আপনার সব খরচও বহন করব।– র‍্যাচেল একটু ভেবে বলল,–সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই যেতে। পারব।– রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ভাবল জেফ-এর সঙ্গে পরামর্শ করা হোল না। জেফ বলল,–যাও হলিউডে মজা করে এসো।–তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?– না। আমার এখন অনেক জায়গায় খেলা আছে। র‍্যাচেল বলল–খুব খারাপ। আমরা কি আর একসঙ্গে মিলিত হতে পারব জেফ?–প্রায়ই পারব না।– র‍্যাচেল কিছু বলল না।

লস অ্যাঞ্জেলেস বিমানবন্দরের সামনে স্টুডিওর একজন কর্মচারী লিমুজিন গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সে তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বলল, আমার নাম হেনরি ফোর্ড। সবাই

আমাকে হ্যাঁঙ্ক বলে ডাকে। গাড়িতে যেতে যেতে সে জানাল,–সেটিউ ম্যারমন্টে একটা ঘর আপনার জন্য বুক করেছি। পাশেই সূর্য অস্ত যায় প্রতিদিন। আজ দুপুর দুটোয় আমি স্টুডিওয় নিয়ে যাব।–

দুপুর ঠিক দুটোর একটু পরে রডরিক মার্শালের অফিসে গিয়ে হাজির হল র‍্যাচেল।

তিনি বললেন,–আমি আপনাকে এক বড় মাপের অভিনেত্রী করে তুলব। এন্ড অব এ ড্রিম ছবির জন্য আপনার স্ক্রিনটেস্ট নেওয়া হবে কাল সকালে। আজ সন্ধ্যায় আমরা একসাথে নৈশভোজ সারতে পারি কি?–নিশ্চয়ই।–তাহলে রাত আটটায় আমি আপনাকে তুলে আনব।– সন্ধ্যায় তিনি বললেন, লস এঞ্জেলস এমন জায়গা যেখানে আপনি প্রতি মুহূর্তে উষ্ণতার পরশ পাবেন।– সন্ধ্যার শেষে পরিচালক বলল–রাতে ভাল করে ঘুমোবেন। কাল আপনার জীবনটা একেবারে বদলে দেব।–ধন্যবাদ।–

এরপর দিন তাকে মেকআপ করে ও পোশাক পরিয়ে সাউন্ড স্টেজে নিয়ে গেল। –আমরা আপনাকে ক্যামেরার বাইরে কিছু প্রশ্ন করব প্রথম পর্যায়ে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্যামেরায় কিছু ছোট ছোট দৃশ্য তোলা হবে।–গুডমর্নিং।–গুডমর্নিং।–আপনি তো মডেল?–হ্যাঁ।–কীভাবে শুরু করলেন?–আমার তখন পনেরো বছর বয়স। মায়ের সঙ্গে এক মডেল এজেন্ট রেস্তোরাঁয় আমাকে দেখতে পেয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলে। আর আমি মডেলের কাজ শুরু করি। র‍্যাচেল সহজভাবেই মিনিট পনেরো সাক্ষাৎকার দেয়।–কাট।– একটা ছোট চিত্রনাট্য র‍্যাচেলের হাতে তুলে দিয়ে রডরিক বললেন,–এখন একটু বিরতি। এটা পড়ে দেখুন। তৈরি হলে আমরা শুটিং শুরু করব।– র‍্যাচেলের বিপরীতে নায়কের ভূমিকায় যে অভিনয় করবে তার সঙ্গে র‍্যাচেলের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হোল। কেভিন

ওয়েবস্টার। একটু পরে শুটিং শুরু হল। র‍্যাচেল নায়কের দিকে তাকিয়ে বলল–আজ সকালে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আমি উকিলের সঙ্গে কথা বলেছি।–আমি সে কথা শুনেছি। তবে তার আগে আমার সঙ্গে কথা বলা কি তোমার উচিত ছিল না?–বছর খানেক আগেই তো তোমায় সঙ্গে কথা বলেছি জেফ। তুমি তখন কান দাওনি।–কাট। ওর নাম ক্লিফ। জেফ নয়।–দুঃখিত।– ঠিক আছে আর একবার শুটিং শুরু করা যাক।

র‍্যাচেল শুটিং-এর পরে ভাবল তার আর জেফ-এর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকার কোন মানে হয় না। কদাচিৎ তারা একসঙ্গে থাকে।

এখন অসুস্থ র‍্যাচেল ভাবল আমি ভুল করেছি বিবাহবিচ্ছেদ করে।

নকল হাতটা দেবার সময় ডাক্তার ড্যানাকে বলল,–শারীরিক এবং মনস্তত্ব উভয় দিক দিয়েই এটা ব্যবহার করা কঠিন। ফেনালকে বোঝাতে হবে এটা দেহেরই একটা অঙ্গ। এতে অভ্যস্ত হতে দুতিন মাস সময় লাগবে।

পরের দিন সকালে হাতটা না লাগিয়েই ফেনাল স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে দেখে ড্যানা বলল–ফেনাল তোমার হাতটা কোথায়?–

–ওটা একটা তামাশা। ওটা আমি লাগাব না।

–ওটা তোমাকে পরতেই হবে। ওটার সুযোগ তোমাকে নিতেই হবে।–

ড্যানা আবার গোয়ন্দা মার্কাস আব্রাহামের সঙ্গে দেখা করতে গেল। অটোপসি রিপোর্টের ফলাফল জানতে।

–জোয়ান সিনিসির অটোপসি রিপোর্টে মদ বা ড্রাগের কোন সন্ধান মেলেনি। তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছেন।–

ড্যানা এবার গোয়েন্দা ফোনিক্স উইলসনের অফিসে গেল।

–নতুন কোন খবর নেই গ্যারি উইনথ্রপের খুনের ব্যাপারে। পেন্টিংগুলোরও খোঁজ পাইনি।– চোরেরা একেবারে হাত ধুয়ে মুছে বসে আছে। শিল্পীসামগ্রীর চোর খুব বেশি নেই। তবে এদের মোটিভ সাধারণত অন্য অপরাধীদের মত হয়ে থাকে। কিন্তু এদের মোটিভ একেবারে আলাদা।–কিভাবে?–শিল্প সামগ্রীর চোরেরা কখনও নিরস্ত্র মানুষকে খুন করে না। তোমার কি এই কেসে আগ্রহ আছে?–

না-স্রেফ কৌতূহল।– ড্যানা মিথ্যে বলল।

নির্ধারিত FRA হেডকোয়ার্টারে জেনারেল বুস্টারের অফিসে মিটিং শেষ হতেই জ্যাক স্টোনকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,–কী ব্যাপার বলো তো ড্যানা ইভেন্স-এর? একের পর এক কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে।–তার কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। তাই প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। এতে তো দোষের কিছু নেই।–ওকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা কোর।–

ড্যানা যখন পরবর্তী সম্প্রসারণের জন্য তৈরি হচ্ছিল তখন বেকার তাকে বললেন,–FRA থেকে তোমার ব্যাপারে একটা ফোন এসেছিল। তারা চায় তুমি উইনথ্রপের খুনের ব্যাপারে তদন্ত বন্ধ করো।–

ড্যানা বলল,–আমি যে তদন্তে নেমেছি তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি সরে আসব না। কারণ এমন কিছু সরকারী এজেন্সি আছে তারা চায় আমি এই তদন্ত চালিয়ে যাই।

অ্যাসপেন–যেখানে টেলর ও তার স্ত্রী অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান সেখান থেকেই এই রহস্যের শুরু। সেখান থেকে সন্দেহজনক কিছু পেলে সেটা হবে ক্রাইম লাইনে প্রথম লাথি মেরে ফুটবল খেলার মত।–ঠিক আছে এগিয়ে যাও।–

ফ্লোরিডার বাড়িতে স্রেফ একটা ঘর থেকে আর একটা ঘরে পায়চারি করতে করতে সে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তার এত ক্লান্ত হওয়া কবে থেকে যে শুরু হল বুঝতে পারে না। র‍্যাচেল ভাবে সম্ভবত তার ফ্লু হয়েছে। সে মৃদু উষ্ণ গরম জলের টবে স্নান করছিল। তার হাতটা হঠাৎ বুকে গিয়ে পড়ে এবং সেখানে সে একটা পিণ্ড অনুভব করে। সে ভয় পেয়ে যায়। তারপরে নিজেই ভয় কাটাতে চাইল। সে ধূমপান করে না। শরীরের যথেষ্ট যত্ন নেয়। ক্যান্সার তার হতে পারে না। তবু ডাক্তার দেখাতে হবে। ফোন করল র‍্যাচেল বেটি রিকম্যানের মডেল এজেন্সিতে। যে আবার কাজ শুরু করতে চায়। বেটি রিকম্যান জানাল পরবর্তী শুটিং শুক্রবার। পরের সপ্তাহে শুরু হচ্ছে। বিস্তারিত খবর তোমাকে পরে পাঠাচ্ছি।–

পরের দিন বিকেলে ডাঃ গ্রাহাম এলগিনের সঙ্গে দেখা করল র‍্যাচেল। বলল,–আমার ডানদিকের স্তনে ছোট্ট একটা পিণ্ড দেখা দিয়েছে। আমি মাইক্রোসার্জারি করাতে চাই। আমি একজন মডেল। তাই আমার দেহের সৌন্দর্য বজায় রাখা খুব জরুরি।–ঠিক আছে। তবে আগে বায়োপ্সি করে দেখি অপারেশন করতে হবে কিনা।– হসপিটাল গাউন পরিয়ে নার্স র‍্যাচেলকে তৈরি করিয়ে দিল। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করলেন। টিস্যু বার করলেন। বললেন,–এটা ল্যাবরেটরিতে পাঠাতে হবে। কাল সকালে সাইটোলজি রিপোর্টটা পাব।–

পরের দিন সকাল নটায় ডাঃ এলগিন র‍্যাচেলকে ফোন করলেন।–মিস স্টিভেন্স, এইমাত্র সাইটোলজির রিপোর্টটা পেলাম, মনে হয়...–বলুন, নির্দ্বিধায় বলতে পারেন।–আমার মনে হয় আপনার ক্যান্সার হয়েছে।–

জেফ স্পোর্টস কলামের জন্য যখন লিখছে তখন ফোন বেজে উঠল।

–জেফ...– র‍্যাচেল কাঁদছিল।

–কী ব্যাপার...কাঁদছ কেন?

–আমার ব্রেস্ট ক্যানসার হয়েছে।

–সে কী? খুব মারত্মক?

–এখনও জানি না। আমাকে ম্যানোগ্রাম করাতে হবে।

–জেফ তুমি একবার আসবে?

–শোন...আমি বোধহয়...

–স্রেফ একটা দিনের জন্য...

–ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব।–

প্রোডাকশান মিটিং থেকে ফিরে ড্যানা বলল–অলিভিয়া, আমার সকালের বিমানে অ্যাসপেন আর কালোরাডোর টিকিট লাগবে।–

–ঠিক আছে। জেফ তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

–ধন্যবাদ।– ঘরে ঢুকে জেফকে দেখল ড্যানা।

জেফ-এর মুখের অভিব্যক্তি দেখে ড্যানা জিজ্ঞেস করল,–তুমি ঠিক আছ তো?

— দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেফ বলল,–র‍্যাচেলের ব্রেস্টে ক্যানসার হয়েছে।

— ড্যানা দুঃখিত হয়ে বলল,–ও ঠিক হয়ে যাবে তো?–

–ডাক্তার এখনও তা জানাতে পারেনি, র‍্যাচেল বড় নিঃসঙ্গ। খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ড্যানা বলল,–তুমি অবশ্যই ওর কাছে যাবে।–

দুএকদিনের মধ্যেই আমি ফিরে আসব।

— দুঘণ্টা পরে জেফ মিয়ামিগামী বিমানে উঠল।

ড্যানার সমস্যা হল ফেনালকে নিয়ে। কেননা বিশ্বাসযোগ্য লোকের কাছে তাকে না রেখে সে অ্যাসপেনে যেতে পারবে না। পামেলা হাডসনকে ফোন করতেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তিনি হাউসকিপার মেরি রোয়ানি ভ্যালেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

পরদিন সকালে সাতটায় মেরি ভ্যালে এসে হাজির এল। পঞ্চাশ বছর বয়স হবে। ফেনালের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল ড্যানা।

ড্যানাকে ফেনাল জিজ্ঞেস করল,–তুমি তো আবার ফিরে আসবে, তাই না?

— ড্যানা তার পিঠে হাত রেখে বলল,–নিশ্চয়ই।–

স্টুডিওয় ফিরে ড্যানা ডেস্কের ওপর ছোট্ট সুন্দর মোড়ক পড়ে থাকতে দেখল। সেটা খুলল ড্যানা, তাতে একটা সোনার পেন এবং কার্ড। কার্ডে লেখা–প্রিয় ড্যানা, যাত্রা নিরাপদ হোক। দ্য গ্যাং।– ব্যাপারটা চিন্তার। যাই হোক, কার্ডটা সে পার্সে ঢুকিয়ে দিল।

ঠিক তখনই একজন শ্রমিকের সাজে হোয়ারটনের আগের অ্যাপার্টমেন্টে বেল বাজাল। নতুন ভাড়াটে তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। লোকটা এবার ড্যানার অ্যাপার্টমেন্টে গেল। –ম্যাডাম আমাকে তার টেলিভিশন সেটটা মেরামত করবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।–

–আসুন।– মিসেস ভ্যালে তাকে ভেতরে ডাকল।

.

মিয়ামি ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দরে র‍্যাচেল স্টিভেন্সকে দেখে জেফ অবাক হয়ে গেল। এত সুন্দর হয়েছে সে। র‍্যাচেল তাকে জড়িয়ে ধরে বলল–জেফ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য।–এত সুন্দর হয়েছে তুমি। তোমার ক্যান্সার হয়নি,– বলে জেফ একটা লিমুজিন গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। র‍্যাচেল বলল,–তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।– গাড়িতে যেতে যেতে র‍্যাচেল বলল,–ড্যানা কেমন আছে?–

–ঐ আছে একরকম।–আগামী সপ্তাহে অরুবায় আমার শুটিং করবার কথা– র‍্যাচেল বলল। এই অরুবায় তাদের অনেক সুখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এখানে তারা মধুচন্দ্রিমা যাপন করেছিল।

জেফ বলল,–অরুবায় অরানজেস্টার হইবার্গ পাহাড়ের ওপর আমরা মধুচন্দ্রিমা যাপন করেছিলাম তোমার মনে আছে র‍্যাচেল?– র‍্যাচেল বলল,–সেটা ছিল আমাদের কাছে একটা স্বর্গ তাই না?–ঠিক বলেছ।– রাচেল বলল–সকালে আমার ম্যানোগ্রাম করার কথা আছে। তুমি কি তখন আমার সঙ্গে থাকবে :–অবশ্যই।– মিয়ামির টাওয়ার ইমাজিং এ ম্যানোগ্রাম করার ব্যবস্থা । নার্স ব, মিনিট পনেরো সময় লাগবে। রিপোর্ট পেতে আগামীকাল হয়ে যাবে।–

পরদিন অনকোলজিস্ট স্কট ইয়ং-এর কাছে গিয়ে হজির হল জেফ এবং র‍্যাচেল।

ডাক্তার র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে বললেন। –আমি দুঃখিত মিস স্টিভেন্স। আপনার : খুব মারাত্মক ধরনের ব্রেস্ট ক্যানসার হয়েছে। এখনই অপারেশন দরকার।– জেফ চেঁচিয়ে

উঠল–ওফ, না। এ হতে পারে না। আচ্ছা ডাক্তারবাবু অন্য কোন উপায় আপনি জানেন না অপারেশন ছাড়া?– নম্রভাবে ডাক্তার বললেন,–রোগটা অনেক বেড়ে গেছে। তা আর সম্ভব নয়।– র‍্যাচেল বলল,–তা আমি পারব না। আগামী সপ্তাহে অরুবায় শুটিং আছে।–

জেফ বলল–ডাঃ ইয়ং, আপনি কবে অপারেশন করতে চান?–যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।–

র‍্যাচেল বলল,–আর একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।–

–নিশ্চয়ই।– অন্য চিকিৎসক ডাঃ অ্যারন ক্যামেরন বললেন,–আমি ডাঃ ইয়ং-এর সঙ্গে একমত। তাড়াতাড়ি অপারেশন করিয়ে নেওয়াই ভাল।–

র‍্যাচেল বলল,–আপনারা যখন তাই বলছেন তবে তাই হোক।– ডাঃ ইয়ংকে র‍্যাচেল বলল,–আমি অপারেশন করাতে রাজি।– ডাঃ ইয়ং বললেন, আপনি ইচ্ছে করলে প্লাস্টিক সার্জনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আপনার স্তন পুনর্গঠনের ব্যাপারে তার সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন।

.

ম্যাট বেকারের অফিসে ইলিয়ট ক্রমওয়েল এসে হাজির হলেন। বললেন,–আজ রাতে ড্যানা দূরদর্শনে খবর সম্প্রচার করছে না?–হ্যাঁ, সে এখন অ্যাসপেনে।–উইনথ্রপের খুনের ব্যাপারে কতটা সে অগ্রসর হতে পারল জানাবেন। আমি আগ্রহী।–

বিমান থেকে নেমে কার রেন্টাল কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল ড্যানা। টার্মিনালের ভেতরে তখন ডাঃ কার্ল র‍্যামসে কাউন্টারের পেছনে একজন ক্লার্ককে বলছিলেন, কিন্তু এক সপ্তাহ আগে আমি সে গাড়ি বুক করেছিলাম।– ক্লার্ক বললেন–সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেছে। এখন আমাদের হাতে একটাও গাড়ি নেই।– ডাক্তার গজগজ করতে করতে বাইরে বেরিয়ে এল। ঠিক সেই সময় এয়ারপোর্ট লবির রেন্টাল ডেস্কের দিকে ড্যানা এগিয়ে গেল। বলল,–আমার একটা গাড়ি বুক করা ছিল।– ক্লার্ক বলল,–আমরা আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। গাড়ির চাবি তাকে দিয়ে বলল, এটা সাদা লেক্সাস গাড়ি, পার্ক করা আছে।–ধন্যবাদ। লিটল নেল হোটেলে কীভাবে যাব?–টাউনের ঠিক মাঝখানে। ৬৭৫ নম্বর ইস্ট ডুরান্ট অ্যাভিনিউ, আপনি সেখানে আরামে থাকবেন।–ধন্যবাদ।– ক্লার্ক ড্যানার চলে যাবার দৃশ্য নিরীক্ষণ করল।

হোটেলটা ভাল। হোটেলের পিছনে চিত্রবৎ অ্যাসপেন পাহাড়। চব্বিশ ঘন্টা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। জানালা দিয়ে বরফ পড়ার দৃশ্য চোখে পড়ে। অতিথিরা স্কী পোশাকে বসে রয়েছে।

ড্যানা ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করল,–টেলর উইনথ্রপের বাড়িটা কোথায়?– ক্লার্ক বিস্মিত হয়ে বলল, সেটা তো আগুনে পুড়ে গেছে।–

–জানি। আমি শুধু জায়গাটা দেখতে চাই।

–সেটা কানিড্রাম ক্রীক ভ্যালির পূর্বদিকে।

–ধন্যবাদ।– ড্যানা তার গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

কননিড্রাম ক্রীক ভ্যালিতে টেলর উইনথ্রপের বাড়ির চারপাশটা ন্যাশনাল ফরেস্টের জমি দিয়ে ঘেরা। বাড়িটা একতলা। নিরিবিলি পরিবেশ। নদীর খাঁড়ি রয়েছে। চমৎকার জায়গা। ড্যানা জায়গাটার চারদিক ঘুরে দেখল। কিন্তু প্রশ্ন হল সেই বাড়িটা থেকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উইনথ্রপ দম্পতি পালিয়ে আসতে পারেন নি। ড্যানা ফায়ার স্টেশনে গেল। বছর তিরিশ বয়সের দীর্ঘদেহী তামাটে রঙের মল্লবীরের মত চেহারার একটি লোক এগিয়ে এল। ড্যানা তাকে বলল,–টেলর উইনথ্রপের বাড়ি পুড়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমি কিছু জানতে চাই।–

–সে প্রায় এক বছর আগের ঘটনা। মাঝরাতে বোধহয় তিনটের সময় আমরা খবর পাই। আমাদের দমকলবাহিনী গিয়েও কিছু করতে পারেনি। তবে আগুন নেভানোর পরে আমরা দুটি মৃতদেহ সেখানে পড়ে থাকতে দেখি।–আগুন কী কারণে লেগেছিল?–

–বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য। আগুন লাগার আগের দিন একজন ইলেকট্রিসিয়ানকে ডাকা হয়েছিল।–কী ধরনের সমস্যা হয়েছিল বলে মনে হয়?–

–ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমে কোন সমস্যা দেখা দিয়ে থাকতে পারে।–যে ইলেট্রিসিয়ান সেখানে গিয়েছিল তার নাম কী?–আমি জানি না। তবে পুলিশ রেকর্ডে তার নাম আছে।–

–ধন্যবাদ।– লোকটি এবার কৌতূহলী হয়ে বলল,–এ ব্যপারে আপনার এত আগ্রহ। কেন?—

ড্যানা বলল,–সারা দেশে স্কী রিসর্টে আগুন লাগার ব্যাপারে আমি একটা প্রবন্ধ লিখছি।–

ড্যান, এবার অ্যাসপেন পুলিশ স্টেশনে গিয়ে হাজির হল। সেখানে অফিসার টার্নার বললেন,–আপনি তো টিভি লেডি ড্যানা ইভান্স।–

–হ্যাঁ।–আমি ক্যাপ্টেন টার্নার। বলুন কী দরকার?–

টেলর উইনথ্রপের বাড়ির আগুনের ব্যাপারে আমার খুব কৌতূহল। –এখানকার গ্রামবাসীরা দৃশ্যটা মনে করলে এখনও কেঁপে ওঠে।–

–শুনেছি বৈদ্যুতিক সমস্যার দরুন আগুনটা লেগেছিল?–হ্যাঁ।–অন্য কেউ আগুন লাগায়নি তো?–অন্য কেউ নয়। বৈদ্যুতিক সমস্যার জন্যই আগুন লেগেছিল।–আগুন লাগার আগের দিন যে ইলেকট্রিসিয়ান সেখানে গিয়েছিল তার নাম কী?–

রেকর্ড ঘেঁটে টার্নার বললেন,–বিল কেলি। আল লারগন ইলেকট্রিক্যাল কোম্পনি।–ধন্যবাদ।–ওটা এই রাস্তারই একেবারে শেষ প্রান্তে।–অনেক ধন্যবাদ।–এ আমার সৌভাগ্য।–

ড্যানা পুলিশ স্টেশন থেকে বেরোতেই একটা লোক সেলফোনে কথা বলতে লাগল রাস্তার উল্টো দিকে। ড্যানা সেই কোম্পানিতে গিয়ে বিল কেলির খোঁজ করতেই ডেস্কে বসে থাকা লোকটি জানাল–এক বছর হল বিল কেলি নিরুদ্দেশ।– ড্যানা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল–ঠিক কবে থেকে সে নিরুদ্দেশ?–

–যেদিন উইনথ্রপের বাড়িতে আগুন লাগে সেদিনই সকাল থেকে সে নিরুদ্দেশ।– ড্যানার শরীরে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল।

দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে এক প্রান্তের একটা দ্বীপে একদিন সারা সকাল জেট বিমান নামার শব্দে মুখর হয়ে উঠল। এখন মিটিং-এর সময়, কুড়িজন অংশগ্রহণকারী কড়া প্রহরায় সদ্য নির্মিত একটা বিল্ডিং-এর কাঠামোয় বসে আছে। স্পিকার ঘরের সামনে এল। –সুস্বাগতম। এখানে আমাদের কাজ শুরু করবার আগে দেখা যাচ্ছে যে একটা সমস্যা উদ্ভুত হয়েছে। একজন বিশ্বাসঘাতক রয়েছে যে আমাদের সব কিছু প্রকাশ করে দিতে চায়। আমি আশা করি তাকে খুব শিগগির ধরতে পারব। আর তাকে উপযুক্ত শাস্তিও দেওয়া হবে। এখন আমরা আমাদের ডাক শুরু করি। ষোলটা জিনিস রয়েছে। দুই বিলিয়ন ডলার দিয়ে শুরু করা যাক। দুই...–আমি ডাক দিচ্ছি তিন...–।

.

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে ড্যানা হাউসকীপার মিসেস ভ্যালির কাছে খবর পেল ফেনাল কোন অবাধ্যতা করেনি। ড্যানা শুনে খুব খুশি হল। শুতে যাবার সময় জেফ-এর ফোন এল। –তোমাকে ছাড়া এতদিন যে আমি কি কষ্ট পেয়েছি।–আমিও কষ্ট পেয়েছি জেফ। তুমি এখন ফ্লোরিডায় তো?–হা কাল র‍্যাচেলের ব্রেস্ট অপারেশন হবে।–আমি দুঃখিত।– ফেনালের খবর কী?–সে এখন নকল হাত লাগিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। নতুন হাউসকীপারকে তার খুব পছন্দ হয়েছে।–খুব ভাল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা মিলিত হতে চাই।– আমিও, তবে এখন তোমার র‍্যাচেলের কাছে থাকা উচিত। শুভরাত্রি।–শুভরাত্রি। তুমি নিজের যত্ন নিও।–

ড্যানা পরেরদিন ম্যাট-এর অফিসে গেল, অ্যাসপেন থেকে যা দেখে এসেছে তা বলবার জন্য। ম্যাট অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়েছিলেন। ড্যানা বলল,–আগুন লাগার পরের দিনই ইকেট্রিসিয়ান লোকটা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। সে উইনথ্রপের বাড়িতে আগুন লাগার আগের দিন সেখানে ছিল।

ম্যাট বললেন,–এ যেন ওয়ান্ডারল্যান্ড অ্যালিসের মত।–ম্যাট, উইনথ্রপ পরিবারের পরবর্তী বংশধর পল এরপর নিহত হল মোটর দুর্ঘটনায়। আমি সেখানে গিয়ে দেখতে চাই কোন প্রত্যক্ষদর্শী আছে কিনা?–

–ঠিক। ইলিয়ট ক্রমওয়েল তোমাকে সাবধানে থাকতে বলেছেন।–তাহলে আমাদের দুজনেরই সাবধানে থাকতে হবে।– ড্যানা তার আনা উপহার ফেনাল স্কুল থেকে ফিরলে তাকে দিল। বলল,–আমাকে আবার কিছুদিনের জন্য বাইরে যেতে হবে।–

–যাও।– ফেনাল অনেক শান্ত হয়ে গেছে। ড্যানা তার কাছে স্কুলের কথা জানতে চাইল। স্কুল তার পছন্দ। তার নতুন হাতটা ছেলেরা ভাল বলেই মনে করে। লিজি বলে একটি মেয়েকে তার ভাল লাগে।

–লিজিও কি তোমাকে পছন্দ করে?—

হ্যাঁ।– অস্ফুটে বলে ফেনাল।

ফেনাল কত বড় হয়ে গেল। ড্যানা ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে গিয়ে মিসেস ভ্যালিকে বলল,–ফেনালের এই পরিবর্তন আমায় যে কতখানি আনন্দ দিয়েছে তা বোঝাতে পারব না।–এ আপনার অনুগ্রহ। ফেনালকে আমি আমার নিজের ছেলের মতই দেখি।–ধন্যবাদ।

ড্যানা মাঝরাত পর্যন্ত জেফ-এর ফোনের আশায় রইল। ওদিকে পাশের অ্যাপার্টমেন্টের লোকটি রিপোর্ট করল,–সব শান্ত।–

ড্যানার সেলফোনটা বেজে উঠল।

জেফ ফ্লোরিডা থেকে ফোন করছে। –র‍্যাচেলের অপারেশন হয়ে গেছে। তবে আরও কিছু পরীক্ষা বাকি। তাই আমি ওর কাছে আরও কিছুদিন থাকতে চাই। তোমার মত আছে তো?–

–কি বলছ জেফ! তুমি নিশ্চয়ই এখন র‍্যাচেলের কাছে থাকবে।–

তোমার তদন্ত কতদূর এগোল?–

জেফকে বলতে গিয়েও বলল না যে তদন্ত অনেকটাই এগিয়েছে। শুধু বলল,–এখানে সব শান্ত।–

–ফেনালকে আমার ভালবাসা জানিও। আর তোমার জন্য রইল অনেক অনেক ভালবাসা।–

জেফ রিসিভার নামিয়ে রাখতেই একজন নার্স এসে বলল,–ডাঃ ইয়ং আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।– জেফকে দেখে ডাঃ ইয়ং বললেন–অপারেশন ভালই হয়েছে। ওঁর এখন আবেগপূর্ণ সমর্থন প্রয়োজন। ওঁকে বোঝাতে হবে আর পাঁচটা মেয়ের মতই উনি স্বাভাবিক। এরপর যখন রেডিয়েশন চিকিৎসা শুরু হবে তখন ওঁর ভয় ও হতাশা আরও বেড়ে যাবে। ওঁর যত্ন নেবার মত কেউ কী আছে?–

–আমি আছি।– জেফ বলল।

–ড্যানা এবার ফ্রান্সে যাচ্ছে। নাইসগামী এয়ার ফ্রান্স ফ্লাইটে সে উঠেছে। তবুও নিশ্চিত হতে সে পাশের লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, এটা তো নাইস ফ্লাইট? –হ্যাঁ।–এই আমার প্রথম যাওয়া।–তাহলে বেড়াতে যাচ্ছেন? এটা একটা ঐন্দ্রজালিক দেশ। ঘুরিয়ে দেখানোর মত কোন বন্ধু আছে সেখানে?– না। আমার স্বামী আর তিন সন্তানের কাছে যাচ্ছি। ড্যানা মিথ্যে কথা বলল। ড্যানা বিবাহিতা জেনে লোকটি আর আগ্রহ দেখাল না। লোকটি ম্যাগাজিন পড়তে লাগল। ড্যানা কমপিউটারে চোখ রাখেন। সেখানে মোটর দুর্ঘটনায় নিহত পল উইনগ্রুপের একটা ছবি ছিল। –রেসিং কার।–

নাইস এয়ারপোর্টে নেমে ড্যানা প্রথমেই কার রেন্টাল অফিস থেকে তার বুক করা গাড়ি আর দক্ষিণ ফ্রান্সের ম্যাপ সংগ্রহ করে বেরিয়ে এল। অফিস ক্লার্ক তার যাওয়ার রাস্তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

WNT-এর এক্সিকিউটিভ টাওয়ারে ইলিয়ট ক্রমওয়েল বলছিলেন,–ড্যানা এখন কোথায়?–

–ফ্রান্সে।– ম্যাট বললেন।

–তার কি কোন অগ্রগতি হয়েছে?–এত তাড়াতাড়ি?

–আমি তার জন্য চিন্তিত। এত ঘোরাঘুরি করাটা বিপজ্জনক।–

বিউশোলেইলের উত্তরে রকব্রুন ক্যাম্প মার্টিনে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল। সামনেই একটা রিসর্ট থেকে ভূমধ্যসাগর দেখা যায়। ড্যানা গ্রামের দিকে এগিয়ে গেল। ভাবল কোন পথ দিয়ে এবং কেন পল উইনথ্রপ এখানে এসেছিলেন। রকব্রুন ক্যাম্প মার্টিন মধ্যযুগীয় একটা গ্রাম। সেখানে প্রাচীন প্রাসাদ, গির্জা, ঐতিহাসিক গুহা এবং বিলাসবহুল ভিলা ছিল প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মাঝে। ড্যানা তার গাড়িটা পার্ক করে একজন পথচারীর কাছ থেকে পুলিশ স্টেশনের হদিশ জেনে নেয়।

পুলিশ স্টেশনটা জরাজীর্ণ। সে ঢুকে একজন পুলিশকর্মীকে বলল,–আমি এখানকার ইনচার্জের সঙ্গে কথা বলতে চাই।–

লোকটি বিহ্বলভাবে তাকাল। তারপর হেসে উঠে বলল,–কমান্ডার ফ্রেসিয়ারের সঙ্গে? এক মিনিট।– ফোনে কার সঙ্গে কথা বলল। তারপরে ড্যানার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল– ওই ঘরে যান।– হাত দিয়ে ঘরটি দেখিয়ে দিল সে।

ফ্রেসিয়ার একজন কর্মতৎপর মানুষ। ড্যানা ঘরে ঢুকে বলল,–শুভ অপরাহ্ন।–

–শুভ অপরাহ্ন। বলুন।–আমি ড্যানা ইভান্স। ওয়াশিংটনের WTN স্টেশনের জন্য আমি উইনথ্রপ পরিবারের একটা কাহিনী তৈরি করছি। শুনেছি পল উইনথ্রপ এখানে নিহত হন।–

–সে এক ভয়ংকর ঘটনা। পাহাড়ি অঞ্চলে সাবধানে গাড়ি চালানো উচিত। সেদিন এখানে আদৌ কোন রেসই ছিল না। আমি সেদিন ডিউটিতে ছিলাম।–

–মিঃ উইনথ্রপ কি গাড়িতে একা ছিলেন?

–হ্যাঁ।

–ওঁর অটোপসিতে কি অ্যালকোহল বা ড্রাগের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল?

–না, কিছুই পাওয়া যায়নি।

–সেদিন আবহাওয়া কেমন ছিল?

–বৃষ্টি হচ্ছিল।

–কোন সাক্ষী নিশ্চয়ই ছিল না?

–হ্যাঁ ছিল। উইনথ্রপের গাড়ির ঠিক পিছনেই সে গাড়ি চালাচ্ছিল।

— ড্যানা উত্তেজিত হয়ে বলল,–আপনি তার ঠিকানাটা আমায় দিতে পারেন?

–নিশ্চয়ই।–

সে সহকারীকে ডাকল। সহকারী আলেকজান্ডার এল। –উইনথ্রপের দুর্ঘটনার কেস ফাইলটা নিয়ে এসো তো।– ড্যানাকে বলল ফ্রেসিয়ার–আপনি কি একা?–না, আমার স্বামী আর ছেলেমেয়েরা আছে। একটু পরেই কাগজের শিট নিয়ে ফিরে এল আলেকজান্ডার। ফ্রেসিয়ার ড্যানাকে বলল,–সাক্ষী একজন আমেরিকার ট্যুরিস্ট। নাম র‍্যালফ বেঞ্জামিন। একটা কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে পল গাড়ির স্টিয়ারিং অন্যত্র ঘুরিয়ে দেন ফলে তাঁর গাড়িটা খাদে পড়ে যায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মারা যান।–,

ড্যানা বলে,–বেঞ্জামিনের ঠিকানা জানেন?

–হ্যাঁ, আমেরিকার রিচফিল্ড, উটাহ-তে সে থাকে। ৪২০ নম্বর টার্ফ স্টিটে।– কাগজে ঠিকানা লিখে সে ড্যানার হাতে তুলে দিল। ড্যানা ধন্যবাদ জানাল। ড্যানার বিয়ের আংটি পরা হাতের আঙুলের দিকে তাকিয়ে সে বলল,–আপনার স্বামীকে হ্যালো বলবেন।–

ড্যানা ফোন করল ম্যাটকে। বলল–পল উইনথ্রপের দুর্ঘটনার একজন সাক্ষীর সন্ধান পেয়ে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।–

–সে তো খুব ভাল কথা। এদিকে জেফ তার প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে ফ্লোরিডায় আছে।– এভাবে দীর্ঘদিন বাইরে থাকলে আমি তাকে ছুটি নিতে বলব।–

কিন্তু মেয়েটি খুবই অসুস্থ।–

–থাক। তোমার শুভ কামনা করি।

–ধন্যবাদ ম্যাট।–

মনরো পর্বতমালার মাঝে একটা আরামদায়ক বসত বাড়ির টাউন এই রিফিল্ড উটাহ। একটা ফিলিং স্টেশনের সামনে গাড়ি থামাল ড্যানা এবং বেঞ্জামিনের বাড়ির ঠিকানা খুঁজে বার করল। তার বাড়িটা একতলা। দরজা খোলা। একজন মাঝবয়সী সাদা চুলের মহিলা দাঁড়িয়েছিল দরজার ওপারে। তার পরনে ছিল অ্যাপ্রন। ড্যানা বলল,–আমি র‍্যালফ বেঞ্জামিনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।–উনি কি আপনাকে আশা করছেন?–না এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। তাই ভাবলাম একবার দেখা করে যাই।– র‍্যালফের ঘরে ড্যানাকে নিয়ে গিয়ে মহিলাটি বলল,–র‍্যালফ, একজন মহিলা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।–

র‍্যালফ তার রকিং চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ড্যানার দিকে এগিয়ে গেল। বলল,–হ্যালো, আমি কি আপনাকে জানি?–

ড্যানা হতবাক হয়ে দেখল র‍্যালফ বেঞ্জামিন অন্ধ। পরে জেনেছে সে নাকি জন্মান্ধ।

কনফারেন্স রুমে

WTN-এর কনফারেন্স রুমে তখন ড্যানা আর ম্যাট বেকারের আলোচনা চলছিল। ড্যানা বলল,–র‍্যালফ বেঞ্জামিন বলছিল তার ছেলের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ফ্রান্সে গিয়েছিল। একদিন হোটেল রুম থেকে তার ব্রিফকেসটা উধাও হয়ে যায়। পরের দিন আবার সেটা পাওয়া যায়। কিন্তু পাসপোর্টটা উধাও। এর থেকে বোঝা যায় যে লোকটা সেটা চুরি করেছিল সেই বেঞ্জামিনের পরিচয় দেখিয়ে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেছিল পল উইনথ্রপের দুর্ঘটনার একমাত্র সাক্ষী সে। আসলে সেই পলকে খুন করেছিল।–

ম্যাট বলল,–ড্যানা, ঐ ব্যাপারে পুলিশকে জানানোর এটাই উপযুক্ত সময়। তোমার অনুমান সঠিক হলে আমরা এমন একজন লোকের সন্ধান করব যে ছটি খুন করছে। তোমাকে আমি তার সপ্তম শিকার হতে দিতে চাই না। ড্যানা বলে,–আমি এখনই পুলিশকে জড়াতে চাই না। আমার কাছে তো কোন প্রমাণ নেই।–

–তোমার পরবর্তী পদক্ষেপ কী?

–জুলি উইনথ্রপের জীবনে কী ঘটেছিল তা বার করা।

অপারেশন সফল। র‍্যাচেল ধীরে ধীরে চোখ মেলল। জেফ এর দিকে তাকিয়ে ঝাপসা চোখে বলল,–আমি আমার শরীরের মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে ফেললাম। আমি এখন নারী নই। পুরুষের ভালবাসা আর আমি পাব না।–

র‍্যাচেল, তোমার বুক দেখে আমি তোমায় বিয়ে করিনি। তোমার একটু ছোঁয়া, একটু উষ্ণতা পাবার জন্য তোমায় বিয়ে করেছি।–

–আমার ইচ্ছে–.. র‍্যাচেল ওর বুকের দিকে তাকাতে গিয়ে সংকুচিত হয়ে উঠল। –এখন এসব কথা থাক র‍্যাচেল।– জেফ বলল। –কিন্তু...– জেফ এর একটা হাত আঁকড়ে ধরে র‍্যাচেল বলল, আমি এখন একলা থাকতে পারব না। তুমি আমায় ছেড়ে যেও না।–কিন্তু র‍্যাচেল আমার যে...– একজন নার্স এসে জেফকে তাগাদা দিল। জেফ-এর হাত ছাড়তে চাইল না র‍্যাচেল। আমাকে ছেড়ে তুমি যেও না।–আমি আবার ফিরে আসব।–

সেদিন সন্ধ্যায় ড্যানার সেলফোন বেজে উঠল। জেফ-এর ফোন, তার কণ্ঠস্বর শুনে ড্যানা রোমাঞ্চ বোধ করল। জেফ বলল,–কেমন আছ?–ভালই। র‍্যাচেল কেমন আছে?–অপারেশন তো ভালই হয়েছে, কিন্তু ও এখন হতাশায় ভুগছে। ভাবছে ও ফুরিয়ে গেছে।–

–কিন্তু একটি মেয়ের স্তন দিয়ে সৌন্দর্য বিচার করা হয় না এটা ওকে বুঝতে হবে।–কিন্তু ড্যানা র‍্যাচেল তো মডেল। পনেরো বছর বয়স থেকেই ও পুরুষদের চোখে দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে। ওর কেমোথেরাপি চিকিৎসারও দরকার আছে। তাই ভাবছি আরও কিছুদিন ওর কাছে থেকে যাব। তোমাকে মিস করছি।–আমিও, তোমার খ্রিস্টমাস উপহার রেখে দিয়েছি।–

–তোমার তদন্তের কি খবর?–

–কিছু কাজ বাকি আছে।–ঠিক আছে। তোমার সেলফোনের সুইচটা অন রেখ। তোমায় কিছু অশালীন গোপন কথা বলব।– ড্যানা হাসল,–ঠিকতো?–হ্যাঁ, ঠিক। নিজের যত্ন নিও।–তুমিও নিও।–

রান্নাঘরে গিয়ে দেখল ফেনাল খেতে খেতে মিসেস ড্যালির রান্নার প্রশংসা করছে। অথচ কয়েকদিন আগেও খারাপ রান্নার মিথ্যে অজুহাত দিয়ে ফেনাল না খেয়ে উঠে গেছে। ড্যানা খাবার টেবিলের সামনে বসে ফেনালের হাত ধরে বলল,–আমাকে আবার বাইরে যেতে হবে ফেনাল।–বেশ তো– কেমন যেন ঈর্ষাকাতর শোনায় ফেনালের গলা। মিসেস ড্যালি জানতে চাইল সে কোথায় যাচ্ছে? –আলাস্কায়।–ওখানকার ধূসর রঙের উল্লুকদের ওপর নজর রাখবেন।–

ওয়াশিংটন থেকে আলাস্কার জুনেউ বিমানবন্দরে পৌঁছতে নয় ঘণ্টা সময় লাগল। কার রেন্টাল কাউন্টারের দিকে এগোল ড্যানা। –আমার নাম মিস ইভান্স। আমি...—

হ্যাঁ। আপনার জন্য ল্যান্ড রোভার রেখে দিয়েছি। স্টনা টেম। সই করুন এখানে।– ক্লার্ক তার হাতে গাড়ির চাবিটা দিতেই ড্যানা বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে দশ নম্বর স্টলে এসে দাঁড়াল। একটা লোক সাদা রঙের টেলপাইপে কাজ করছিল। বলল,–টেলপাইপটা আলগা হয়ে গিয়েছিল, তাই ঠিক করে দিলাম।–

–ধন্যবাদ।– লোকটা দেখল সে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। একটা সরকারি বিল্ডিং-এর বেসমেন্ট-এ একটি লোক কম্পিউটারে একটা ডিজিটাল ম্যাপের ওপর দৃষ্টি ফেলে

রেখেছিল। সে একটা সাদা ল্যান্ডরোভারকে ডান দিকে মোড় নিতে দেখল। তারপরেই সে বলল,–স্টার হিলের দিকে গেল।–

ড্যানার কাছে জুনেউ শহরটা বিরাট মনে হলেও আসলে শহরটা খুবই ছোট। শহরের কেন্দ্রবিন্দু ওয়াটার ফ্রন্টে একটা জনপ্রিয় হোটেলে সে উঠল। হোটেলের ডেস্কম্যান বলল এখন স্কীহং-এর মরশুম চলছে। স্কী-শপ থেকে পেয়ে যাবেন স্কী। ড্যানা স্কী শপে গেল। দোকানের ক্লার্কটি উৎসাহিত হয়ে তাকে স্কী দেখাতে লাগল। কিন্তু ড্যানার মধ্যে কোন উৎসাহ না দেখে নিরাশ হয়ে গেল। ড্যানা বলল,–আমি কিছু খবরের জন্য এসেছিলাম। জুলি উইনথ্রপ কি এখান থেকে স্কী কিনেছিলেন?—

দোকানদার গভীরভাবে ড্যানাকে নিরীক্ষণ করে বলল,–হ্যাঁ, ভোলান্ট টাই পাওয়ারের স্কী বেশি পছন্দ করতেন তিনি। ঈগলক্রেস্টে সেদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়।–

–মিস উইনথ্রপ কি ভাল স্কীয়ার ছিলেন?

–সবচেয়ে ভাল। উনি অনেক পুরস্কারও পেয়েছিলেন?

–উনি কি একা এসেছিলেন?–একাই তো আসতেন। ঐ দুর্ঘটনা যেন অবিশ্বাস্য।–

ওয়াটার ফ্রন্টে ড্যানার হোটেল থেকে দুটো ব্লক পরেই জুনেউ পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। অফিসের সব আসবাবপত্রের রং নীল। কার্পেটও নীল। ড্যানা ঢুকতেই একজন ইউনিফর্ম : পরিহিত অফিসার বললেন,–আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?–

–জুলি উইনথ্রপের মৃত্যুর ব্যাপারে আমি কিছু খবর জানতে চাই।

— লোকটি ভুরু কুঁচকে বলল,–আপনি যার খোঁজ করছেন তার নাম ব্রস বাওলার। সী ডগ রেস্কিউ-এর প্রধান। উপরতলায় তার অফিস। এখন সে হোয়াফের হ্যাঁঙ্গারে। সেটা দুটো ব্লক পরে মেরিনওয়ের ওপরে।–ধন্যবাদ।– হোয়াফের হ্যাঁঙ্গার একটা ভিড়ে ঠাসা রেস্তোরাঁ। ড্যানা হোস্টেসের কাছে ব্রুস বাওয়ারের খোঁজ চাইল। –ঐ তো সামনের টেবিলে।–

ব্রুস চল্লিশোর্ধ বয়সের সুদর্শন পুরুষ।

ড্যানা তার কাছে গিয়ে বলল–আপনিই তো মিঃ বাওলার?–হা।–আমি ড্যানা ইভান্স। জুলি উইনথ্রপের মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।–

–বেশ। আপনার মধ্যাহ্নভোজ সারা হয়ে গেছে?–

–না।–একসঙ্গে খাই না আমরা?–বেশ।– ড্যানা খাবারের অর্ডার দিল। বলল,–জুলির মৃত্যু যে দুর্ঘটনা নয় এমনটি ভাববার কি কোন কারণ আছে?– মানে তিনি আত্মহত্যা করেছেন?– না, আমার মনে হয় তাকে খুন করা হয়েছে।–

ব্রুস বলল,–এ হতেই পারে না। এটা একটা দুর্ঘটনা।–

–ঠিক আছে। সেদিন কী ঘটেছিল?–

–এখানে তিন ধরনের ঢালু জায়গা আছে। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য মাস্কেজ ডলি ভার্ডেন এবং সোরোফ। সবচেয়ে কঠিন হল সুইস বক্স, মাদার লোড, সানড্যান্স। টাফ হল ইনসেন। প্রুস সংকীর্ণ ঢালুপথ, হ্যাং টেন, তারপর রয়েছে ভয়ংকর ঢালু পথ, সেটাই সবচেয়ে কঠিন।– আর জুলি সেটাই করছিলেন। তার মানে তিনি একজন দক্ষ স্কীয়ার ছিলেন?–

–অবশ্যই। সেজন্যই প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল চারটে থেকে নটা পর্যন্ত নৈশ স্কইং করার ব্যবস্থা ছিল। সবাই ফিরে এলেও জুলি ফেরেনি। আমরা তার খোঁজ করতে গিয়ে ঢালু জায়গার একেবারে নীচে তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখি। একটা গাছের উপর তিনি আছড়ে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়।–

মানে দুর্ঘটনার সময় তিনি একাই ছিলেন?–

–হ্যাঁ, স্কীইং করার চারপাশে বেড়া দেওয়া ছিল। যারা তা এড়িয়ে স্কীইং করে তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েই তা করে। জুলিও তাই করেছিল।–

–মিঃ বাওলার, কোন স্কীয়ার হরিয়ে গেলে তার খোঁজ করার পদ্ধতিটা কী রকম?–

–আমরা চিরুনি তল্লাশি শুরু করি। প্রথমে নিখোঁজ ব্যক্তির বন্ধু, আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করি, বার-রেস্তোরাঁয় খবর নিই, তারপর অনুসন্ধানকারীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে স্কী স্পটের বিভিন্ন জায়গায় পাঠাবার ব্যবস্থা করি। দুশো তিরিশ একরেরও বেশি। আমরা হেলিকপ্টারও ব্যবহার করি। কারণ বনে জঙ্গলে কেউ হারিয়ে গেলে হেলিকপ্টার

থেকে তাকে দেখা যেতে পারে। ড্যানা বলল,–জুলি উইনথ্রপ তো ঈগলক্রেস্টের একেবারে উপরে কীইং করত?–

ব্রুস সায় দেয়। ড্যানা জানতে চায়, তার মৃতদেহ কী করে পেলেন আপনারা?–

–আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর মেডে তাকে প্রথম দেখে। এই জাতীয় কুকুর বাতাসে মৃত বা মৃতার গন্ধ শুঁকে তা সে যতই দুর্গম হোক্ক না কেন পৌঁছে যায়। তারপরে অ্যাম্বুলেন্সের লোকেরা তার মৃতদেহ বার্টলেট রিজিওন্যাল হসপিটালে নিয়ে যায়।–

–দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটল?–

–তিনি একজন চটপটে ফিটফাট অবন্ধুসুলভ দৈত্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। দৃশ্যটা খুব ভাল নয়।– ড্যানা বলল, ঈগলক্রেস্টের সর্বোচ্চ শিখরটা আমাকে দেখাবার ব্যবস্থা করতে পারেন?–

–নিশ্চয়ই। মধ্যাহ্নভোজের পরে আমি নিয়ে যাব।–

জীপে করে তারা পাহাড়ের তলায় একটা দোতলার লজে এসে পৌঁছাল। ব্রুস বলল, আমরা এখানেই অনুসন্ধান কাজের ছক তৈরির জন্য মিলিত হয়েছিলাম। আমরা সবাই ঈগলক্রেস্টের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গিয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছতেই একটি পরিচিত লোক ব্রুসকে সম্ভাষণ জানাল। –কেউ কি হারিয়ে গেছে ব্রুস?–

–না, আমার এক বান্ধবী মিস ড্যানা ইভান্সকে জায়গাটা দেখাতে এনেছি।–

ড্যানা চারপাশটা দেখতে দেখতে ভাবল স্কীইং করার আগে জুলি কি ঈগল ক্রেস্টের উচ্চ শিখরে গিয়েছিল। আর কেউ কি তাকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল?

তারপর ড্যানা নীচের দিকে তাকিয়েই কেঁপে উঠল। ড্যানাকে নিয়ে নিচে নেমে এল ব্রুস।

হোটেলে ফিরতেই একজন লোক দরজায় নক করল। হ্যালো, মিস ইভান্স, আমি নিকোলাস ভেরডান। জুনেউ এম্পায়ার নিউজপেপারে অফিস থেকে আসছি। আমরা জুলি উইনথ্রপের মৃত্যুর ব্যাপারে একটা কাহিনী তৈরি করতে চাই। সে ব্যাপারে জানতে চাই। আপনি তো এই কেসের তদন্ত করছেন।

ড্যানা সতর্ক হল–না, আমি তদন্ত করছি না। সারা বিশ্বের স্কীইং-এর উপর আমরা একটা প্রদর্শনী করতে চাই। এই জায়গাটায় তাই দেখতে এসেছি।– লোকটি একটু অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল,–তাই বুঝি?–।

সে চলে যেতেই ড্যানা জুনেউ এম্পায়ারকে ফোন করল। –আমি সাংবাদিক নিকোলাস ভেরডানের সঙ্গে কথা বলতে চাই।–

–ওই নামে আমাদের কোন সাংবাদিক নেই।

–তাই বুঝি।

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল ড্যানা। এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে। ব্রুস বাওলার কে ফোন করতেই সে তাকে কোজিলগ-বেড-অ্যান্ড-ব্রেকফাস্ট ইন-এ একটা খালি ঘরের সন্ধান দিল। ক্লার্ক তাকে ম্যাপ ফেলে কোজিলগ দেখিয়েছিল।

সরকারি বিল্ডিং-এর বেসমেন্টে সেই লোকটা কম্পিউটারের ডিজিটাল ম্যাপের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল-এটি হল নগরের কেন্দ্রস্থল, সে এখন পশ্চিমের দিকে এগিয়ে চলেছে।

কোজিলগ নগরের কেন্দ্রস্থল থেকে আধঘণ্টার পথ। ড্যানা বেল টিপতেই বছর তিরিশের সুন্দরী এক মহিলা দরজা খুলল। ড্যানা বলল,–আপনার স্বামী বললেন এখানে একটা ঘর খালি আছে।–

–অবশ্যই আছে। আসুন ভেতরে আসুন।

–আমি জুডি। এখানকার সব রান্নাবান্না আমিই করি।

–চমৎকার।–

জুডি ড্যানাকে তার ঘরটা দেখিয়ে দিল। পরিষ্কার ঘর। ড্যানার পছন্দ হয়ে গেল। আর এক দম্পতি ছিল সেখানে। তারা ড্যানাকে চিনতে পারল না। ড্যানা ভাবল ভালই হল।

মধ্যাহ্নভোজের পর ড্যানা গাড়ি চালিয়ে সাহেবের ক্লিফ হাউস বার-এ গিয়ে ঢুকল। সোনালি চুলের বারটেন্ডার বলল,–স্কীইং করার পক্ষে খুব সুন্দর আবহাওয়া।–কিন্তু এটা খুব বিপজ্জনক খেলা। আমার বন্ধু জুলি উইনথ্রপ স্কী করতে গিয়ে মারা গেছেন।–

–বেচারি এক দুর্ঘটনায়—

কিন্তু দুর্ঘটনা ছিল না। খুন ছিল।

–সে কী, খুন হতেই পারে না।–

কিছুক্ষণ পরে প্রসটেক্টর হোটেলের বারটেন্ডারের সঙ্গে ড্যানা কথা বলছিল।

–স্কীইং-এর পক্ষে খুব চমৎকার আবহাওয়া।–

ড্যানা বলল–কিন্তু বিপজ্জনকও বটে। আমার বন্ধু জুলি উইনথ্রপ স্কীইং করতে গিয়ে নিহত হয়।–

–আমি ওঁকে পছন্দ করতাম। উনি অহংকারী ছিলেন না।

স্কীইং করতে করতে ড্যানা টারমিগান মাউন্টের একেবারে শিখরে চলে গিয়েছে। ঠান্ডা ঝোড়ো বাতাস তার গায়ে বিঁধছে। নীচের দিকে তাকিয়ে তিনি ফিরে যাবার কথা ভাবছিলেন। কে যেন তাকে পেছন থেকে ঠেলা দিল। তখনই গাছে ধাক্কা খাবার ঠিক আগে চেঁচিয়ে ওঠে সে...স্বপ্নটা এই অবধি দেখেই ড্যানার ঘুম ভেঙে যায়। সে কাঁপতে থাকে। ভাবে জুলিকেও কী কেউ এভাবেই ঠেলে দিয়েছিল?

ইলিয়ট ক্রমওয়েল অধৈর্য হয়ে উঠলেন। –জেফ কনর্নাস কবে ফিরে আসবে? ওকে আমাদের খুব দরকার।–খুব শিগগিরই ফিরে আসবে।–

আলাস্কা থেকে ফিরে খ্রিস্টমাসের দিন ফেনালকে সঙ্গে নিয়ে ড্যানা হাডসনদের বাড়িতে পৌঁছলে সিজার তাকে স্বাগত জানাল। মিস্টার এবং মিসেস হাডসন ড্রইংরুমে ছিলেন।

পামেলা হাডসন বললেন,–এই শুভদিনে তোমাদের দেখে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে। ফেনালের হাতটাও চমৎকার হয়েছে।–

মিঃ হাডসন বললেন,–অভিনন্দন ফেনাল।–

ধন্যবাদ মিঃ হাডসন।– রজার হাডসন এবার ড্যানাকে বললেন,–অন্য অতিথিরা আসার আগেই আমি একটা খবর দিতে চাই আপনাকে। আমি আপনাকে বলেছিলাম টেলর উইনথ্রপ বলেছিলেন জনগণের জীবন থেকে অবসর নিতে চাই। কিন্তু এখন শুনছি উইনথ্রপই প্রেসিডেন্টকে চাপ দিয়েছিলেন তাকে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করার জন্য।–

কিন্তু কেন তিনি এমন করতে গেলেন?–

ড্যানা সেই পার্টি উপভোগ করলেও জেফ-এর কথা বার বার মনে হতে লাগল।

বেশ কিছুদিন পর ড্যানা আবার এগারোটার খবর সম্প্রচার করার জন্য স্টুডিওয় ক্যামেরাম্যানের মুখোমুখি হল। তার সহকারী ভাষ্যকার রিচার্ড মেলটন তার সঙ্গে

নিরিবিলিতে বসতে চায়। সে বলে ইলিয়ট ক্রমওয়েল ড্যানার ঘন ঘন দেশের বাইরে যাওয়া পছন্দ করেন না। ড্যানার মাথায় তখন উইনথ্রপ পরিবারের সদস্যদের আকস্মিক মৃত্যুকে ঘিরে চিন্তা।

খবর পড়ার পর ড্যানা স্টুডিও থেকে বেরিয়ে সোজা অফিসে চলে এল। কমপিউটারের সুইচ অন করে সরাসরি ইন্টারনেটে এল। টেলর উইনথ্রপ সম্বন্ধে তথ্য ঘেঁটে সে তার অনুসন্ধান কাজ আবার চালাতে শুরু করে দিল। একটি ওয়েবসাইটে ফরাসি সরকারের অফিসার মার্শেল ফ্যালকন সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া গেল। NATO-র রাষ্ট্রদূত ছিলেন তিনি। তিনি টেলর উইনথ্রপের সঙ্গে একটা বাণিজ্য চুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু মাঝপথে ফ্যালকন সরকারি পদ ছেড়ে দেন। কিন্তু কেন?

ড্যানা পরদিন খুব সকালে তার অফিসে চলে এসে ইন্টারনেটের ওপর মনোনিবেশ করল। দুটি বিষয় তার নজরে এল। প্রথমটি, ইতালির বাণিজ্যমন্ত্রী ভিনসেন্ট ম্যানসিসনো টেলর উইনগ্রুপের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির আলোচনার সময় অস্বাভাবিকভাবে পদত্যাগ করল। তার সহকারী আইভভা ভেল তার পদগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় বিষয় হল ব্রুসেলসে NATO-র বিশেষ পরামর্শদাতা চেয়েছিলেন টেলর উইনথ্রপকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে তার জায়গায় আমেরিকা অন্য কাউকে পাঠাক।

টেলর উইনথ্রপ রাষ্ট্রদূতের পদ ছেড়ে দিলেন। মার্শেল ফ্যালকন এবং ভিনসেন্ট ম্যানসিনো পদত্যাগ করলেন। এই তিনটি ঘটনাই কি পরস্পরের সঙ্গে জড়িত?

ড্যানা এরপর রোমে ইতালিয় নেটওয়ার্কের ডোমিনিক রোমানোকে ফোন করল। বলল সে রোমে যাচ্ছে। রোমানো তাকে স্বাগত জানাল।

ড্যানা এরপর জিন সোনভিলেকে ফোন করল। সে সেলসে রু ডেস চ্যাপেলিয়ার্সে NATOর প্রেস হেডকোয়ার্টারে কাজ করে। ড্যানা তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে বলল।

এরপর, অলিভিয়ার ফোন এল। ম্যাট বেকার ড্যানাকে ডাকছেন।

ড্যানা একটু পরে ম্যাটের অফিসের দিকে রওনা হল।

ম্যাট বললেন,–গতকাল রাত্রে আমি একটা কাহিনী শুনেছি। যা একটা কু হয়ে উঠতে পারে। একজন লোক–নাম ডিয়েটার জ্যান্ডার। ডুসেলডরফের লোক। টেলর উইনথ্রপের সঙ্গে তার ব্যবসা ছিল। তাদের মধ্যে অত্যন্ত ঝগড়া হয় এবং জ্যান্ডার টেলরকে খুনের হুমকি দেয়। তাই মনে হয় এই ব্যাপারটা বিস্তারিত জানা উচিত।–অবশ্যই। আমি চেষ্টা করছি।–

রাস্তায় নেমে ড্যানার হঠাৎ জ্যাক স্টোন এবং FRA-র কথা মনে পড়ে গেল। জ্যাক স্টোনকে সে ব্যক্তিগত সেলফোনে ফোন করল। –আমি ড্যানা ইভান্স বলছি।–বলুন, কী দরকার?– ডুসেলডরফের জ্যান্ডার নামে একটি লোকের ব্যাপারে আমি কিছু খবর জানার চেষ্টা করছি।–তাকে আমরা খুব ভাল করেই জানি। টেলর এবং ডিয়েটার জ্যান্ডার একটা ব্যবসায় দুজনে পার্টনার ছিলেন। স্টক হেরফের করার জন্য জ্যান্ডারের জেল হয়। জেলে থাকাকালীন তার বাড়িতে আগুন লেগে তার স্ত্রী এবং তিন সন্তান মারা যায়। এজন্য।

জ্যান্ডার টেলর উইনথ্রপকেই দায়ী করেছিল।–সে কি এখনও জেলে?–না, গতবছর সে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।–ধন্যবাদ।– ড্যানা ভাবল এখন সে ডুসেলডরফে যাবে।

ডুসেলডরফ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ট্যাক্সির লাইন পড়ে গেছে। ড্যানা ট্যাক্সি নিয়ে ব্রেইডেনপচার হফে গিয়ে পৌঁছাল। পুরনো হলেও সেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোটেল। ডেস্কের পেছনে বসে থাকা ক্লার্ক সহাস্যে ড্যানাকে স্বাগত জানাল।

ড্যানা রেজিস্টারে সই করে ওপরতলায় তার ঘরে চলে গেল। আধঘণ্টা পরে সে কেবল নেটওয়ার্কে ফোন করল। ড্যানা বলল,–স্টিফান আমি এখানে এসে পৌঁছেছি।–আমার যে বিশ্বাসই হচ্ছে না-নৈশভোজ সারবে আমার সঙ্গে?–নিশ্চয়ই?–তাহলে রাত আটটায় ইম স্কিফসেনে যাব।–

ড্যানা পোশাক বদলে তৈরি হচ্ছিল এমন সময় তার সেলফোনটা বেজে উঠল। জেফ এর ফোন। –তুমি এখন কোথায় আছ?–ডুসেলডরফে। এই শহরটা জার্মানিতে। তদন্তের কাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। র‍্যাচেল, কেমন আছে?–কেমোথরাপি খুব যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসা পদ্ধতি। ও খুব কাহিল হয়ে পড়েছে।–

–ও কী তাহলে– ড্যানা কথাটা শেষ করে না।

–এখনই বলা সম্ভব নয়। নিরাময় হতেও পারে।

–জেফ ওকে বোলো আমি ওর জন্য চিন্তিত।

–বলবো। সুইট হার্ট। আমি তোমায় ভালবাসি।

–আমিও তোমায় ভালবাসি, জেফ। বিদায়।–

ডুসেলডরফে ইম স্কিফসেন খুব সুন্দর রেস্তোরাঁ। স্টিফান জুয়েলার ড্যানাকে দেখেই। হাসল। –তুমি এখানে ড্যানা?–

–আমার এক জনের সঙ্গে দেখা করার কথা। ডিয়েটার জ্যান্ডার। তুমি তাকে জান?–

–সবাই তার নাম শুনেছে। একটা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে। পার্টনারের সঙ্গে প্রতারণা করতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং জেল হয়। তার অবশ্য দাবি সে নির্দোষ।–

–সত্যিই কি সে নির্দোষ ছিল?

–টেলর উইনথ্রপ তার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করেন বলে তার দাবি। টেলর উইনথ্রপ একটা দস্তার খনিতে তাকে পার্টনার হিসাবে নেবার প্রস্তাব দেয় যার মূল্য বেশ কয়েক বিলিয়ন ডলার। উইনথ্রপ তাকে অগ্রণীর ভূমিকায় ব্যবহার করে এবং কয়েক মিলিয়ন ডলার দামের স্টক জ্যান্ডার বিক্রি করে দেয়। উইনথ্রপ আগাম বিক্রির সব টাকাটা নিজের কাছে রেখে দেয় এবং জ্যান্ডার সর্বসান্ত হয়ে যায়। কারণ খনিতে একেবারেই দস্তা ছিল না। জুরি অবশ্য এই কাহিনী বিশ্বাস করেনি। কারণ টেলর উইনথ্রপ দেবতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। তা তোমার এ ব্যাপারে আগ্রহ কেন?–আসলে আমরা এক বন্ধু জ্যান্ডারের ওপর নজর রাখতে বলেছে।–

নৈশভোজ সেরে তারা রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল। ড্যানাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে স্টিফান বলল,–এখানে মার্গারেট স্টেইফ নামে এক মহিলা পশমের তৈরি খেলনা ভাল্লুক আবিষ্কার করেছিলেন। এরা পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়ে থাকে। তুমি যখন ডিয়েটার জ্যান্ডারের সঙ্গে মিলিত হবে তখন সাবধান হোয়ো। সে কিন্তু রক্তমাংসের ভাল্লুক।–

ডুসেলডরফের বাইরে বাণিজ্য কেন্দ্রে জ্যান্ডার ইলেকট্রনিক্স ইন্টারন্যাশনালের বিরাট বিল্ডিং।

ড্যানা রিসেপশনিস্টকে বলল,–মিঃ জ্যান্ডারের সঙ্গে দেখা করব।–আগে থেকে। অ্যাপয়ন্টমেন্ট না থাকলে দেখা করা সম্ভব নয়।– ড্যানা ডেস্ক থেকে সরে এল। একদল কর্মচারী এলিভেটরের দিকে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে এলিভেটরে উঠে পড়ল ড্যানা।

এলিভেটর চলতে শুরু করতেই বলল,–মিঃ জ্যান্ডারের অফিসটা কোন্ ফ্লোরে ভুলে গেছি।–

–ফোর্থ ফ্লোরে।– ।

–ধন্যবাদ।– ফোর্থ ফ্লোরে নেমে ডেস্কের পিছনে একজন তরুণীর সামনে গিয়ে ড্যানা বলল,–আমি ডিয়েটার জ্যান্ডারের সঙ্গে দেখা করব। আমেরিকায় একটা জাতীয় দূরদর্শনে তার এবং তার পরিবার সম্বন্ধে কিছু খবর সম্প্রচার করতে যাচ্ছি। তাই আমি এ ব্যাপারে তার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।–

সেক্রেটারি তাকে নিরীক্ষণ করে প্রাইভেট চিহ্নিত একটা ঘরে প্রবেশ করল। দেওয়ালে জ্যান্ডার ইলেকট্রনিক্স ফ্যাক্টরির কয়েকটা ছবি ঝুলতে দেখল। আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি তে তাদের কারখানা ছড়িয়ে আছে। সে সব দেশে উইনথ্রপ পরিবারের সদস্যরা খুন হয়েছিলেন। মিনিট খানেক পরে সেক্রেটারী এসে বলল,–মিঃ জ্যান্ডার আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন।–ধন্যবাদ।– একটা সুদৃশ্য ডেস্কের পিছনে বিরাট চেহারার মানুষ বসে ছিলেন। প্রায় ষাট বছর বয়স। চোখ দুটো বাদামী। তিনি ড্যানাকে বললেন,–সারাজোভায় আপনি করেসপন্ডেন্ট ছিলেন নাকি?–হ্যাঁ।–আমার সঙ্গে আপনার কিসের দরকার বুঝলাম না।–

–আমি টেলর উইনথ্রপের ব্যাপারে জানতে চাই।–

মুহূর্তে জ্যান্ডারের মুখের ভাব বদলে গেল। –কী জানতে চান?–মিঃ জ্যান্ডার, আমার বিশ্বাস টেলর উইনথ্রপ আর তার পরিবার খুন হয়েছিলেন।–

–আপনার এখনই এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।

–তার সঙ্গে আপনার ব্যবসা ছিল তাই না।

–কোন কথা নয়। চলে যান।–

–কিন্তু এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করলে আপনার ভালই হবে। আমি সতোর পথেই চলব।

দীর্ঘসময় মুখ বুজে জ্যান্ডার তিক্তস্বরে মুখ খুলল। –টেলর উইনথ্রপ একজন ধূর্ত প্রতারক ছিল। আমাকে জেলে পাঠিয়ে সে আমার স্ত্রী ও সন্তানদের খুন করে। কিন্তু ওকে খুন আমি করিনি বা করাইনি।

জ্যান্ডারের অফিস থেকে বেরিয়েই ড্যানা ম্যাট বেকারকে ফোন করল। সব ঘটনা শুনে ম্যাট বলল,–দেখলে তো, কেমন মিলে যাচ্ছে।–আপনার কথাগুলো শুনতে ভালই। কিন্তু কোন প্রমাণ তো আমরা পাইনি। কাল আমি রোমে যাচ্ছি। দুএকদিনের মধ্যে বাড়ি ফিরব।–নিজের প্রতি যত্ন নিও।–ধন্যবাদ।–

রোম একটা আধুনিক মেট্রোপলিস যার মহিমা সুগন্ধি ফুলের মত প্রচারিত হয়ে আসছে। এ শহরে এক একটা দিনের এক একরকম সুন্দর দৃশ্য। ড্যানা বারো বছর বয়সে এই শহর ছেড়ে সে বাবা, মায়ের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। এখন সেই সুখের স্মৃতিগুলো তার মনে পড়ছে।

পিয়াজো নাড়োনোর কাছে হোটেল সিসেরোনিতে এসে উঠল। হোটেল ম্যানেজার তাকে স্বাগত জানাল। –আপনার জন্য একটা চমৎকার সুইট রাখা আছে।–

ইতালি খুব সুন্দর বন্ধুভাবাপন্ন দেশ। ড্যানা তার প্রাক্তন প্রতিবেশি ডরোথি এবং হাওয়ার্ড হোয়ারটনের কথাও ভাবল। অপারেটরকে ইটালিয়নে রিপ্রিস্টিনো কর্পোরেশনের লাইনটা দিতে বলল। ফোনের লাইন পেয়ে ড্যানা বলল,–আমি হাওয়ার্ড হোয়ারটনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।–

–দুঃখিত। এই নামে কেউ নেই।–

এরপর ড্যানা ইতালিয় টেলিভিশনের অ্যাঙ্করম্যান ডোমিনিক রোমানোর সঙ্গে যোগাযোগ করল। –ডোমিনিক আমি ড্যানা।–আমি খুব খুশি। কখন আমরা দেখা করব?–

–তুমিই বলো।

–তুমি কোথায় উঠেছ?

–হোটেল সিসেরোনিতে।–

–ঠিক আছে। একটা ট্যাক্সিতে করে টলায় চলে এস। এখানকার ভিয়া ডেলা লুপা রেস্তোরাঁয়।

টওলায় ভিয়া ডেলা লুপা রোমের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ রেস্তোরাঁ। ড্যানা সেখানে পৌঁছে দেখল ডোমিনিক এসে গেছে।

–কী করছ ড্যানা?–আমি ভিনসেন্ট ম্যানসিনোর সঙ্গে দেখা করতে চাই।–ডোমিনিকের মুখের ভাব বদলে গেল।–

–কেন?–এটা তদন্তের একটা অঙ্গ। ম্যানসিনোর ব্যাপারে তুমি যা জানো আমাকে বলল।–

–ম্যানসিনো ছিল বাণিজ্য মন্ত্রী। তিনি মাফিয়া ছিলেন। তাঁর হাতে সর্বদা একটা বিরাট ছড়ি থাকত। তিনি কেন যে এই পেশাটা ছেড়ে দিলেন কেউ জানে না।–

ড্যানা বলল,–ম্যানসিনো মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেবার আগে একটা সরকারি ব্যবসার ব্যাপারে টেলর উইনথ্রপের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিল।–

হ্যাঁ। তবে উইনথ্রপ এই বাণিজ্য চুক্তির ব্যাপারে অন্য কারো সঙ্গে আলোচনা সেরে ফেলে।–

–কতদিন টেলর উইনথ্রপ রোমে ছিলেন?–

–প্রায় মাস দুয়েক। ম্যানসিনো আর উইনথ্রপ মদের টেবিলে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যায়। কিছু একটা গোলমাল হয়ে যায়।–

–কী?–

–ম্যানসিনোর একমাত্র কন্যাসন্তান পিয়া নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এর ফলে ওঁর স্ত্রী স্নায়ু দুর্বলতায় ভুগছেন।–

–ওঁর মেয়েকে কি অপহরণ করা হয়েছিল?–

–না। তবে তার খবর কেউ জানে না। সে রীতিমত সুন্দরী ছিল।

–ম্যানসিনোর স্ত্রী এখন কোথায়?

–স্যানিটারিয়ামে।

–সেটা কোথায়?–

–জানি না, আর তুমিও জানার চেষ্টা কোর না। ম্যানসিনো থেকে সর্তক থাকো। লোকটা সুবিধের নয়। তার কথা ভুলে যাও।–

–ধন্যবাদ ডোমিনিক।

ভিনসেন্ট ম্যানসিনোর অফিস ভিয়া সারজোনায় একটা আধুনিক বিল্ডিং-এ।

রিসেপশনিস্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকায় তাকে যেতে দিল না। –আমি টেলর উইনথ্রপের ব্যাপারে এসেছি।– রিসেপশনিস্ট তাকে নিরীক্ষণ করে ফোন করল ম্যানসিনোকে। তারপরে বলল,–আপনি সেকেন্ড ফ্লোরে চলে যান। সেখানে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য কেউ থাকবেন।–

ভিনসেন্ট ম্যানসিনোর ষাট বছর বয়স হবে। মাঝারি চেহারা, চওড়া বুক, পাতলা ঠোঁট, চুল সব সাদা হয়ে গেছে। হিমশীতল চোখ, ড্যানা ঘরে ঢুকতেই কর্কশ কণ্ঠে সে বলল,–আপনি টেলর উইনথ্রপের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছেন।–

–হ্যাঁ।

–বলার কিছু নেই। আগুনে পুড়ে তার স্ত্রীসহ সে মারা গেছে।

–বসতে পারি?

–হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই।–

–আপনাদের দুই দেশের সরকারের মধ্যে একটা বাণিজ্য চুক্তির জন্য আপনি এবং টেলর উইনথ্রপ আলোচনা চালাচ্ছিলেন। আর এভাবে আপনাদের দুজনের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।–

–খুব অল্প সময়ের জন্য।–

–এ কি আপনার মেয়ে?– ডেস্কের ওপর রাখা ফোটোর দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে ড্যানা বলল।

–হ্যাঁ।–সে এখন কোথায়?– কিছুক্ষণ তাকে নিরীক্ষণ করে সে বলল আবেগরুদ্ধ স্বরে

আপনার আমেরিকান বন্ধু টেলর উইনথ্রপ আমার কুমারী মেয়েকে গভবর্তী করে দিয়েছিল। ওর তখন ষোল বছর বয়স। লোক জানাজানি হবার ভয়ে টেলর তাকে গর্ভপাত করাবার জন্য কসাইয়ের কাছে পাঠিয়ে ছিল, সে তার গর্ভাশয় কেটে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল।–

চোখে জলে ভরে আসে ভিনসেন্টের। –সে আমার ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনিদেরও ধ্বংস করেছিল। এখন তাকে সপরিবারে সেই পাপের বেতন দিতে হল। আমার মেয়ে এখন কনভেন্টে। তাকে আমি কখনও দেখতে যাব না।–

ড্যানা চুপ করে রইল। একটা কথাও বলতে পারল না। ভাবল তাহলে টেলর সম্পর্কে দুজনের মনোভাব জানা গেল। মার্শেল ফ্যালকন এখনও বাকি।

NATO-র অফিস বিল্ডিং লিওপোল্ডে। ছাদে বেলজিয়াম ফ্ল্যাগ উড়ছিল। ড্যানা নিশ্চিত আমেরিকান প্রতিনিধি হিসেবে NATO-র পদটা অবসর নেবার আগেই টেলর উইনথ্রপ কেন যে ত্যাগ করেছিলেন এ ব্যাপারে খবর সে পাবে। কিন্তু NATO-র অফিসে কোন সুবিধে করতে পারল না। সে তখন রুডেস চ্যাপেলিয়ার্সে NATO-র প্রেস হেডকোয়ার্টারে গেল আর সেখানেই জিন সোমভিলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে অভিবাদন জানিয়ে বলল,–ড্যানা, ব্রুসেলসে কী জন্যে এলে?–

–আমি একটা কাহিনীর ওপর কাজ করছি। তাই কিছু খবর দরকার। একসময় টেলর উইনথ্রপ NATO-র আমেরিকার পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করতেন তো?–

–হ্যাঁ। চমৎকার লোক ছিলেন তিনি।

–তিনি ব্রুসেলসে তার কাজটা অবসর নেবার আগেই ছেড়ে দেন কেন?

— জিন বলল,–এখানে যে কাজের জন্য তিনি আসেন তা অনেক আগেই শেষ করে ফেলেন।–

–এখানে তিনি কাজ করার সময় তার সম্বন্ধে কোন কুৎসা কি রটেছিল?

— না। আমি শুনেছি উইনথ্রপের সঙ্গে আর একজনের মতবিরোধ হয়।

–এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে পরে আমাকে জানিও।

— পরদিন ড্যানা জিন সোমভিলকে ফোন করল–নতুন কিছু খবর পেলে?

–আমি দুঃখিত। কোন খবর নেই।

–যাই হোক, ধন্যবাদ।

–তোমার, এই ট্রিপটা নষ্ট হল।–

–NATOর ফরাসি রাষ্ট্রদূত মার্শে ফ্যালকন অপ্রত্যাশিতভাবে পদত্যাগ করে ফ্রান্সে ফিরে গেছেন কেন?–

মার্শেল ফ্যালকনের ছেলে গাড়ি চাপা পড়ে নিহত হয়।

–তাকে ধরা গেছে?–

–হ্যাঁ, সে নিজেই পুলিশ স্টেশনে এসে ধরা দেয়। সে টেলর উইনথ্রপের গাড়ির চালক। তার নাম অ্যান্টনিও পার্সিকো।–

ড্যানার শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। –পার্সিকো এখন কেথায়?

–সেন্ট গিলেস জেলখানায়।–

ড্যানা আগেই সেই জেলখানায় পার্সিকোর সাক্ষাৎকার নেওয়ার অনুমতি নিয়ে রেখেছিল। সাক্ষাৎকার কক্ষে পৌঁছে সে দেখল ছোটখাটো চেহারার পাণ্ডুর মুখের লোক। খুশিতে সে বলে উঠল,–ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আপনি আমাকে এখান থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবেন তো?–

ড্যানা দুঃখিত হয়ে তাকে বলল,–আমি বোধহয় তা করতে পারি না।

–তাহলে কেন এসেছেন?–

–গ্যাব্রিয়েল-এর মৃত্যুর ব্যাপারে জানতে এসেছি।–এব্যাপারে আমি কিছু বলব না। কারণ আমি নির্দোষ।–

–কিন্তু আদালতে আপনি যে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন?—

–আমি মিথ্যে বলেছি। কারণ এ জন্য আমাকে টাকা দেওয়া হয়েছে।–

–সত্যি কথাটা অনুগ্রহ করে বলুন।–

–গ্যাব্রিয়েলকে গাড়ি চাপা দিয়েছিল উইনথ্রপ। এক শুক্রবার রাতে ঘটনা ঘটে। সেই উইকএন্ডে লন্ডনে গিয়েছিলেন তার স্ত্রী। মিঃ উইনথ্রপ একা নাইটক্লাবে গিয়ে মাতাল অবস্থায় ফিরছিলেন। তিনি ফিরে আমাকে বলেন একজন যুবককে তিনি গাড়ি চাপা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে ঐ ঘটনাটা যদি কেউ দেখে থাকে এবং গাড়ির

নম্বর পুলিশকে দেয় তবে তাকে গ্রেফতার করবে পুলিশ। আর এর ফলে রাশিয়ান প্ল্যানটা ভেস্তে যাবে।–

রাশিয়ান প্ল্যান মানে?– ।

তিনি ঐ রকমই বলতেন। আমি এ ব্যাপারে আর কিছু জানি না। ফোনে তাকে কথাটা বলতে শুনেছি।–

কী বলতে শুনেছেন?– একটু ভেবে পার্সিকো বলে,–সমস্ত টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো একটা জায়গায় একত্রিত হয়েছে। যাইহোক আমাকে টাকা দেবার লোভ দেখিয়ে তিনি বলেন, আমি গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসেছিলাম বলে পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি দিলে তিনি এক মিলিয়ন ডলার দেবেন আমাকে। আমি জেলে থাকাকালীন আমার পরিবারের পুরো দায়িত্ব নেবেন।–

দাঁতে দাঁত চেপে পার্সিকো বলে,–আমি তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে কি ভুলই যে করেছি। তিনি এখন মৃত আর আমাকে জেলেই পচে মরতে হবে।–

–আপনি কাউকে এসব কথা বলেছেন?–

হ্যাঁ। টেলর উইনথ্রপের মৃত্যুর খবর শুনেই আমি পুলিশকে সব বলেছি। পুলিশ হেসে উড়িয়ে দেয়।–

–মিঃ ফ্যালকনকে কখনও বলেছেন?–

–হ্যাঁ। উনি বললেন টেলর উইনথ্রপের পরিবারের বাকি সদস্যরা যেন টেলরের সঙ্গে জাহান্নামে মিলিত হয়।–

ড্যানা ভাবল এবার মার্শেল ফ্যালকনের সঙ্গে প্যারিসে দেখা করতে হবে।

প্যারিসে এলে ওর জাদু অনুভব করতেই হবে। এ শহর প্রেমিক প্রেমিকাদের। এখানে এসে জেফ-এর জন্য বেদনা অনুভব করল ড্যানা।

হোটেল প্লাজা অ্যাথেনি থেকে জিন পল হাবার্টকে ফোন করল ড্যানা মেট্রো সিক্স টেলিভিশনে।

–তুমি তার সম্বন্ধে আমায় কিছু বলতে পারো?–

–তিনি সেইরকম যাঁকে তোমরা আমেরিকানরা বড় ভাল সময়ের লোক বল। ওঁর নিজের একটা ওষুধ কোম্পানি আছে। ফরাসি প্রধানমন্ত্রী তাকে ন্যাটোয় রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়েছিলেন।–

কিন্তু সেই পদ ছেড়ে দেন কেন?–

–ব্রুসেলসে এক মাতাল গাড়ি চালক তার ছেলেকে চাপা দিয়ে হত্যা করে। তার স্ত্রী স্নায়ু দুর্বলতায় পঙ্গু হয়ে যান। যাইহোক তুমি যদি তার সম্বন্ধে লিখতে চাও তবে খুব সাবধানে লিখবে। তিনি এখন প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছেন।–

মার্শেল ফ্যালকনের অফিসে ঢুকতেই তিনি বললেন,–আমি আপনার কাজের ভক্ত বলেই আপনার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়েছি।–

–ধন্যবাদ।– ড্যানা জিজ্ঞেস করল–আমি কি আপনার ছেলের ব্যাপারে কিছু জানতে পারি?–চমৎকার ছেলে ছিল। যে তাকে গাড়ি চাপা দিয়েছিল সে একজন পেশাদার চালক।–

ড্যানা অবাক চোখে মার্শেল ফ্যালকনের অভিনয় দেখল কারণ পার্সিকো তাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে উইনথ্রপই তার ছেলের হত্যাকারী।

–মিঃ ফ্যালকন, আপনার NATOয় থাকার সময় টেলর উইনথ্রপ ছিলেন সেখানে।– ড্যানা দেখল ফ্যালকনের মুখে কোন ভাবান্তর হল না। –মিঃ ফ্যালকন আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।–

কিন্তু সে তো এখন ছুটিতে।

ড্যানা বুঝল তিনি স্ত্রীর প্রসঙ্গটাও এড়াতে চাইছেন। ধরে নেওয়া যায় এখানে তিনি কোন বিপদের আশঙ্কায় জেনেও না জানবার ভান করছেন।

ড্যানা হোটেল প্লাজা অ্যাথেনি থেকে ম্যাটকে ফোন করে।

–ড্যানা তুমি কখন ফিরছ?–

–আমাকে এখন স্রেফ একটা জায়গায় যেতে হবে, ব্রুসেলসে। টেলর উইনথ্রপের গাড়ির চালক আমাকে বলেছে, উইনথ্রপ এমন একটা গোপন রাশিয়ান প্ল্যানের কথা বলেছিল যা তিনি বাধাপ্রাপ্ত হতে দিতে চাননি। তাই মস্কোয় কিছু পরিচিতজনের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।–কিন্তু ক্রমওয়েল চাইছেন যত শিগগির পারো তুমি স্টুডিওয় ফিরে এসো। মস্কোয় আমাদের সংবাদ প্রতিনিধি টিম ড্রিউ রয়েছে। তোমাকে সে সাহায্য করতে পারে।–

–ধন্যবাদ। তবে দুএক দিনের বেশি রাশিয়ায় থাকব না।

— এরপর ড্যানা রজার হাডসনকে ফোন করল। –আমি আপনার সাহায্য পেতে চাই।–

–বলুন।–মস্কোয় যাচ্ছি। সেখানে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত এডওয়ার্ড হার্ডির সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। আপনি বোধহয় তাকে চেনেন। আমি এখন প্যারিসে রয়েছি।–আমি তাকে ফোন করে বলে দিচ্ছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে।–ধন্যবাদ রজার।–

নিউ ইয়ার্স ইভ। ড্যানা দুঃখিত হয়ে ভাবল এই দিনটায় তাদের বিয়ে হবে বলে স্থির ছিল। গায়ে কোট চাপিয়ে ড্যানা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। জিন পল হাবার্ট তার পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য প্যারিস ছেড়ে চলে গেছে। প্যারিসের মত রাস্তায় একা চলা অনর্থক। জেফ আর র‍্যাচেলের কথা মনে পড়ল তার। তারা কি প্রেম প্রেম খেলা করেছে? জেফ কি আজকের রাতটার কথা ভুলে গেছে!

কাঁদতে কাঁদতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা জানে না।

.

সাবেনা এয়ারলাইন্সের বিমানে মস্কোয় পৌঁছতে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগল। বিমানে বসে ড্যানা অ্যান্টনিও পার্সিকোর কথাগুলোই ভাবছিল। রাশিয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর শেরেমেটিয়েভো ট্যুরিস্টদের ভিড়ে ঠাসা। সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে সন্দেহভাজন একজন লোককে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তার বুকটা শুকিয়ে গেল। তাহলে তারা জেনে গেছে যে আমি এখানে আসছি। দেওয়ালের ফাটলে একটা সরু তার বেরিয়ে থাকতে দেখল। টেনে দেখল তাতে একটা মাইক্রোট্রান্সমিটার সংযুক্ত করা ছিল। ড্যানা তারটা ছিঁড়ে ফেলে দুমড়ে দিল পা দিয়ে।

একটা নির্জন ল্যাবরেটরি রুমে মানচিত্রে সঙ্কেত চিহ্নিতকরণ হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। –ড্যানা,– ডাক শুনে তাকিয়ে দেখে WNT-র মস্কোর সংবাদদাতা দাঁড়িয়ে আছে। –আমি টিম ড্রিউ। ট্রাফিকের জন্য একটু দেরি হয়ে গেল। আমি দুঃখিত।– ট্রিম ড্রিউ-এর বয়স প্রায় চল্লিশ, লাল চুল, হাড়ি মুখ। –তুমি নাকি এখানে কদিনের জন্য এসেছ?–হ্যাঁ,– মস্কোয় গাড়ি চালানো অনেকটা জিভাগো-র দৃশ্যের মত। বরফে ঢাকা শহর। তাদের সামনে রেডস্কোয়ার এবং ক্রেমলিন। ক্রেমলিনের অবস্থান পাহাড়ের ওপরে, নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মস্কোভা নদী। যেতে যেতে টিম ড্রিউ মস্কো শহরের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিল, ড্যানা ভাবছিল অ্যান্টনিও পার্সিকো যদি মিথ্যে বলে থাকে। রাশিয়ান প্ল্যানের ব্যাপারটাই বা কী? তাও কি মিথ্যে? কিন্তু তা হলে মস্কোয় আসার জন্য টেলর আগ্রহী হবেন কেন? স্রেফ রাষ্ট্রদূত হবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করাটা তার মত ব্যস্ত মানুষের কাছে অর্থহীন।

টিম ড্রিউ বর্ণনা করে যাচ্ছিল–আইভান, স্টালিন, লেলিন, ক্রুশ্চেভ এদের সবার হেডকোয়ার্টার ছিল মস্কোতেই।

হোটেলে ড্যানাকে পৌঁছে দিয়ে টিম ড্রিউ জিজ্ঞেস করল,–তোমাকে নৈশভোজে নিয়ে যাব যদি তোমার কাজ না থাকে।–

–ধন্যবাদ।– সেবাস্টোপোল হোটেলের রিসেপশনে গিয়ে সে ঘর বুক রাখার কথা জানাল। লোকটা অনিচ্ছার সঙ্গে তার হাতে চাবি তুলে দিল। ঘরে ঢুকে আমেরিকান অ্যামব্যাসিতে ফোন করল।

–আমি ড্যানা ইভান্স। রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

–কী ব্যাপারে?

–ব্যক্তিগত।–

–এক মিনিট।–

তিরিশ সেকেন্ড পরে রাষ্ট্রদূত হার্ডিকে লাইনে পাওয়া গেল। –মিস ইভান্স, মস্কোয় স্বাগত জানাই। রজার হাডসন আমাকে বলেছেন আপনাকে সাহায্য করতে।–

–আমি কি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি?

–নিশ্চয়ই। কাল সকাল দশটায় যদি আসেন।

–চমৎকার।–

১৯২৩ নোভিনস্কি বুলভার্ডে একটা পুরনন বিল্ডিংয়ে আমেরিকান অ্যামব্যাসি। নিরাপত্তার বেড়া ডিঙিয়ে সেখানে পৌঁছতেই ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি বলল,–আপনার জন্য রাষ্ট্রদূত অপেক্ষা করছেন।–

–সুপ্রভাত।– রাষ্ট্রদূত এডওয়ার্ড হার্ডি তাকে সম্ভাষণ জানালেন। ড্যানা বলল,–সুপ্রভাত। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ধন্যবাদ।–খোলাখুলিভাবেই বলছি মিস ইভান্স, আমার আশঙ্কা, এই দেশ পতনের মুখে। এ দেশটাকে এখন অপরাধীরা চালাচ্ছে।–এ আপনি কী বলছেন?

— ড্যুমা অর্থাৎ পার্লামেন্টের কোন সদস্য অপরাধ করলে তাকে অভিযুক্ত করা যাবে না। ফলে যারা দাগি আসামি তারা নির্বাচনে কারচুপি করে পার্লামেন্ট ভরিয়ে তুলছে। পার্লামেন্ট এখন অপরাধীদের জায়গা।–

ড্যানা বলল–অবিশ্বাস্য।–বলুন, কি করতে পারি আপনার জন্য?–টেলর উইনথ্রপের সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।– হার্ডি বললেন,–এটা গ্রিক ট্র্যাজেডির মত, তাই না।–

–হ্যাঁ।– আনা বলল। ড্যানার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকালেন হার্ডি–সারা বিশ্ব যে কাহিনী শুনেছে তার সম্বন্ধে আর কি বলার থাকতে পারে?– ড্যানা বলল,–আমি ব্যক্তিগত দিক থেকে বলতে চাই। টেলর উইনথ্রপ কিরকম লোক ছিলেন, এখানে তার কোন বন্ধুবান্ধব ছিল কিনা, কোন শত্রু ছিল কিনা।–না, প্রত্যেকেই টেলরকে ভালবাসত।–

–আপনি কিছুদিন তার সঙ্গে কাজ করে এটা কি বুঝেছিলেন যে অন্য কোন ব্যাপারে মানে সরকারি কিংবা ব্যবসায়িক কোন দিক দিয়ে তার কোন শত্রু ছিল কিনা।–আমি ঠিক জানি না। তবে আমার সেক্রেটারি লী হপকিন্স-এর সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তিনি একসময় টেলর উইনথ্রপেরও সেক্রেটারি ছিলেন।– হার্ডি ড্যানাকে সাবধানে থাকতে বললেন। ধন্যবাদ জানিয়ে ড্যানা উঠে এল। পাঁচ মিনিট পরে লী হপকিন্স-এর সঙ্গে ড্যানাকে কথা বলতে দেখা গেল–কতদিন আপনি টেলরের সঙ্গে কাজ করেছেন?–দেড় বছর।–তিনি কি কোন শত্রু সৃষ্টি করেছিলেন?–আমি জানি না, তবে টেলর উইনথ্রপের ব্যাপারে খারাপ কিছু লিখবেন বলে যদি মনে করে থাকেন, তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনি ভুল লোকের কাছে এসেছেন।–

ড্যানা মস্কো দূতাবাসে কর্মরত আরও পাঁচজন লোকের সঙ্গে কথা বলল। তাদের সবারই মত–টেলর উইনথ্রপ খুব ভাল লোক ছিলেন। হার্ডির সঙ্গে দেখা করতেই তিনি বললেন,–আপনার চাহিদা মত কিছু পেলেন?–না।–মনে হয় না পাবেন। তাই বলছি জোর করে আর মাটি খুঁড়তে যাবেন না। বরং চলে যান।–তাই করব।– তবে ড্যানার কোন ইচ্ছে নেই চলে যাবার।

ভি. আই. পি ন্যাশনাল ক্লাব একটা প্রাইভেট রেস্টুরেন্ট-কাম-ক্যাসিনো। সেখানে টিম। ড্যানার জন্য অপেক্ষা করছিল। তাকে স্বাগত জানাল টিম ড্রিউ। নৈশভোজ খুবই সুস্বাদু। ড্যানা খাবারের খুব প্রশংসা করল। এরপর টিম ড্রিউকে জিজ্ঞাসা করল, এখানে বেঁচে থাকার ধরনটা কী রকম?—

এটা আগ্নেয়গিরির কাছে দাঁড়িয়ে থেকে বিস্ফোরণের জন্য অপেক্ষা করা। কখন যে সেটা ঘটতে যাচ্ছে তা জানা যাবে না। যারা ক্ষমতায় আছে দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা চুরি করে নিচ্ছে। আর আমজনতা না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। কী যে ঘটবে তা ঈশ্বরই জানেন। তবে এখানকার সংস্কৃতি অনবদ্য। বলশোই থিয়েটার, পুশকিন মিউজিয়াম, মহান হারমিটেজ, রাশিয়ান ব্যালে, মস্কো সার্কাস সব এখানে আছে। বই প্রকাশেও রাশিয়া শীর্ষে। আমেরিকান নাগরিকদের চেয়ে রাশিয়ার নাগরিকরা তিনগুণ বেশি বই পড়ে।–

ড্যানা বলল,–ভুল বই পড়ে হয়ত।–

–হতে পারে। তবে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে কোনটাই এখন কার্যকারী ভূমিকা নিতে পারছে না।–

এর পর তিনি ড্যানাকে বললেন,–তুমি হতাশ হচ্ছো কেন—

না, টিম, তুমি কি টেলর উইনথ্রপকে চিনতে?

–আমি বেশ কবার তার ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম।

–আমি বলছি যে কিছু বড় প্রজেক্টের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন তা কি তুমি জানো?–

–তিনি তো আমাদের রাষ্ট্রদূত ছিলেন তাই বিভিন্ন বড় প্রজেক্টের সঙ্গে তার যুক্ত থাকাই স্বাভাবিক।–

আমি বলতে চাইছি একটু জটিল কথা। মানে এখানে এমন কেউ আছে তার সঙ্গে যার যোগাযোগ ছিল?–

–আমার মনে হয় তার কিছু রাশিয়ান কাউন্টার পার্ট ছিল। তুমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারো।–

ড্যানা সম্মতি জানাল।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসে টিম ড্রিউ বলল,–এখানে অপরাধের ঘটনা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে তোমার নিরাপত্তার খাতিরে একটা আগ্নেয়াস্ত্র রাখা দরকার। ড্যানার আপত্তি সত্ত্বেও একটা বন্দুক কিনে দিল টিম।

ড্যানাকে নিয়ে এরপর টিম বিলাসবহুল নাইটক্লাবে গেল। সেখানকার পরিবেশ দেখে ড্যানা বলল,–এখানে বোধহয় আর্থিক সমস্যা নেই।–না, আর্থিক সমস্যা এখানেও আছে। তবে সরকার তা জানতে দেয় না। লোকচক্ষুর আড়াল করে রেখেছে। তাই ভিখারিদের শহরের বাইরে নির্জন জায়গায় নির্বাসন দেওয়া হয়েছে।–

–এটা তো একটা প্রতারণা।

–হ্যাঁ, কিন্তু কমিউনিস্ট দেশে সবই সম্ভব।

— রাত দুটোয় ড্যানা হোটেলে ফিরল।

জেট বিমানের শব্দ

এত জোরে জেট বিমানের শব্দ হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল বুঝি বিল্ডিংটার ওপরে আছড়ে পড়বে।

লোকটা তার ডেস্ক থেকে উঠে একটা বাইনোকুলার হাতে নিয়ে জানলার দিকে ছুটে গেল। বিমানটা দ্রুত নেমে আসছিল আধ মাইল দূরে ছোট্ট একটা বিমানবন্দরে অবতরণের জন্য। রানওয়ে ছাড়া সবটাই বরফের ঢাকা। কারণ এটা সাইবেরিয়া এবং এখন শীতকাল।

লোকটি তার সহকারীকে বলল, চাইনিজদেরই প্রথমে আসার কথা। আমাদের বন্ধু লিঙ অঙ আর ফিরে যাবে না। গতবার শেষ মিটিং-এর পরে খালি হাতে তাকে ফিরতে হয়েছিল। তিনি চমৎকার লোক।

এমন সমসয় দ্বিতীয় জেট বিমানের তীব্র গর্জন শোনা গেল। সেই বিমান মাটিতে অবতরণের পর পুরু লেন্সের চশমা চোখে লাগিয়ে লোকটা টারম্যাকের দিকে তাকাল। মন্তব্য করল–এবার প্যালেস্তিনীয়রা এলো।–

আর একটা জেট বিমানের গর্জন শোনা গেল। এখনও বারোটা বিমান আসার কথা। আগামীকালের সবচেয়ে বড় নিলামে গোলমাল হতেই পারে। সে তার সহকারীকে মেমো লিখতে বলল

সমস্ত অপারেশন পার্সোনেলদের প্রতি গোপন ও ব্যক্তিগত মেমো। এটা পড়েই নষ্ট করে ফেলতে হবে। নির্ধারিত লক্ষ্যের ওপর কড়া নজর রেখে যেতে হবে। তার গতিবিধি রিপোর্ট করো এবং তার সম্ভাব্য পরিণতি পরিহারের জন্য প্রস্তুত থেকো।–

.

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই ড্যানা টিম ড্রিউকে ফোন করল। সে জানতে চাইল,– রাষ্ট্রদূত হার্ডির কাছ থেকে কিছু শুনলে?– ড্যানা বলল,–না, আমার মনে হয় উনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। টিম, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।–

–ট্যাক্সি নিয়ে বয়রক্সি ক্লাবে চলে এসো।

–ঠিক আছে। আমি রওনা হচ্ছি।–

ক্লাবটি রীতিমতো আধুনিক। সেখানে টিম অপেক্ষা করছিল। ড্যানা তাকে বলল,–টেলর উইনথ্রপের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আমি এমন কিছু রুশের সঙ্গে কথা বলতে চাই।– টিম বলল,–তাহলে একটু নীচু পদের কোন লোকের সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে হবে। সেখানে ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের কমিশনার শ্যাডনফের সঙ্গে তুমি কথা বলতে পারো। আমার মনে হয় উইনথ্রপ তার সঙ্গে সরকারি ও সামাজিক দুদিক থেকেই দেখা করতেন বা পরামর্শ করতেন। তবে তুমি ঠিক কী জানতে চাইছ বলতো?– আমি নিজেই ঠিক জানি না।–

লাল রঙের ইটের বিল্ডিং-এর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের অফিস। প্রহরী রয়েছে দুজন। তৃতীয় জন ডেস্কের সামনে বসে। ড্যানা তাকে জিজ্ঞেস করল,–কমিশনার, শ্যাডনফের সঙ্গে দেখা করা যাবে কী?–

অ্যাপয়েন্ট আছে?

–না।–

–তবে একটা দরখাস্ত করতে হবে অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য। আপনি কি আমেরিকান?–হ্যাঁ।–

প্রহরী একটা ছাপানো ফর্ম ড্যানার হাতে তুলে দিল।

ড্যানা সেটা পূরণ করে দিয়ে জানতে চাইল,–আজ বিকেলে কি দেখা হতে পারে?

–আপনি কোন হোটেলে উঠেছেন?

–দ্যা সবাস্টোপোল।

–কেউ খবর দেবে ফোনে।–

সেদিন বিকেলে ড্যানা হোটেলেই রইল। কিন্তু কোন ফোন এল না। টিমকে ফোন করে জানাতে সে বলল,–সহজে হাল ছেড়ো না। মনে রেখ অন্য এক গ্রহের ব্যুরোক্রেসির সঙ্গে তুমি লেনদেন করছ।–

পরদিন সকালে ড্যানা আবার কমিশনের অফিসে গিয়ে দরখাস্ত করল অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবার জন্য। কিন্তু কোন ফোন এল না।

তবে টিম ফোন করে জানাল,–এখানকার বিখ্যাত ব্যালে দেখে যাও। আজ রাত্রে গিসেলি ব্যালে হবে। যাবে?–নিশ্চয়ই। ধন্যবাদ।–

–তাহলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি তোমার হোটেলে আসছি।– ক্রেমলিনের ভেতরে ছহাজার সিটের প্যালেসে প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হল। সে এক ঐন্দ্রজালিক সন্ধ্যা। প্রথম অভিনয় হয়ে যেতেই বিশ্রামের জন্য হলে আলো জ্বলে উঠতেই টিম দাঁড়াল। বলল,–ড্যানা, আমাকে অনুসরণ করো।–

তারা টপ ফ্লোরে গিয়ে হাজির হল, তখন সেখানে টেবিলে টেবিলে দামি খাবার, ভদকার বোতল। থিয়েটারগামী যারা প্রথমে সেখানে হাজির হয়েছিল, তারা নিজেরাই খাবার পরিবেশন করছিল। ড্যানা শো-এর প্রশংসা করল। টিম বলল,–উঁচু তলার লোকদের এরকমই জীবন। কিন্তু শতকরা তিরিশ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে।–

দ্বিতীয় অভিনয় শুরু হল। এই অভিনয় জাদুমন্ত্রে মুগ্ধ করার ক্ষমতা রাখে। ড্যানার মনে কিন্তু তখন অন্য চিন্তা ও কথোপকথনের স্মৃতি

টেলর উইনথ্রপ প্রতারক। তিনি খুব চালাক ছিলেন এবং আমাকে মিথ্যা অভিযোগে ফাসাতে চেয়েছিলেন..–

সেটা ছিল একটা দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা। গ্যাব্রিয়েল ছিল চমৎকার ছেলে...

টেলর উইনথ্রপ ম্যানসিনো পরিবারের ভবিষ্যৎ শেষ করে দিয়েছিলেন...।

ব্যালে শেষ হওয়ার পরে টিম বলল,–আমার ফ্ল্যাটে একটু মদ্যপান হবে নাকি?–

ড্যানা ভাবল টিম আকর্ষণীয়, সুদর্শন, বুদ্ধিমান হলেও জেফ নয়। তাই সে বলল,–দুঃখিত টিম।–

টিম হাল না ছেড়ে বলল,–তাহলে আগামীকাল?

–কিন্তু কাল ভোরবেলা আমাকে বেরোতে হবে।–

অবশেষে পরদিন সকাল আটটায় শ্যাডনফের অফিস থেকে ফোন এল। সহকারী কমিশনার ইয়েরিক কারবাভা বললেন–এক ঘণ্টার মধ্যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অফিসে আসতে।

অফিসটা বিরাট হলেও ভেতরটা জরাজীর্ণ। আসবাবপত্র বহু পুরনো। অফিসে তখন দুজন লোক। বয়স্ক মানুষটি ড্যানাকে বললেন,–আমি কমিশনার শ্যাডনফ।– বছর পঞ্চাশ বয়স। ছোটখাট চেহারা, ধূসর চুল, গোল মুখ, বাদামি চোখ দুটি সর্বদা চারদিকে কি যেন সন্ধান করে চলেছে। তিনি তার পাশে বসা লোকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন,–এ আমার ভাই, বোরিস শ্যাডনফ। ও আমেরিকা ঘুরে এসেছে। ওয়াশিংটনে রাশিয়ান

দূতাবাসের সঙ্গে জড়িত।– বোরিসকে দেখতে তার দাদার একেবারে বিপরীত। দাদার থেকে দশ বছরের ছোট।

বোরিস বললেন–মিস ইভান্স, আপনার কাজের খুব প্রশংসা করি।

–ধন্যবাদ।

— কমিশনার এবার বললেন,–আপনার সমস্যাটা কী?

–সমস্যা কিছু নয়। টেলর উইনথ্রপের ব্যাপারে আমি কিছু খবর জানতে চাই।–

বিস্মিত হয়ে শ্যাডনফ বললেন,–টেলরের সম্বন্ধে আপনার জানার কেন আগ্রহ হল? আর আমার কাছ থেকেই বা কেন?–

আমি শুনেছি, আপনি তার সঙ্গে কাজ করেছেন এবং সামাজিক অনুষ্ঠানেও আপনাদের দেখা সাক্ষাত হত। তাই আপনার ব্যক্তিগত মতামত জানতে চাই।–

–তিনি একজন চমৎকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। এখানে তিনি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন আর...– বোরিস বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,–মস্কোয় আমেরিকান দূতাবাসে বহু পার্টি আছে এবং টেলর উইনথ্রপ সবসময়...–

কমিশনার শ্যাডনফ তার ভাইয়ের দিকে তাকাতেই তিনি চুপ করে গেলেন। তখন কমিশনার আবার ড্যানাকে বললেন,–রাষ্ট্রদূত উইনথ্রপ কখনও কখনও দূতবাসের পার্টিদের কাছে যেতেন। তাঁকে মানুষজন ভালোবাসত। তিনিও মানুষকে ভালবাসতেন।–

বোরিস আবার বললেন,–টেলর আমাকে বলেছিলেন, যদি তিনি পারেন–কমিশনার আবার তার দিকে তাকাতেই তিনি চুপ করে গেলেন। ড্যানা বোরিসের দিকে তাকাল। মনে হল ড্যানাকে তিনি কিছু বলতে চান।

ড্যানা কমিশনারকে জিজ্ঞেস করল,–এখানে থাকার সময় তিনি কি কোন অসুবিধায় পড়েছিলেন?–

–না তো।– ড্যানা আবার জিজ্ঞেস করল,–টেলর উইনথ্রপ এবং তার পরিবারকে কেউ খুন করতে পারে এরকম কোন কারণ আছে বলে কি আপনার মনে হয়?–

–না, না, এতো ভাবাই যায় না।

— বোরিস বলে উঠলেন–তিনি একজন মহান রাষ্ট্রদূত ছিলেন। আর কিছু বলার নেই।–

ড্যানার মনে হল ওঁরা কিছু একটা লুকোতে চাইছেন। তবে সে বুঝতে পারছে না সেটা কী হতে পারে। সে বোরিসের দিকে তাকিয়ে বলল,–যদি আপনি কিছু বলতে চান তাহলে কাল সকালের মধ্যে সেবাস্টোপোল হোটেলে আমাকে ফোন করতে পারেন।–

–আপনি কি কালই ফিরে যাচ্ছেন?–

–হ্যাঁ।–আমি– বোরিস কিছু একটা বলতে গিয়েও তার দাদার দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন।

ড্যানা হোটেলে তার ঘরে ফিরে ম্যাট বেকারকে ফোন করল,–মিঃ ম্যাট এখানে একটা কিছু যেন ঘটতে চলেছে। তবে সেটা যে কি আন্দাজ করতে পারছি না। তাই আমি কালই ফিরে যাচ্ছি।–

শেরেমেটিয়েভো বিমান বন্দরে খুব ভিড়। ড্যানার মনে হল কেউ যেন তার ওপর নজর রাখছে। কিন্তু কাউকে চিহ্নিত করতে পারল না।

.

ডালাস বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে ড্যানা যখন সোজা WNT বিল্ডিং-এ প্রবেশ করল তখন সব কর্মীরা তাকে অভিবাদন জানিয়ে বলে উঠল,–ড্যানা, তুমি ফিরে আসাতে আমরা সবাই খুব খুশি হয়েছি।–

ম্যাট বললেন,–তুমি রোগা হয়ে গেছ। বোসো।–ধন্যবাদ।–টেলরদের মৃত্যুর ব্যাপারটা তুমি যে মাথা থেকে বার করে দিয়েছ এতে ইলিয়ট খুশিই হবেন। তিনিও যে ড্যানার জন্য উদগ্রীব ছিলেন তা কিন্তু বললেন না।

ড্যানা এবার নিজের ঘরে ঢুকতেই অলিভিয়া বলল,–সুস্বাগতম, এক দিন...– ফোন বেজে উঠল। অলিভিয়া ফোন ধরে কথা বলে ড্যানাকে বলল,–পামেলা হাডসনের ফোন।– ড্যানা ফোন ধরতেই পামেলা বললেন,–ড্যানা তুমি ফিরে এসেছ? আমরা তোমার জন্য চিন্তায় ছিলাম। রাশিয়া নিরাপদ জায়গা নয়।–

–জানি।–আজ বিকেলে তুমি চায়ের আসরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে খুব খুশি হবো।–

–নিশ্চয়ই যাব।–

বিকেলে হাডসন দম্পতির বাড়ি যেতেই তারা অভ্যর্থনা জানালেন। রজার বললেন,–তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।–

একজন পরিচারিকা চা আর স্ন্যাক্সের ট্রে নিয়ে এল। পামেলা নিজে চা ঢেলে দিলেন। রজার বললেন,–এবার বলো কি ঘটেছে সেখানে?–বলার মত কিছুই ঘটেনি। ডিয়েটার জ্যান্ডার নামে একজন লোকের সঙ্গে আমি মিলিত হই। সে বলেছে টেলর উইনথ্রপ তার বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা সাজিয়েছিলেন এবং তাকে জেলে পাঠিয়েছিলেন। সে জেলে থাকাকালীন তার পরিবারের সবাই আগুনে পুড়ে মারা যায়। এরজন্য সে টেলর উইনথ্রপকেই দায়ী করেছে।–

ড্যানা বলে,–হ্যাঁ। তবে আরও আছে। ফ্রান্সে মার্শেল ফ্যালকন নামে একজন লোকের ছেলে গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায়। সেই অপরাধের জন্য টেলর উইনথ্রপের গাড়ির চালককে দায়ী করা হয় কিন্তু এখন সেই চালক বলছে টেলর উইনথ্রপ নিজেই ঐ ঘটনার সময় গাড়ি চালাচ্ছিলেন।–

রজার বললেন,–ব্রুসেলসে এই ফ্যালকনই তো NATO কমিশনে ছিলেন?–

–হ্যাঁ। চালক তাকে জানিয়েছিল টেলরই তার ছেলেকে গাড়ি চাপা দিয়েছে। এছাড়াও ভিনসেন্ট ম্যানসিনো নামের একজন মাফিয়ার মেয়েকে গর্ভবতী করেন টেলর এবং গর্ভপাতের জন্য হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হয়। কসাইয়ের মত ভোঁতা ছুরি দিয়ে

খুঁচিয়ে তার গর্ভপাত করানো হয়। মেয়েটি এখন কনভেন্টে আর তার মা স্যানিটেরিয়ামে।–

ঈশ্বর!– ড্যানা বলল,–এই তিনজনেরই বদলা নেবার জোরালো কারণ রয়েছে। কিন্তু আমরা হাতে কোন প্রমাণ নেই।–

রজার বললেন,–তাহলে টেলর উইনথ্রপই দোষী।–

–অবশ্যই। প্রতটি খুনের একটা করে আলাদা কার্যপ্রণালী আছে। তাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হওয়ার মত কোন প্রমাণ নেই। কোনও সাক্ষীও নেই।–

পামেলা বলেন,–যদি তিনজনেই হাত মিলিয়ে খুনগুলো করে থাকে?–

–আমার তা মনে হয় না। কারণ এরা প্রত্যেকেই শক্তিশালী তারা একাই বদলা নিতে পারে।–

অফিসে ফিরে এসে ড্যানা দেখল টেবিলে তার নামে একটা সিল করা খাম পড়ে রয়েছে। ভেতরের চিঠিটা পড়ল–মিস ইভান্স, যে খবরটা আপনি চাইছিলেন আমি তা পেয়েছি। মস্কোয় সোয়ুজ হোটেলে আপনার নামে একটা ঘর বুক করে রেখেছি। ব্যাপারটা গোপন রেখেছি। ব্যাপারটা গোপন রেখে এখনই চলে আসুন।– ড্যানা বুঝল প্রেরকের নামহীন এই চিঠিটা একটা চালাকি। রাশিয়ায় সে থাকাকালীন কেন যোগাযোগ করল না? বোরিস তাকে কিছু বলতে চাইলেও ড্যানার ঠিকানা সে পাবে কী করে? তবে কি তার ওপর

কেউ নজর রাখছে? চিঠিটা সে ছিঁড়ে ফেলবে ঠিক করল। সন্ধ্যের পর ড্যানা স্টুডিওয় যাবার জন্য তৈরি হল।

ড্যানার পাশের অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়াটে টেলিভিশন সেটের দিকে তাকিয়ে একটা টেপ রেকর্ডারে বলল–সে এখন খবর সম্প্রচারের জন্য স্টুডিওয় চলল। ছেলেটি ঘুমোতে গেছে। হাউসকীপার সেলাই করছে।–

পরদিন সকালে রজার হাডসনকে ফোন করে ড্যানা গতকালের চিঠির কথা বলল,–ড্যানা এটা একটা ফাঁদ, তুমি রাশিয়ায় যেও না।–

–আমি না গেলে সত্যের সন্ধান আর পাব না।

–তা অবশ্য ঠিক।

–আমি সাবধানে থাকব।

–আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখ।–

ড্যানা ম্যাটের জন্য একটা বার্তা রেখে এল। তারপর অ্যাপার্টমেন্টে এসে হাউসকীপার মিসেস ড্যানিকে বলল,–আমি আবার বাইরে যাচ্ছি। ফেনালকে দেখো।–

–আমরা ভাল থাকব।–

ড্যানার পাশের অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়াটে টেলিভিশনের পর্দা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ফোন করল।

মস্কোগামী এরোফ্লোট বিমানে উঠে ড্যানা ভাবল হয়তো সে ভুল করতে চলেছে। পরদিন সকালে বিমান থেকে নেমে ব্যাগ সংগ্রহ করে বাইরে এসে দেখল বরফ পড়ছে। লাইনে দাঁড়িয়ে অবশেষে ট্যাক্সি নিয়ে সে সোয়ুজ হোটেলে যেতে বলল। চালক জানাল ওটা খুব একটা ভাল হোটেল নয়।–

–তবুও সেখানেই চলো।– হোটেলটা মস্কোর বাইরে খেটে খাওয়া মানুষ অধ্যুষিত লোড্ডাবেরেজানেয়া স্ট্রিটে। ডেস্কের পিছনে একজন বয়স্কা মহিলা তার দিকে অবাক চোখে তাকাল। ড্যানা বলল,–আমি ড্যানা ইভান্স। আমার বিশ্বাস এখানে আমার জন্য ঘর বুক করা হয়েছে।–

–হ্যাঁ। ফোর্থ ফ্লোর ৪০২ নম্বর ঘর। এই নিন চাবি।

–কোথায় রেজিষ্ট্রি করব?–।

–রেজিষ্টার নেই, ঘর ভাড়ার টাকাটা দিয়ে দিন।–

ড্যানা অবাক হল। রাশিয়ার মতো দেশে বিদেশিদের নাম রেজিষ্ট্রি করতে হয় না? কোন এলিভেটর নেই। পোর্টার নেই। ড্যানা নিজেই ব্যাগ বয়ে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল। ঘরটিও খুব খারাপ। এখন তার একমাত্র চিন্তা বোরিস কি ভাবে যোগাযোগ করবেন? আবার এমনও হতে পারে, পুরো ব্যাপারটাই ধাপ্পা, দরজায় মৃদু টোকা দেবার শব্দ হল।

দরজা খুলে কাউকেই দেখা গেল না। মেঝেতে একটা খাম পড়ে রয়েছে দেখা গেল। খামের ভেতর একটা ছোট কাগজে লেখা–VDNK4 রাত নটায়। গাইডবুকে এই সাংকেতিক চিহ্নের অর্থ দেখল–vDNK4 মানে রাশিয়া ইকোনমিক অ্যাচিভমেন্টস এগজিবিশন আর তার ঠিকানাও রয়েছে।

রাত আটটার সময় ট্যাক্সি ডাকতেই ট্যাক্সি চালক বলল,–এখানে সব কিছুই এখন । বন্ধ।–

–তাও সেখানে চলো।– একটু পরেই ড্যানা সেখানে পৌঁছল। মস্কোর উত্তর-পূর্বে বিরাট একটা পার্ক। সোভিয়েতের মহিমা প্রচারের জন্য এই বিলাসবহুল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু অর্থনীতির অবনতিতে সেটি এখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়েছে। পার্কটি জনমানবহীন। সে একটা বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরে পেছন থেকে ডাক শুনে সে তাকিয়ে চমকে উঠল। বোরিস নয়, তার দাদা কমিশনার শ্যানডফ। তিনি বললেন,–আপনি আমাকে অনুসরণ করুন। পার্কের পেছনে একটা ছোট্ট গেঁয়ো কাফেতে গিয়ে তারা ঢুকল।

কমিশনার বললেন,–আপনি দেখছি খুব নাছোড়বান্দা। আপনি যে আসবেন তা আমি ভাবতেই পারিনি। যাই হোক, টেলর উইনথ্রপকে কে খুন করেছিল তা জানতে চান তো?–

–হ্যাঁ। আপনি জানেন টেলর উইনথ্রপ ও তার পরিবারকে কে খুন করেছিল?

—হ্যাঁ, জানি। তবে তার আগে আমাকে আপনার রাশিয়া থেকে বার করে নিয়ে যেতে হবে। আমি এখানে নিরাপদ নই।–

–সে তো আপনি ইচ্ছে করলেই বিমানে যেখানে খুশি চলে যেতে পারেন।–

–আগেকার কমিউনিজম দুনিয়া না থাকলেও আমি তা করলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।–

–আমি বোধহয় আপনাকে সাহায্য করতে পারব না।

–আপনাকে পারতেই হবে।–

–তাহলে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলি।–

–সেখানে অনেক বিশ্বাসঘাতক আছে। পাঁচকান হলে মৃত্যুর সম্ভবনা আরও বেড়ে যাবে।–

ড্যানা ভাবল কী করে কমিশনারকে সে রাশিয়ার বাইরে নিয়ে যাবে। আবার এও মনে হল হয়ত এর কাছে কোন খবরই নেই। নিজে দেশের বাইরে পালাবার জন্য মিথ্যে গল্প সাজিয়েছে। ড্যানা বলল,–আমি বোধহয় আপনাকে সাহায্য করতে পারব না।– বলে সে উঠে দাঁড়াল। –আমি আপনাকে প্রমাণ দেব।– কী প্রমাণ?– কিছুক্ষণ থেমে থাকার পর কমিশনার বললেন, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি। চলুন আমার সঙ্গে।

আধঘন্টা পরে কমিশনারের অফিসে পৌঁছল তারা। কমিশনার বললেন,–আমি আপনাকে যা দেখাতে যাচ্ছি তাতে আমার প্রাণদণ্ড হতে পারে। কিন্তু এখানে থাকলে আমি খুন হয়ে

যাব। তাই এছাড়া অন্য পথ নেই।– বিরাট একটা দেওয়াল আলমারির দিকে । এগিয়ে গেলেন কমিশনার। একটা বই নামালেন। লাল অক্ষরে লেখা ছিল ক্লাসিফিটসিরোভানগি। বইটায় শ্রেণীবদ্ধ খবরা-খবর লেখা আছে। ড্যানা বইটার পাতা উল্টে দেখতে লাগল রঙিন ফোটোগ্রাফ-বহুবার, স্পেস লঞ্চ ভেহিকিল, অ্যান্টিব্লাস্টিক মিসাইল, আকাশ থেকে মাটিতে ফেলার মিসাইল, অটোমেটিক অস্ত্র, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন। –এই হল রাশিয়ার সম্পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার। আনবিক অস্ত্রশস্ত্রে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকার চেয়েও উন্নত। কিন্তু রুশ মিলিটারির সামনে এখন সমস্যা। রাশিয়ার অর্থসঙ্কটের জন্য সৈন্যদের বেতন দেবার অর্থ নেই। রাশিয়া যখন আমেরিকার চেয়ে বেশি অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করত তখন তা পাবার জন্য অন্য দেশরা উৎসাহিত ছিল। সেগুলোর দাম কয়েক বিলিয়ান।–এখন সমস্যাটা কী?– ড্যানা বলল।

–আপনি ক্র্যাসনোইয়ার্স্ক-২৬-এর নাম শুনেছেন?—

না।–আগামীকাল দুপুরে সেই কাফেতে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। কাউকে বলবেন না।–

পরদিন দুপুরে সেখানে ড্যানা কমিশনারের সঙ্গে মিলিত হতেই তিনি বললেন,–এখনই আমাদের শপিং-এ যেতে হবে।–

–আমার শপিং-এর দরকার নেই।–

–আমার কাজের জন্য দরকার আছে। একটা ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে উঠে তারা শপিং মলে পৌঁছল। একজন সেলস লেডি তাদের দিকে এগিয়ে এল। রুশ ভাষায় কমিশনারের

সঙ্গে কিছু কথোপকথন হল। একটু পরে পিংক মিনিস্কার্ট এবং অত্যন্ত লোকাট ব্লাউজ নিয়ে সে ফিরে এল। শ্যাডনফ ড্যানাকে ওগুলো পরতে বললেন।

ড্যানা প্রতিবাদ করে ওঠে,–না। ওগুলো আমি পরব না।–

–আপনাকে পরতেই হবে।–

ড্যানা ভাবল লোকটা পারভার্টেড। তাই বাধ্য হয়ে ছোট ড্রেসিংরুমে গিয়ে পোশাকগুলো পরে নিল। বেরিয়ে এলে শ্যাডনফ বলল,–কিছু মেকআপ এখনও বাকি আছে।–

ড্যানা রাস্তায় বেরোতে পথচারীরা তার দিকে বাঁকা চোখে তাকাতে লাগল। একটা বিউটি সেলুনে ঢুকে শ্যাডনফ গাঢ় লাল রঙের লিপস্টিক ও রুজ লাগাতে বলল।

ড্যানা বলল,–আর নয়। আপনার সঙ্গে এই খেলায় আমি অংশ নিতে পারছি না।–

–ক্র্যাসনোইয়ার্স্ক-২৬ সিটি খুব কাছেই। সেখানে খুব কম সংখ্যক লোক বেশ্যাদের নিয়ে। যেতে পারে। তাই আপনাকে বেশ্যার সাজে সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। প্রবেশ মূল্য হিসাবে এক পেটি ভদকা উপহার দিতে হবে। আপনি এতে ইচ্ছুক তো?–

–হ্যাঁ–, ড্যানা অনিচ্ছার সঙ্গে বলল।

শেরেমেটিয়েভো বিমান বন্দরে একটা মিলিটারি জেট বিমান তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা দুজনই শুধু যাত্রী। –আমরা কোথায় যাচ্ছি?– ড্যানা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল। –সাইবেরিয়ায়।–

চারঘণ্টা বাদে তারা একটা ছোট্ট বিমানবন্দরে অবতরণ করল। একটা লাড়া ২১১০ সেডান গাড়ি তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। জায়গাটা খুব নির্জন।

বহু সশস্ত্র প্রহরী একটা রেলস্টেশনের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়েছিল। ড্যানাদের দেখে তারা ড্যানার কুরুচিকর পোশাকের দিকে তাকাল। ড্যানার দিকে তাকিয়ে অশ্লীল মন্তব্য করল কেউ কেউ। শ্যাডনফ তাদের রুশ ভাষায় কিছু বলতেই তারা শব্দ করে হেসে উঠল।

শ্যাডনফ একটা ট্রেনে উঠলেন। ড্যানাও উঠল। ট্রেন ছেড়ে দিল। ড্যানা জানতে চাইল– কোথায় যাচ্ছি আমরা?– এই সময় ট্রেনটা থেমে যেতেই শ্যাডনফ বললেন–এসে গেছি আমরা।–

ট্রেন থেকে নেমে একটু দূরে একটা অদ্ভুত বিল্ডিং-এর দিকে এগিয়ে গেল তারা। শ্যাডনফ বললেন,–আমার গলা জড়িয়ে ধরুন বেশ্যাদের মত।– সে তাই করল। এতে বাড়িটার গেট খুলে গেল। তখন তারা হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলল। কমিশনারকে সুন্দরী প্রেমিকার সঙ্গে দেখে সৈনিকরা ঈর্ষাকাতর হল। ড্যানা দেখল তারা একটা এলিভেটর স্টেশনের উপর তলার কক্ষে প্রবেশ করছে যেটা নিচে নেমে যাবে।

–আমরা পাহাড়ের নিচে যাচ্ছি।– শ্যাডনফ বললেন।

–কেন যাচ্ছি সেখানে?–গেলেই দেখতে পাবেন।

— এক সময় এলিভেটর থেমে গিয়ে দরজা খুলে গেল। কমিশনার বললেন,–আমরা এসে গেছি।–

সেখান থেকে বেরিয়ে তারা একটা আধুনিক শহরের রাস্তায় পৌঁছাল। থিয়েটার, রেস্তোরাঁ, দোকানপাট সবই রয়েছে। গরম আবহাওয়া।

–এই হল ক্রাসনোইয়ার্স্ক-২৬।

–এটা কি বম্ব সেন্টার?

–এই মুহূর্তে আমি যা বলছি তাতে কোন প্রশ্ন না করলেই ভাল হয়।

— ড্যানা সতর্ক হয়।

–আপনি প্লুটোনিয়াম সম্পর্কে জানেন?–না।–

–প্লুটোনিয়াম আনবিক টরপেডোর জ্বালানি। এটি উৎপাদনের জন্যই ক্র্যাসনোইয়ার্স্ক এখনও টিকে আছে। এক লক্ষ বিজ্ঞানী এবং টেকনিশিয়ানরা এখানে বাস করে কাজ করার জন্য। তাদের আহার, বাসস্থান, পোশাক দেওয়া হয়, এই শর্তে যে এখান থেকে কোথাও যাওয়া চলবে না।–

ড্যানা জানতে চাইল,–ওরা কোথায় প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করে?

–দেখাব। চলুন ট্রামে ওটা যাক।

— ট্রামটি ট্যানেলের গোলক ধাঁধায় প্রবেশ করল।

এইসব অবিশ্বাস্য কাজকর্মের কথা ভাবল ড্যানা। এই শহর তৈরি করতে নিশ্চয়ই অনেক সময় লেগেছে। এবার ট্রামটা থেমে গেল। এবার নামতে হবে,– কমিশনার বললেন। ড্যানা তাকে অনুসরণ করে বিস্মিত হয়ে গেল। তিনটি বিশাল রিঅ্যাক্টর, বিশাল একটা গুহার মধ্যে রাখা ছিল। একটি চালু তার পাশে ব্যস্ত, টেকনিশিয়ানের দল।

শ্যাডনফ জানালেন,–এই মেশিনগুলো যথেষ্ট প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করতে পারে। যা দিয়ে প্রতি তিনদিনে একটা আনবিক বোমা তৈরি করা যায়। ঐ রিঅ্যাক্টরটা বছরে আধটন প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করতে পারে যা দিয়ে একশোটা বোমা তৈরি হতে পারে।–

–তবে ওরা আরও কেন উৎপাদন করছে?–

–কারণ, এই প্লুটোনিয়াম থেকে যে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয় তা উপরের শহরবাসীর জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই উৎপাদন বন্ধ করলে আলো, তাপ থাকবে না। প্রবল ঠান্ডায় মানুষ মারা যাবে।–

–তবে তো চিন্তার বিষয়।–

–আরও খারাপ আছে। রাশিয়ার আর্থিক অবস্থা এত খারাপ যে বিজ্ঞানী ও টেকনিশিয়ানদের বেতন দেওয়া যাবে না। তাদের বাড়িগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা যাচ্ছে না। লোকেরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।–

তাই কি রাশিয়া কিছু প্লুটোনিয়াম বিক্রি করে দেবে বলে আপনি মনে করেন?–টেলর উইনথ্রপ রাশিয়ায় রাষ্ট্রদূত হবার আগে বন্ধুরা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল তিনি ক্র্যাসনোইয়া ২৬ এর লেনদেন করতে চান কিনা। কয়েকজন বিজ্ঞানী জানান তাদের সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে উইনথ্রপ লেনদেন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তবে যতক্ষণ না টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো একত্রিত করা যায় ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তাকে। এরপর রাশিয়ায় আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত হন তিনি। উইনথ্রপ এবং কয়েকজন পার্টনার বিজ্ঞানীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লিবিয়া, ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া, চিন প্রভৃতি দেশে প্লটোনিয়াম পাচার করতে শুরু করে দিলেন।– টুকরো টুকরো ঘটনাগুলি একত্রিত হয়ে গেল। কারণ সর্বোচ্চ পদ পাওয়া যায় না। একটা টেনিস বলের মতো আকারের প্লটোনিয়াম একটা নিউক্লিয়ার বোমা তৈরির পক্ষে যথেষ্ট। উইনথ্রপ এবং তার পার্টনার এই কাজে কয়েক মিলিয়ন ডলার আয় করতে থাকেন। কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে না।

ড্যানা বলল–টেলর উইনথ্রপ কেন খুন হলেন?–

–কারণ তিনি খুব লোভী হয়ে উঠেছিলেন। একদিন ঠিক করলেন ব্যবসাটা একাই চালাবেন। তার পার্টনার এই মনোভাবের কথা জানতে পেরেই তাকে খুন করে।–

–কিন্তু পরিবারের অন্যান্যদেরও খুন করল কেন?–টেলর ও তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে পল সেই পার্টনারকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করল। তারপর মনে হল অন্য সন্তানরা যাতে প্লুটোনিয়ামের ব্যাপারটা জেনে না ফেলে তাই তাদেরও খুন করা হল। কিন্তু এমনভাবে করা হল, যাতে মনে হয় নিছক দুর্ঘটনা।–

ড্যানা শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করল,–টেলর উইনথ্রপের পার্টনার কে ছিলেন?–

কমিশনার বললেন,–মিস ইভান্স, আপনি অনেক কিছু জেনে গেছেন। আপনি যখন আমাকে রাশিয়া থেকে বার করে নিয়ে যাবেন তখনই আমি বলব তার নাম। এবার আমাদের এখান থেকে যেতে হবে।–

ড্যানা ঘুরে সেই রিঅ্যাক্টরটা দেখল যেটা কখনও বন্ধ করা যাবে না। মৃত্যুর মত ভয়ংকর প্লটোনিয়াম যেটা ২৪ ঘণ্টা উৎপাদন করে যাচ্ছে।

–আমেরিকান সরকার এর খবর জানে?– ড্যানা জানতে চাইল।

–হ্যাঁ, তারা এটার ব্যাপারে আতঙ্কিত। ওদের স্টেট ডিপার্টমেন্ট আমাদের সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে কাজ করে যাচ্ছে যাতে এই রিঅ্যাক্টরগুলি থেকে কম ক্ষতিকারক কিছু উৎপাদন করা যায়। FRA-এর সঙ্গে আপনি পরিচিত?

–হ্যাঁ। তারাও এব্যাপারে জড়িত। তারা দুজন এলিভেটরে উঠে গেল। ওপরে উঠে এসে শ্যাডনফ বললেন,–এখানে আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে। আমরা সেখানেই যাব।– রাস্তায় দেখল তারই মতো রুচিহীন পোশাক পরিহিতা একটি মেয়ে একজন পুরুষের হাতে হাত রেখে চলেছে। শ্যাডনফ বললেন,–দিনের বেলা কিছু লোককে প্রেমিকার সঙ্গে ঘোরাঘুরির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রাত হলেই তাদের প্রহরীবেষ্টিত জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।–

ড্যানা একটা বিরাট উঁচু বিল্ডিং-এর দিকে তাকাতে গিয়ে দেখল একেবারে উপরে ঘড়ি থাকার বদলে একটা বিরাট যন্ত্র লাগানো রয়েছে।

–ওটা কি?– সে জানতে চাইল।

–ওটা তেজস্ক্রিয়তা মাপার যন্ত্র। রিঅ্যাক্টারে গোলমাল দেখা দিলে ঐ যন্ত্রটা সতর্ক করে দেবে। আমার অ্যাপার্টমেন্ট এখানেই। কিছুক্ষণের জন্য আমাদের এখানে থাকতেই হবে কারণ FSB প্রত্যেকের ওপরেই নজর রাখে। এর আর এক নাম KGB।–

বিরাট বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট। তবে এখন দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। ড্যানা একটা কৌচে বসে FRA-র সম্বন্ধে জেফ-এর কথা ভাবছিল। জেফ বলেছিল FRA-এর সত্যিকারের কার্যকলাপ হল বিদেশি ইন্টেলিজেন্সি এজেন্সির ওপর নজর রাখা।– টেলর-এর প্রধান ছিলেন। ভিক্টর বুস্টার ছিলেন তার সঙ্গী।

–জ্যাক স্টোন অবশ্য ভাল লোক। তাকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে।

শ্যাডনফ তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন,–এখন চলে যাবার সময় হয়েছে। আমাকে রাশিয়া থেকে বার করে নিয়ে যাবার ব্যাপারে কিছু ভাবলেন?–

–হ্যাঁ। তবে একটু সময় দরকার।–

বিমানটা যখন মস্কোয় অবতরণ করছিল সেখানে দুটো গাড়ি অপেক্ষা করছিল। একটা চিরকুট ড্যানাকে দিয়ে শ্যাডনফ বললেন,–সিরাফা অ্যাপার্টমেন্টে এক বন্ধুর সঙ্গে আমি

থাকি। এখানে ঠিকানাটা রয়েছে। আজ রাত আটটায় চলে আসুন। আপনার পরিকল্পনার কথা আমাকে বলবেন। ড্যানা সম্মতি জানাল।–

ড্যানা সোয়ুজ হোটেলে ফিরে এল। দেখল ডেস্কের পিছনে বসে থাকা মহিলাটি বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ড্যানা বুঝল কারণটা। সে আগে ঘরে গিয়ে পোশাক পাল্টে নিল। তারপর রজার হাডসনকে ফোন করল। সিজার ফোন ধরেছিল। রজারকে দিল। ড্যানা বলল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আপনাকে একবারেই পেয়ে গেলাম।–

–তুমি এখন কোথায়?–

মস্কোয়। টেলর ও তার পরিবারের সদস্যদের কেন খুন করা হয়েছে জানতে পেরেছি। আপনার সঙ্গে দেখা হলে সব খুলে বলব। একটা সমস্যা হওয়ায় আপনাকে ফোন করছি। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ রাশিয়ান অফিসার শ্যাডনফ আমেরিকায় পালাতে চান। তাঁর জীবন বিপন্ন। আপনি সাহায্য করতে পারেন?–

–এ সব ব্যাপারে আমাদের কারো জড়ানো ঠিক নয়।

–তবু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এটা করতেই হবে।

–ড্যানা, আমি এসব পছন্দ করি না।

–আপনি ছাড়া আমি আর কার কাছে সাহায্য চাইব?

–তাকে এখন আমেরিকান দূতাবাসে নিয়ে এস। আমেরিকায় নিয়ে যাবার জন্য যতক্ষণ না একটা উপায় বার করছি ততক্ষণ সে নিরাপদে থাকবে।

–কিন্তু আমেরিকান দূতাবাসকে সে বিশ্বাস করে না।–

–ঠিক আছে আমি রাষ্ট্রদূতকে ফোনে বলে দিচ্ছি তার জন্যে ভাল সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে।–

–ধন্যবাদ।

–শ্যাডনফ এখন কোথায়?–

–সিয়াফা অ্যাপর্টমেন্টে, আজ রাত আটটায় আমি দেখা করতে যাচ্ছি।

–সাবধানে থেকো ড্যানা।–

পৌনে আটটায় ড্যানা সিয়াফা অ্যাপর্টমেন্টের সামনে এল। হলওয়েটা মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করছে। সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠে এল সে। 28E অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এল। দরজাটা ভেজান ছিল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই কিসে যেন হোঁচট পেয়ে মেঝেতে পড়ল। ড্যানা উঠে দাঁড়িয়ে, হাতড়ে হাতড়ে সুইচবোর্ড খুঁজে আলো জ্বালাতেই দেখতে পেল শ্যাডনফের মৃতদেহ যাতে হোঁচট খেয়ে সে মেঝেতে পড়েছিল। তার গলা থেকে কান পর্যন্ত লম্বালম্বিভাবে কাটা। ভয়ে ড্যানা চিৎকার করে উঠল। বিছানায় দেখল মাথায়

প্লাস্টিক ব্যাগ জড়ানো এক মাঝবয়সী মহিলার মৃতদেহ। ড্যানা টলতে টলতে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল।

সেই অ্যাপার্টমেন্টের ঠিক উল্টোদিকের বিল্ডিং-এর একটা অ্যাপার্টমেন্টের জানলার সামনে সে দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে সাইলেন্সর লাগানো উদ্যত AR-1 রাইফেল। যে কোন · মুহূর্তে মেয়েটি বেরিয়ে আসবে। দুটি মৃতদেহে দেখে নিশ্চয় সে আতঙ্কিত হয়েছে। এবার তার পালা। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর দরজা খুলে যেতেই লোকটা সতর্ক হয়ে রাইফেলটা তুলে নিয়ে টেলিস্কোপের মাধ্যমে ড্যানার মুখ দেখতে পেল। ড্যানা তীরবেগে ছুটছে। লোকটা রাইফেলের ট্রিগারে চাপ দিল। ঠিক তখনই একটা বাস এসে বিল্ডিং-এর সামনে থামল। বাসের ছাদে বুলেটগুলো আছড়ে পড়ল। ছাদ উড়ে গেল।

রাস্তায় বরফ পড়ছে। সঙ্গে প্রচণ্ড ঠান্ডা হাওয়া। ড্যানা কোনরকমে হোটেলে ফিরে এসেই রজার হাডসনকে ফোন করল।

রজার ফোন ধরেন, ড্যানা কাঁদতে কাঁদতে বলে,–শ্যাডনফ আর ওর এক বান্ধবীকে খুন করা হয়েছে।–

–কী বলছ তুমি! এ যে অবিশ্বাস্য!–

–ওরা আমাকেও খুন করতে চায়।

—ঠিক আছে, শোন, মাঝরাতে ওয়াশিংটনগামী এক এয়ার ফ্রান্স বিমান ছাড়ে। তোমার জন্য একটা টিকিট সংরক্ষণ করে দিচ্ছি। কেউ যেন তোমায় অনুসরণ না করে। হোটেল

মেট্রোপোলে চলে যেও। সেখান থেকে এয়ারপোর্টগামী বাসে উঠে পড়। তুমি যখন ওয়াশিংটনে পৌঁছবে তখন আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।–

–ধন্যবাদ।– শ্যাডনফ আর তার বন্ধবীর মৃতদেহ দুটি খালি তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে ড্যানা হোটেলে ফিরে এল।

ড্যানা তাড়াতাড়ি পোশাক বদল করে রাস্তায় দিয়ে হেঁটে চলল হোটেল মেট্রোপোলের দিকে। রাস্তা পেরোতে গিয়ে পেছন থেকে ধাক্কা অনুভব করল। বরফের ওপর পড়ে গেল ড্যানা। ঠিক তখনই একটা ট্রাক দ্রুতগতিতে ড্যানার দিকে এগিয়ে এল। ড্যানা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে দেখল ট্রাক চালক স্টিয়ারিং তার দিকে ঘোরালো যাতে ড্যানা ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে। ড্যানা ভয়ে চোখে বুজে ফেলল। একটু পরে চোখ মেলে সে আকাশ দেখতে পেল। ট্রাকটা চলে গেছে তখন। ড্যানা পথচারীদের সাহায্য নিয়ে উঠে দাঁড়াল। একদল যুবক তাকে হোটেল মেট্রোপোলে পৌঁছে দিয়ে গেল। এয়ারপোর্ট বাস ছাড়তে তখনও কিছুটা দেরি ছিল। ড্যানা হোটেলের লবিতে বসে ভাবছিল কে তাকে খুন করতে চাইছে, ফেনালের জন্যও চিন্তা হচ্ছে তার।

এক ঘণ্টা পরে শেরেমেটিয়েভো বিমানবন্দরে পৌঁছে ড্যানা তার টিকিট সংরক্ষিত আছে কিনা দেখে নিল। ড্যানা ঈশ্বরের কাছে রজারের জন্য প্রার্থনা করল। একটু পরেই লাউস্পীকারের ঘোষণা হল–ওয়াশিংটনগামী এয়ার ফ্রান্স ফ্লাইটের যাত্রীরা তাদের পাসপোর্ট ও বোর্ডিং পাশ নিয়ে তিন নম্বর গেটের সামনে চলে আসুন।–

এয়ারফ্লোট কাউন্টার থেকে যে লোকটা নজর রাখছিল সে তার সেলফোনে কাউকে বলল,–বোর্ডিং গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।–

রজার হাডসন রিসিভার তুলে একটা নম্বর ডায়াল করে বলল–এয়ার ফ্রান্স ফ্লাইট টু টুয়েন্টিতে সে যাচ্ছে। আমি তার সঙ্গে বিমানবন্দরে দেখা করতে চাই।–

–আপনি তাকে নিয়ে কী করতে চান?

–আমি গাড়ি চাপা দিয়ে তাকে খতম করতে চাই।–

হঠাৎ ড্যানার মনে হল শ্যাডনফের সঙ্গে তার কথোপকথনের কথা। শ্যাডনফের লুকিয়ে থাকার কথা একমাত্র রজার হাডসনকেই বলেছিল ড্যানা। শ্যাডনফও পরোক্ষে হলেও টেলর উইনগ্রপের সঙ্গে রাশিয়ার অন্ধকার জগতের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেছিল।

রজার ও পামেলা হাডসনকে জিজ্ঞাসা করে ড্যানা তার সব গতিবিধির কথা বলে এসেছিল। কিন্তু তারা যে ড্যানার ওপর গুপ্তচরগিরি করছে তা সে বুঝতে পারেনি। টেলরের পার্টনার হয়ত রজার হাডসন নিজেই।

বিপদের আশঙ্কায় ড্যানা এয়ার ফ্লাইট ফ্রান্স টু টুয়েন্টি বদল করে আমেরিকান এয়ারলাইন্স ফ্লাইটে উঠে বসে। শিকাগোর ওহারে বিমান বন্দরে নেমে সে স্বস্তির শ্বাস নিল। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। ফেনালের সুরক্ষার জন্য এখন সে চিন্তিত। এমন একটা সংস্থার সাহায্য নিতে হবে যাতে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। জ্যাক স্টোনের

কথা মনে পড়ল ড্যানার। জ্যাক স্টোন খুব সহানুভূতিশীল মানুষ ঐসব বিশ্বাসঘাতকদের দলে সে নেই।

ড্যানা টেলিফোন বুথে গিয়ে জ্যাক স্টোনকে ফোন করল।

বলল–আমি খুব বিপদে পড়ে গেছি। কেউ আমাকে অনুসরণ করে খুন করার চেষ্টা করছে।– ড্যানার কথায়, জ্যাক উদ্বেগ অনুভব করল।

ড্যানা বলল,–আমি নিজের জন্য ভাবছি না। ফেনালের জন্যই আমার চিন্তা হচ্ছে। ফেনালকে রক্ষা করতে কাউকে পাঠাবে তুমি?–

–কাউকে আমি তোমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে তোমাকে খুন করতে চাইছে কে?–

–জানি না। দুবার খুনের চেষ্টা করেছে তারা।

–আমি তোমাদের নিরাপত্তার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

–আমি এখন ওহারের আমেরিকান এয়ারলাইন্সে।

–তোমার ওপর নজর রাখার জন্য একজনকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি।–

–ধন্যবাদ।– জ্যাক স্টোন রিসিভার নামিয়ে ইন্টারকমের বোম টিপল। বলল,–টারগেট এইমাত্র ফোন করল। ওহারের আমেরিকান এয়ারলাইন্স টার্মিনালে রয়েছে। ওকে নিয়ে এস।–

–আচ্ছা স্যার।

–দূর প্রাচ্য থেকে জেনারেল বুস্টার কখন ফিরছেন?– জ্যাক স্টোন জানতে চাইল।

–আজ বিকেলে।

–এখানে কি চলছে তা দেখার আগে ড্যানাকে এখান থেকে তাড়াতে হবে।–

.

ড্যানার সেলফোন বেজে উঠল। জেফ বলল–ড্যানা, কতদিন তোমায় দেখিনি। আমি তোমায় ভালবাসি।–আমিও তোমার অভাব অনুভব করছি।– একটি লোক ড্যানার দিকে সন্দেহজনক ভাবে তাকিয়ে ছিল। ড্যানার মনে কুচিন্তার উদয় হল। সে বলল,–জেফ, আমার যদি কিছু হয়–মনে রেখো আমি...–

–কেন? তোমার কি কিছু...—

না, কিছু নয়, তবে সন্দেহ হচ্ছে কেউ আমাকে অনুসরণ করছে। তবে মনে হয় শেষটায় সব ভালই হবে।– ফোন রেখে ড্যানা দেখল লোকটা তখনও তার দিকে তাকিয়ে আছে। ড্যানা ভাবল জ্যাক স্টোনের লোক এত তাড়াতাড়ি এখানে পৌঁছবে না। তাই আমাকেই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে যে কোন ভাবে।

ড্যানার পাশের অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিবেশি দরজায় নক করল। মিসেস ড্যালি দরজা খুলে দিতে সে বলল,–ফেনালকে ডেকে দাও।–

মিসেস ড্যালি দরজা বন্ধ করে ফেনালকে ডাকল,–তোমার প্রিয় জইয়ের খাবার তৈরি। ফেনাল খেতে এস।– এরপর মিসেস ড্যালি রান্নাঘরের তাক থেকে বুস্টার লেবেল আটা তিনটে ড্রাগের প্যাকেট খুলে জইয়ের খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দিল।

স্টাডি থেকে ফেনালও এসে হাজির হল সেখানে। ফেনাল বলল,–আমি খুব একটা ক্ষুধার্ত নই।–

মিসেস ড্যালি তাকে বলল,–খেতে তোমাকে হবেই। মিস ড্যানাকে খুশি করতে হবে তো।– ফেনাল অনিচ্ছা সত্ত্বেও খেতে শুরু করল।

মিসেস ড্যালি ভাবল এখন ফেনালের ছয় ঘণ্টা ঘুমনো উচিত।

বিমানবন্দরের ভেতরে দিয়ে ড্যানা প্রায় ছুটে এসে একটা বিরাট পোশাকের দোকানের সামনে থামল। কিন্তু দোকানের প্রবেশ পথে চোখ পড়তেই তার শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল। দুটো ভয়ংকর চেহারার লোক সেখান স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। একজনের হাতে ওয়াকিটকি। সেলস কাউন্টারের ক্লার্ককে সে জিজ্ঞেস করল,–এখান থেকে বাইরে যাবার দ্বিতীয় কোন পথ আছে?–

আছে, তবে সেটা দোকানের কর্মচারীদের জন্য।– ড্যানা একটু চিন্তা করে একটা পোশাক তুলে নিয়ে বাইরে বেরনোর দরজার দিকে ছুটতে লাগল। কর্মচারীটি দেখে

চিৎকার করে উঠল। ড্যানা এইরকমই চাইছে, তারা তাকে পুলিশে দিক। তবে সে নিরাপদে থাকবে। খুনি লোক দুটোর খপ্পর থেকে মুক্তি পাবে। গোলমাল শুনে ম্যানেজার ছুটে এল। বলল,–তাহলে তো পুলিশ ডাকতে হয়।– বলে ড্যানার দিকে তাকিয়েই সে অবাক হয়ে গেল।

মাই গড। ড্যানা ইভান্স।– কৈফিয়তের ভঙ্গিতে সে বলে,–আমি দুঃখিত মিস ইভান্স। কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে।–

–না, আমি শপ লিফটার। আমাকে গ্রেপ্তার করুন।–

ম্যানেজার হেসে বলল,–তা কখনও হয়। পোশাকটা আমরা আপনাকে উপহার দিলাম। আপনার একটা অটোগ্রাফের বিনিময়ে পোশাকটার ব্যবসা আরও বাড়িয়ে তুলতে চাই।–

অন্য খদ্দেররা ড্যানার অটোগ্রাফ নিতে চাইল। ড্যানা স্থির করল এইভাবে খদ্দেরদের সঙ্গে মিশে দোকানের বাইরে বেরিয়ে যেতে হবে লোক দুটির নজর এড়িয়ে।

সে খদ্দেরদের বলল,–দোকানের বাইরে গিয়ে খোলা হাওয়ায় আমি আপনাদের অটোগ্রাফ দেব। কেমন?–

তারপর ম্যানেজারকে বলল,–আপনাকে আমি অটোগ্রাফ দিচ্ছি, তবে এই পোশাকটা রেখে দিন।–

ড্যানা তার অনুরক্তদের অটোগ্রাফ দেবার ফাঁকে একটা ট্যক্সি থামিয়ে উঠে পড়ল। যাবার আগে অনুরক্তদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করল।

জ্যাকসন ফোনে রজার হাডসনকে বলছিল,–মিঃ হাডসন, ড্যানা বেরিয়ে গেল। ট্যাক্সির নম্বর আমরা রেখে দিয়েছি।

শিকাগোর কেন্দ্রস্থলের পোশাকের দোকান কারসন পিরি স্কট অ্যান্ড কোম্পানি ভিড়ে ঠাসা। ড্যানা খুশি হল কারণ ভাড়াটে খুনিরা তাকে সহজে খুঁজে পাবে না। স্কার্ফ কাউন্টার থেকে একটা স্কার্ফ কিনে বেরিয়ে আসতে গিয়ে ড্যানা দেখল দুজন লোক ওয়াকিটকি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভয়ে সে কেঁপে উঠল।

ড্যানা ভাবছিল ঐ লোকগুলি তার পিছু নেওয়া ছাড়ছে না। ড্যানা ভাবল তার চেহারায় কিছু বদল আনতে হবে যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে। ফ্যান্টাসি হেড কোয়ার্টারে গেল ড্যানা। একজন ক্লার্ক এগিয়ে এল। ড্যানা বলল,–পুলিশকে ডাকুন। কেউ আমাকে খুন করতে চায়।– আরও বলল,–আমার একটা সোনালি পরচুল চাই।– সোনালি পরচুল পরে তার চেহারায় অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে। দোকানের বাইরে এসেই একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে বলল,–ওহারে বিমানবন্দর।– ফেনালের কাছে যেতে সে উদগ্রীব।

ফোনটা বাজতেই র‍্যাচেল ফোন তুলে বলল,–ডাঃ ইয়ং...কী বললেন?– জেফ দেখল র‍্যাচেলের মুখে একটা কালো ছায়া নেমে এল। ফোনটা নিয়ে সে শয়নকক্ষে চলে গেল। সেখান থেকে তার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে এল। –আমার যাই হোক না কেন আপনি বলুন

ডক্টর।– তারপর মিনিট কয়েকের নীরবতা। তারপর র‍্যাচেল তার শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। বলল,–আমার চিকিৎসা কার্যকর হয়েছে। আমি এখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত।–

জেফ খুশি হয়ে বলল,–ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।– র‍্যাচেল বলল,–তোমাকে এখন আমার আর দরকার নেই। তুমি এখন ড্যানার কাছে ফিরে যাও। আমার কাছে থাকার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।–

জেফ তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যখন বেরিয়ে পড়ল তখন র‍্যাচেল জানালা দিয়ে দেখল তার জীবনের একমাত্র ভালবাসার পুরুষটি চলে যাচ্ছে। ডাঃ ইয়ং-এর কথাগুলি র‍্যাচেলের কানে বাজছিল–মিস স্টিভেন্স, আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আপনার ক্যানসার অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। চিকিৎসায় কোন কাজ হয়নি। বড়জোর এক কিংবা দুমাস।–

ওয়াশিংটনের ডালাস বিমানবন্দরে বিমান অবতরণ করতেই ড্যানা ট্যাক্সি বুথে চলে, এল। ট্যক্সিতে উঠে পড়ল। সন্দেহজনক কোন লোককে দেখতে পেল না। পার্স থেকে আয়না বার করে তার মুখটা দেখল। তার মুখে বিরাট পরিবর্তন এসেছে।

স্টাডির দরজায় সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল ফেনালের। মিসেস ড্যালির কণ্ঠস্বর পেল–এখনও ঘুমোচ্ছ ফেনাল। আমি ওর খাবারের সঙ্গে মাদক দ্রব্য মিশিয়ে দিয়েছি।–

একজন লোক বলল,–ওকে এখন জাগিয়ে তোলা দরকার।

— অন্য পুরুষকণ্ঠ বলল,–ওকে ঘুমন্ত অবস্থায় বধ্যভূমিতে নিয়ে গেলে সেটাই সুবিধার হবে।

–না, কিছু সময় ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ইভান্সকে ধরবার জন্য ওকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হবে।–

ফেনাল খাট থেকে নেমে পড়ল। ভয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। এখন সে অনেক বোঝদার হয়ে গেছে। মিসেস ড্যালি যে বিশ্বাসঘাতক এটা ভেবেই অবাক লাগছে তার। ফেনাল ভারল আমাকে এত সহজে ওরা খুন করতে পারবে না। দ্রুত পোশাক পরে নকল হাত লাগিয়ে সে ফায়ার এস্কেপ দিয়ে নিচুতলায় পৌঁছল। নেমেই সে ছুটতে শুরু করল।

একজন লোক বলল,–চলো ছেলেটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলি।– স্টাডির দরজা খুলে তাকে বাঁধতে ঢুকে দেখল সে পালিয়েছে।

দুজন লোক এবং মিসেস ড্যালি জানালার দিকে ছুটে গিয়ে দেখল ফেনাল ছুটে পালাচ্ছে। তারা বলল,–চলো, ওকে এখনই ধরতে হবে।–

ফেনাল প্রাণপণে ছুটে চলেছে। তার পা আর পারছে না। তার লক্ষ্য স্কুল। কোনমতে স্কুলে পৌঁছতে পারলেই সে নিরাপদ। কিন্তু স্কুলে পৌঁছে সে দেখল গেটে তালা লাগানো। হঠাৎ তার কাঁধে শক্ত হাতের চাপ পড়ল–আজ শনিবার যে, মনে নেই?–।

ড্যানা তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে দুটো ব্লক দুরে ট্যাক্সি থেকে নেমে হেঁটে চলল। ফেনালের জন্য তার চিন্তা নেই। জ্যাক স্টোন নিশ্চয় তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। ড্যানা

অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের পিছন দিয়ে ঢুকে তিনতলায় পৌঁছাল সিঁড়ি বেয়ে। দরজা হাট করে খোলা দেখে সে কেঁপে উঠল। আতঙ্কিত হয়ে সে ডাকল–ফেনাল?– কোন সাড়া পেল না। রান্নাঘরের মেঝেতে ক্যাবিনেট ড্রয়ারটা পড়েছিল। কৌতূহলী ড্যানা ছোট ছোট প্যাকটে দেখতে পেল। লেবেলে লেখা ছিল বুস্টার 15; NDC D081 D822-32 চিহ্নিত করা। এগুলো কী ড্রাগ? সে প্যাকেটগুলি কোটের পকেটে ঢুকিয়ে নিল। সে তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে একটা ওষুধের দোকানে ঢুকল। একটা গাছের পিছনে লুকিয়ে থাকা একটা লোক বলল ফোনে–ড্যানা ফার্মেসিতে ঢুকল। প্যাকেটা দেখে ফার্মাসিস্ট বলল,– বুস্টার একটা অ্যান্টি অ্যাংগজাইটি ড্রাগ। হোয়াইট ক্রিস্টাল। জলে গুলে খেতে হয়। খেলে খুব শান্ত হয় মন। তবে ভোজ বেশি হয়ে গেল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।–

ড্যানা বুঝল মিসেস ড্যালিই ফেনালকে ড্রাগ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে কিডন্যাপ করিয়েছে।

ড্যানা রাস্তায় নামতেই দুজন লোক ড্যানাকে বলল,–মিস ইভান্স, আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?—

ড্যানা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছিল যে পুলিশ তার দিকে ছুটে চলল সিগনাল না মেনেই।

–একী করছেন, আপনি যে ট্রাফিক নিয়ম অমান্য করছেন।– ড্যানা তার কথা অগ্রাহ্য করে ছুটে চলল।

–আপনি কি বধির?

— ড্যানা পুলিশ কর্মীটির গালে এক চড় কষিয়ে দিল।

পুলিশ কর্মীটি তার হাত চেপে ধরে বলল,–আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল?– ড্যানা এটাই চাইছিল। পুলিশের গাড়ি এল। ড্যানাকে তাতে তোলা হল। দুজন লোক অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল। পুলিশ স্টেশনে ঢুকেই ড্যানা ফোন করতে চাইল।

বারোটি ব্লক ঘুরে একটা লোক ফেনালকে একটা লিমুজিন গাড়িতে তুলল। ফেনাল কাতরভাবে বলল,–আমাকে গলির ভেতর নিয়ে যেও না?– ইউনিফর্ম পরিহিত চারজন নাবিক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল।

ফেনাল তাদের কাছে সাহায্য চাইল–আমায় ঐ গলির মধ্যে নিয়ে যেতে দিও না। ও আমায় পাঁচ ডলার দেবে বলেছে। কিন্তু আমি নোংরা কাজ করতে পারব না।–

নাবিকরা দাঁড়িয়ে পড়ল–তুমি নিজে তো বিপথগামী হয়েই ছো, ঐ ছোট ছেলেটাকেও বিপদে নিয়ে যাচ্ছ কেন?–

–তোমরা ঠিক বুঝতে পারছে না...–।

নাবিকরা তার কথায় পাত্তা না দিয়ে তাকে ঘিরে ধরল। ফেনাল সেই সুযোগে পালিয়ে গেল।

একজন ডেলিভারি বয় তার সাইকেল রেখে একটা বাড়ির দিকে এগোচ্ছিল। ফেনাল তার সাইকেলে উঠে জোরে চালিয়ে চলে গেল।

ওদিকে পুলিশ স্টেশনে ড্যানাকে সার্জেন্ট মুক্তি দিয়ে দিল। ড্যানা বুঝল ম্যাটকে ফোন করে কাজ হয়েছে। ড্যানা পুলিশ স্টেশন থেকে বেরোতে যেতেই বাধা পেয়ে চমকে তাকাল। একজন লোক হাত ধরে রাস্তায় নিয়ে যেতে লাগল। থানার প্রবেশদ্বারে wrN-এর পুরো টেলিভিশন টিম দাঁড়িয়ে। ড্যানার উদ্দেশ্যে সহকর্মীরা প্রশ্নবান ছুঁড়তে লাগল। লোকটি মুখ ঢেকে পালাতে থাকে। ড্যানা অবাক হয়। ম্যাট বেকার ড্যানাকে বললেন,–চলো, এখান থেকে যাওয়া যাক।–

WTN বিল্ডিং-এ ম্যাট বেকারের অফিসে তারা সবাই মিলিত হল। ড্যানা বলছিল–FRA-ও জড়িত, এই কারণেই জেনারেল বুস্টার তদন্তের কাজে বাধা দিয়েছিল।– ইলিয়ট ক্রমওয়েল বললেন,–আমি অবাক। টেলর উইনথ্রপ সম্বন্ধে আমরা সবাই এতবড় ভুল করলাম কী করে? হোয়াইট হাউসকে জানানো উচিত। অ্যাটর্নি জেনারেল এবং FBI-এর সঙ্গে ওরা যোগাযোগ করুক।– অ্যাবে ল্যাসম্যান বলল,–আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই?–শ্যাডনফের ভাই বোরিস এখনও জীবিত। সে মুখ খুললেই সব প্রকাশ হয়ে যাবে।– ড্যানা ম্যাট বেকারকে জিজ্ঞেস করল,–ফেনালের ব্যাপারে আমরা কী করছি?–দৃঢ়ভাবে ম্যাট বললেন,–আমরা, তাকে খুঁজে বার করবই। তবে তোমার লুকিয়ে থাকার একটা জায়গা খুঁজে বার করতে হবে। অ্যাবে ল্যাসমান বলে উঠল,–তুমি আমার অ্যাপার্টমেন্টটা ব্যবহার করতে পারো। সেখানে তোমাকে কেউ চিনতে পারবে না।–ধন্যবাদ,– ড্যানা বলল।

ফেনাল একটা বাস স্টপে এসে সাইকেলটা ঘাসের ওপর ছুঁড়ে ফেলে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। পকেটে হাত দিয়ে বুঝল এক পেনিও নেই। তাই সে নকল হাতটা খুলে প্রতিবন্ধী হয়ে ভিক্ষা করতে লাগল। একটি লোক এক ডলার তুলে দিল

তার হাতে। –ধন্যবাদ,– লোকটিকে বলল ফেনাল এবং লোকটি, চলে যেতেই নকল হাত পরে নিয়ে সে একটি বাসে উঠতে গেল। ঠিক তখনই কেমন যেন ওলটপালট হয়ে গেল সবকিছু। সে চিৎকার করে উঠতে গেল কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোন শব্দ বার হল না। সে অজ্ঞান হয়ে গেল। পথচারীরা একে একে ভিড় করতে লাগল। একজন লোক জবাব দিল,–আমার ছেলে ডায়াবেটিক।– বলে সে ফেনালকে তার অপেক্ষারত লিমুজিন গাড়িতে তুলে নিল।

ওয়াশিংটনের উত্তর-পশ্চিমে অ্যাবে ল্যাসম্যানের বিরাট অ্যাপার্টমেন্ট। ড্যানা সেখানে ফোনের অপেক্ষায় রয়েছে। উত্তেজনা আর আতঙ্ক গ্রাস করছে তাকে। তার সেলফোনটা বেজে উঠল। রজার হাডসনের ফোন, সে বলল–ড্যানা, তোমার ফেনাল এখন আমাদের হেফাজতে।– ড্যানা স্থির হয়ে গেল।

অবশেষে বলল,–রজার—আমার লোকেদের আমি আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। ওরা ওর ভাল হাতটা কেটে ফেলতে চায়। আমি কি তাই করতে দেব?–

–না।– আর্তভাবে বলে ড্যানা।

রজার হাডসন বলল,–আমি চাই তুমি শুধু আমার বাড়িতে চলে এস আধঘন্টার মধ্যে। কোনরকম চালাকির চেষ্টা করলে ফেনালের যা ঘটবে তার জন্য আমি দায়ী থাকব না।–

ড্যানা ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। সে ম্যাট বেকারের ফোন নম্বরে ফোন করল। ম্যাটের কণ্ঠস্বর ভেসে এল–ম্যাট বেকার বলছি। আমি এখন বাড়িতে নেই। তোমার কিছু বলার থাকলে মেসেজ দিতে পারো। আমি ফিরে এসে জবাব দেব।– ড্যানা বলল,–এইমাত্র

রজার হাডসনের ফোন পেলাম। ফেনাল তাদের হাতে বন্দী। তুমি পুলিশ নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এস।– অ্যাবে ল্যাসম্যান ম্যাট বেকারের টেবিলে চিঠি রাখতে এসে মেসেজটা দেখে পাসওয়ার্ডে ডায়াল করে মেসেজের টেপটা চালিয়ে দিয়ে মেসেজটা শুনে মেসেজ মুছে ফোলার বোতামটা চালিয়ে দিল।

ডালাস এয়ারপোর্ট নেমেই জেফ ড্যানার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছিল।

জেফ এর আগে অনেকবার ফোনে ড্যানার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে। ট্যাক্সিতে উঠে WTN-এ যেতে বলল চালককে।

ম্যাট-এর রিসেপশন অফিসে জেফ ঢুকতেই ম্যাট বলল,–তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে।–ধন্যবাদ। ড্যানা কোথায়?–

–এখানে কী সব ঘটনা ঘটছে তুমি জান না?-

–না, আমাকে একটু বলুন।–

অ্যাবে ম্যাট-এর অফিস ঘরের বন্ধ দরজায় কান পেতে রইল। টুকরো টুকরো কিছু কথা শুনতে পেল–ড্যানার প্রাণনাশের চেষ্টা..শ্যাডনফ্যাসনোইয়াঙ্ক-২৬...ফেনাল... রজার হাডসন–

এইটুকু শুনেই বে রজার হাডসনকে ফোন করল।

ওদিকে জেফ ম্যাট-এর কথা শুনে বিশ্বাসই করতে পারল না। বেকার বললেন,–এ সব সত্যি।– ইন্টারকমের বোতাম টিপে ম্যাটের অ্যাপার্টমেন্টে ড্যানার খোঁজ করতে অ্যাবের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন তিনি

জেফ এখানেই রয়েছে। ড্যানার খোঁজে সেখানে যাচ্ছে। ড্যানাকে এখন বার করে : আনলেই ভাল হয়। যদি...– অ্যাবে একটা শব্দ শুনে চমকে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল ম্যাট দাঁড়িয়ে। ম্যাট খিঁচিয়ে উঠলে,–অ্যাবে তুই...–

জেফ উত্তেজিত হয়ে বলল,–হাডসনের বাড়িতে আমাকে এখনই যেতে হবে। একটা গাড়ি দরকার।–

ম্যাট বেকার বললেন,–তুমি সেখানে সময়মত পৌঁছাতে পারবে না। যা ট্রাফিক জ্যাম।–

ছাদে হেলিপ্যাড থেকে তারা WTN হেলিকপ্টারের যান্ত্রিক আওয়াজ শুনতে পেল। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল তারা।

.

ড্যানা একটা ট্যাক্সিতে উঠে চালককে হাডসনের বাড়ির ঠিকানা বলল। ম্যাট নিশ্চয়ই তার মেসেজটা পেয়ে পুলিশে খবর দিয়েছেন। ড্যানা তার পার্সে একটা গোলমরিচের স্পের ক্যান রেখেছিল। পুলিশ না আসা পর্যন্ত এটা দিয়েই আত্মরক্ষা করা যাবে।

হাডসনের বাড়ির সামনে এসে ড্যানা দেখল সেখানে পুলিশ নেই। ড্যানা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তার মনে হল রজার আর পামেলা কত মধুর ব্যবহার করেছিল অথচ এখন তারা প্রতারক, খুনি।

বাড়ির দরজায় সিজারের সঙ্গে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল ড্যানা, সিজার বলল– আপনার জন্য স্টাডিতে মিঃ হাডসন অপেক্ষা করছেন।–এসো ড্যানা,– রজার বলল তাকে দেখে। –ফেনাল কোথায়?–কে? ও, তোমার প্রিয় পুত্র?–

–পুলিশ কিন্তু একটু পরেই এসে পৌঁছাচ্ছে।–

–তাই বুঝি? তবে আমি পুলিশকে ভয় করি না।– বলেই রজার ড্যানার পার্সটা ছিনিয়ে নিয়ে গোলমরিচের স্প্রের ক্যানটা বার করে নিল। ড্যানার মুখে খানিকটা স্প্রে করে দিতেই যন্ত্রণায় ড্যান চিৎকার করে উঠল।

ব্যাঙ্গভাবে রজার বলল,–যন্ত্রণা যে কত তীব্র তা এবার তুমি টের পাবে।–

যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে ড্যানা বলল,–আমি ফেনালকে দেখতে চাই।–নিশ্চয়ই। ফেনালও তোমাকে খুব দেখতে চাইছে। ছেলেটি ভীষণ ভয় পেয়েছে। সে বুঝেছে সে মরতে চলেছে। তোমার মরণও আসন্ন, আমি তাকে তাও বলেছি। তুমি নিজেকে খুব চালাক ভেবেছিলে তাই না ড্যানা? আমরা জানতাম রুশ সরকারের একজন অফিসার আমাদের কার্যকলাপ জানে এবং আমাদের মুখোশ খুলে দিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সে যে কে, আমরা জানতে পারিনি। তুমি নিজের অজান্তেই আমাদের তা জানিয়ে দিয়েছ।– ড্যানার শ্যাডনফ আর তার বান্ধবীর রক্তাক্ত মৃতদেহর কথা মনে পড়ে গেল।

–রজার, ফেনাল কিন্তু এসবের সঙ্গে জড়িত নয়। তাই ওকে ছেড়ে দেওয়া হোক।–

ড্যানা তুমি যখন জোয়ান সিনিসির সঙ্গে দেখা করো, তখনই তোমার ব্যাপারে আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি। রাশিয়ান প্ল্যান সম্পর্কে টেলরের আলোচনা জোয়ান শুনে ফেলে। তাই জোয়ানের সঙ্গে টেলর বোঝাঁপড়ায় আসে যে ব্যাপারটা নিয়ে ভবিষ্যতে সে কারো সঙ্গে আলোচনা করবে না। তাই বলা যায় তার মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী, কারণ তোমার সঙ্গেই জোয়ান ব্যাপারটা আলোচনা করতে চেয়েছিল।–

ড্যানা বলল–জ্যাক স্টোন সব জানে কিন্তু–।

রজার বলল–জ্যাক স্টোন আর তার লোকেরা তোমার প্রতিটি গতিবিধির ওপর নজর রেখে এসেছে। শ্যাডনফের খবর তোমার কাছ থেকে জানার পরেই তোমাকে আর আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাই না।–

–আমি ফেনালকে দেখতে চাই।–

–অনেক দেরি হয়ে গেছে ড্যানা। পামেলা আর আমি ঠিক করলাম একটা আগুন ফেনালের ছোট্ট দেহটাকে শেষ করবার পক্ষে যথেষ্ট। তাই তার স্কুলে ফেরত পাঠিয়ে দিই। সেখানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে।

ড্যানা ঘৃণাভরা চোখে বলে,–তুমিও রেহাই পাবে না এত পাপ করে।–

রজার ডেস্কের বোতাম টিপতেই সিজার এল। –মিস ইভান্সের দায়িত্ব তুমি নাও। দুর্ঘটনাটা ঘটার আগে পর্যন্ত যেন বেঁচে থাকে সে।–ঠিক আছে মিঃ হাডসন।– ড্যানা বুঝল সিজারও বিশ্বাসঘাতক।

রজার বলল,–বিদায় ড্যানা।

— সিজার ড্যানাকে একটা লিমুজিন গাড়িতে তুলল।

WTN-এর হেলিকপ্টার রজার হাডসনের এস্টেটে নামার কথা। কিন্তু জেফ হেলিকপ্টার থেকে ড্যানাকে একটা লিমুজিন গাড়িতে তুলতে দেখে পাইলট ব্রোনসনকে গাড়িটা অনুসরণ করতে বলল।

ড্যানা সিজারকে বলল,–তুমি এই অনৈতিক কাজ কোর না। এরা সব ঠান্ডা মাথার খুনি। রজার হয়ত তোমাকেও কাজ মিটে গেলে খুন করবে।–রজারের জন্য আমি কোন কাজ করছি না। করছি পামেলার জন্য। পামেলা আমাকে ভালমতই যত্ন করেন।–

ড্যানা অবাক হয়ে গেল,–তুমি আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?–রক ক্রিক পার্কে।–

ওদিকে একটা স্টেশন ওয়াগানে চড়ে রজার হাডসন, পামেলা হাডসন, জ্যাক স্টোন এবং মিসেস ড্যালি ওয়াশিংটন ন্যাশনাল এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। জ্যাক স্টোন রজারের উদ্দেশ্যে বলল,–বিমান প্রস্তুত আছে। পাইলট বিমানটা নিয়ে মস্কোয় যাবার প্ল্যান করছে।–

রজার বললেন,–আর ফেনালের খবর কী?

–একটু পরেই স্কুলের বেসমেন্টে আগুন লাগানো হবে।

— লিমুজিন গাড়ির পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে পাইলট বলল,–জেফ, সিজারের গাড়িটা বাঁক নিল। বোধহয় রক ক্রিক পার্কের দিকে যাচ্ছে।–

ওটা অনুসরণ করো।–

FRA-তে জেনারেল বুস্টার তার অফিসে ঢুকেই তার সহকারীকে বললেন,–এখানে কী সব ঘটছে।–

–আপনি যখন বাইরে ছিলেন তখন মেজর স্টোন কিছু ভাল লোককে নিয়োগ করেছিল। রজার হাডসনের সঙ্গে তাদের একটা বড় লেনদেন ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল ড্যানা ইভান্স।–হাডসনের সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে যাবার পরিকল্পনা করেছেন।– বুস্টার বললেন,–ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে লাইন দাও।–

.

নরম্যান ব্রোনসন নিচে তাকিয়ে বলল,–রক ক্রিক পার্কে প্রচুর গাছ রয়েছে। তাই হেলিকপ্টার নামানো যাবে না।–

–রাস্তায় এখানেই কোথাও গাড়িটার সামনে হেলিকপ্টার নামাতে পারবে?

— পাইলট তাই করল, লিমুজিন গাড়িটাও দাঁড়িয়ে পড়ল। সিজার গাড়ি থেকে নেমে ড্যানাকে বলল,–তোমার বন্ধু আমাদের অসুবিধায় ফেলতে চাইছে। তাই তোমাকে..– বলে ড্যানার মুখে তীব্র ঘুষি মারল। ড্যানা অজ্ঞান হয়ে গেল। এবার সিজার, হেলিকপ্টারের দিকে ছুটল। বোম চাপ দিতেই ডানাগুলো ঘুরতে শুরু করল। একটু পরেই সে বুঝতে পারল কী ঘটতে চলেছে। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। হেলিকপ্টারের ঘুরন্ত ব্লেডের ধাক্কায় সিজারের দেহটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল।

পাইলট নরম্যান ব্রোনসন বলল,–আমি এই দৃশ্য সহ্য করতে পারছি না।–

সে হেলিকপ্টার থেকে বেরিয়ে লিমুজিন গাড়িটার দিকে ছুটল। জেফও গেল। গাড়ির দরজা খুলে দেখল ড্যানা অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে।

–ড্যানা...– ডাক শুনে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল ড্যানা, বলল...।

–ফেনাল..– জেফ গাড়ির চালকের আসনে বসে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে লিঙ্কন প্রিপারেটরি স্কুলের দিকে গেল।

ড্যানা উত্তেজিত হয়ে বলল–ওরা স্কুলের বেসমেন্টে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ওখানে ফেনাল রয়েছে।–

জেফ বলল,–ঈশ্বর, এই কঠিন পরীক্ষায় তুমি আমাদের সহায় হও।–

স্কুল বিল্ডিং-এর সামনে এসে তারা দেখল দমকলকর্মীরা আগুন নেভাতে ব্যস্ত। জেফকে দৌড়ে স্কুলের ভেতর যেতে দেখে দমকলকর্মীরা বাধা দিল, বলল,–ওখানে ঢুকলে মৃত্যু অনিবার্য।–

জেফকে তবু যেতেই হবে। আগুনের হলকায় তার গা ঝলসে গেল তবু পরোয়া না করে সে ঢুকে গিয়ে ফেনালকে ডাকতে লাগল। কোন সাড়া নেই। অবশেষে জেফ তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আবিষ্কার করে তাকে বেসমেন্ট থেকে তুলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল।

ওয়াশিংটন ন্যাশনাল এয়ারপোর্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নাথান নোডেররাকে ফোন করে জেনারেল বুস্টার জানতে চাইলেন,–রজার হাডসন তার বিমানটা কি ওখানেই রেখেছে?–হা।–উড়ান বাতিল করে টাওয়ারকে জানিয়ে দিন।–

নাথান বলল,–জানিয়ে দিচ্ছি।–

সঙ্গে সঙ্গে টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলল,–হ্যালো টাওয়ার, গালফস্ট্রিম R3487-এর উড়ান বাতিল করে দাও।–

রজার হাডসন ককপিটে উঠে এসে কৈফিয়ত চাইল,–আমার বিমান কেন উড়ছে না।–

রজার হাডসনকে পাইলট বলল,–উড়তে একটু দেরি হবে। আমাদের এখনি টার্মিনালে ফিরে যেতে হবে।–

পামেলা ক্রুদ্বস্বরে বলল,–আকাশে উড়তে থাকো। টার্মিনালে ফিরতে হবে না।

–আপনার কথা রাখতে গেলে আমাকে লাইসেন্স হারাতে হবে।–

এবার জ্যাক স্টোন পাইলটের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে বলল,–আমরা রাশিয়ায় যাচ্ছি,– পাইলট প্রাণের ভয়ে তাই করল।

ওদিকে এয়ারপোর্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আকাশের দিকে চেয়ে শঙ্কিত হয়ে বলল,– গালফস্ট্রিম আকাশের অনেক ওপরে উঠে এসেছে। আমার নির্দেশের বিরুদ্ধে...–

ফোনে জেনারেল বুস্টার জানতে চাইলেন,–তুমি ওদের রুখে দিয়েছ তো?–

–না, কোনভাবেই ওদের আটকাতে পারলাম না। জ্যাক স্টোনের বন্দুকের সামনে পাইলট ভয় পেয়ে যায়।–

ঠিক তখনই আকাশের বিস্ফোরণ ঘটল। নীচে মাটিতে বিমানকর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে আকাশের দিকে নজর রাখছিল, গালফস্ট্রিমের ভগ্নাংশগুলি মেঘের আড়াল থেকে বৃষ্টির মত পড়তে লাগল।

মাঠের একেবারে শেষপ্রান্তে বোরিস শ্যাডনফ দীর্ঘ সময় ধরে আকাশের দিকে নজর রাখছিল। সাফল্য পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে হেঁটে চলল।

দাদার খুনের বদলা নিতে পেরে এখন সে খুব খুশি।